উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৪,১১৫.১৭ (-২১৭.৪১)
নিফটি : ২২,৪৬০.৩০ (-৯২.২০)

সংসদে এপিক বিতর্ক
সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরুতেই ভূতুড়ে ভোটার তালিকা এবং এপিক বিতর্কে কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করে ইন্ডিয়া জোট। » ১০

তৃণমূলে তাপসী
হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাপসীর সঙ্গে এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শ্যামল মাইতি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

গুলমার্গে ফ্যাশন শো, উত্তপ্ত কাশ্মীর » ১০

২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 291

ঘরে মায়ের দেহ, পরীক্ষা দিল ছেলে

মায়ের মৃত্যুর পর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে রূপঙ্কর ভাদুড়ি (মাঝে)।

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১০ মার্চ : ঘরে পড়ে আছে মায়ের প্রাণহীন দেহ। কিন্তু তাতে থমকে যায়নি জীবন। তাই, হাজার কষ্ট বুকে চেপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গেল ছেলে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুর লাগোয়া রূপপুর গ্রামে।

এদিন সকাল থেকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রূপঙ্কর ভাদুড়ি। সোমবার ছিল তার দর্শনের পরীক্ষা। সে গ্রামেরই বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়। পেশায় প্রান্তিক কৃষক বাবা বিপদতারণ ভাদুড়ি চাষের কাজে বেরিয়েছিলেন। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে বলে তড়িঘড়ি রান্না করছিলেন বছর পয়তাল্লিশের মা অঞ্জু ভাদুড়ি।

প্রতিবেশী সূত্রে খবর, রোজকার মতো এদিনও সকালে ঘরের কাজ সেরেছেন অঞ্জু। তারপর যান রান্না করতে। কিছুটা রান্নার পর আচমকা বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন তিনি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে গড়িয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় জল ঢালা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। এমন ঘটনার জন্য আদৌ তৈরি ছিল না রূপঙ্কর। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে তার জীবনের এত বড় পরীক্ষাকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিই বা বলার থাকতে পারে। এমনটাই জানান প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসেন বিপদতারণ।

তিনি বলেন, 'অঞ্জুর কোনও অসুখ ছিল না। হঠাৎ যে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' রূপঙ্করের জেঠু মধুসূদন ভাদুড়ির কথায়, 'এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ভ রূপঙ্কর মায়ের পাশে মাটিতেই শুয়ে পড়েছিল। বলছিল, আর কোনও পরীক্ষা দেবে না। খবর পেয়ে স্কুলের শিক্ষকরা এসে তাকে খুব করে বোঝান। এরপরই সে পরীক্ষা দিতে রাজি হয়। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া ও দাহকার্য সম্পন্ন করে রূপঙ্কর। ওর জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।' রূপঙ্কর বলে, 'আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। শিক্ষকদের কথাতেই পরীক্ষায় বসেছি। কী লিখেছি জানি না। মায়ের এভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাস রায় বলেন, 'এমন মর্মন্তুদ ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘটনার কথা জানার পরই স্কুল থেকে দুই শিক্ষক ছাত্রটির বাড়ি যান। তাঁরাই বুঝিয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে রাজি করান।

এরপর আটের পাতায়

দীপক সাসপেন্ড, শান্তি পদ্ম বিধায়কদের

শংকর-মনোজকে মার্শাল ডেকে বহিষ্কার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পলরা সাসপেন্ড হয়েছিলেন আগেই। এবার কোপ পড়ল উত্তরবঙ্গের তিন বিজেপি বিধায়কের ওপর। মার্শাল দিয়ে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হল বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। অধ্যক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জেরে শংকরের পাশাপাশি একই পরিণতি হয় কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের। একইদিনে সাসপেন্ড করা হয় ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনকে।

মার্শাল ডেকে কোনও বিধায়ককে বের করে দেওয়া সাম্প্রতিককালে ঘটেনি। সোমবার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ওই ঘটনাগুলি হয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। দীপকের শাস্তির কারণ তাঁকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়া। খড়্গপুর টাউনের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাজেটের ওপর আলোচনাকে কেন্দ্র করে ঘটনাগুলি ঘটে।

'আপনি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না' বলে অধ্যক্ষ সতর্ক করেন হিরণকে। পালটা খড়্গপুর টাউনের বিধায়ক অধ্যক্ষের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি আমাকে ডিকটেট করতে পারেন না।' এরপর হিরণ ভাষণ চালিয়ে যেতে গেলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতার অনুপস্থিতিতে ওই বিধায়ককে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন শংকর।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ককে অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যসচেতক হয়ে আপনি এ ধরনের আচরণ করতে পারেন না।' শংকর সেই কথায় কান না দিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকলে শংকর ও মনোজকে বের করে দিতে বিধানসভার মার্শালকে নির্দেশ দেন বিমান। মার্শাল শংকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের এই নির্দেশের

এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু ৩ মিস্ত্রির

পাইপ বসাতে গিয়ে বিপত্তি

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১০ মার্চ : নলকূপের পাইপ বসাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন কলমিস্ত্রির মৃত্যু হল। সোমবার দুপুরে শীতলকুচি ব্লকের পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম সহিদুল মিয়াঁ (৩৮), আজিজার রহমান (৫৫) ও যশো মিয়াঁ (৬০)। প্রথমজন নগর সিংমারি এবং বাকি দুজন শীতলকুচির বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহগুলি মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের দুই কৃষক পরিমল বর্মন ও গেঙলু বর্মন তাঁদের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করেন। দুই কৃষক মিলেই এলাকার কলমিস্ত্রি আজিজার রহমানকে নলকূপ বসানোর জন্য খবর দেন। এদিন সকালে আজিজার তাঁর দুই সহকর্মী যশো মিয়াঁ ও সহিদুল মিয়াঁকে নিয়ে পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে যোলোচালা এলাকায় নলকূপের পাইপ বসাতে যান। কাজ যে সময় প্রায় শেষ সেই সময় তাঁরা নলকূপের গর্ত করার জন্য পাইপ ওপরদিকে তুলছিলেন। খেতের ওপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার গিয়েছে। ওই পাইপ সেই তার ছুঁলে যশো ও সহিদুল মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তা দেখে আজিজার দুজনকে কাঁচা বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সেই সময় আতশবাজি ফাটানোর মতো আওয়াজ হচ্ছিল। তখন মাঠে যে কৃষকরা কাজ করছিলেন, পরিস্থিতি দেখে তাঁরা দৌড়ে আসেন। তাঁরাই পাশে থাকা বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের হাতল নামিয়ে দেন। কিন্তু ১১ হাজার ভোল্টের তারের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়নি। চোখের সামনেই তিন কলমিস্ত্রি পুরোপুরিভাবে ঝলসে যান। পরে শুকনো বাঁশ দিয়ে কোনওভাবে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। যশো ও সহিদুলের শরীর পুড়ে পুরো কালো হয়ে গিয়েছিল। নিথর তিনটি দেহ আধ ঘণ্টা ধরে খেতে পড়েছিল। বাহিনী নিয়ে শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো, তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ এলাকায় আসেন। তিনজনকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক দেবাংশী সাহা তিনজনকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের স্বজনরা সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী গেঙলুর কথায়, 'জমিতে বোরো চাষ করার জন্য নলকূপ বসানো হচ্ছিল। তিনজনই এলাকায় দীর্ঘদিনের কলমিস্ত্রি হিসেবে পরিচিত। খেতের ওপর ইলেক্ট্রিক তারের বিষয়ে ওই মিস্ত্রিদের সাবধান করা হয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

শীতলকুচির যোলোচালায় জটলা বাসিন্দাদের। ছবি - বিশ্বজিৎ সরকার

মর্মান্তিক

- তিন কলমিস্ত্রি মিলে চাষের জমিতে নলকূপের পাইপ বসানোর কাজ করছিলেন
- খেতের ওপর দিয়ে যাওয়া হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎবাহী তারে ওই পাইপের ছোঁয়া
- প্রথমে দুজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন, তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনও দুর্ঘটনাগ্রস্ত
- কোনওমতে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা

ডাকঘরে কোটি টাকা নয়ছয়

পোস্ট মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১০ মার্চ : বেশ কয়েক বছর ধরে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ছোটখাটো পোস্ট অফিসে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। এবারে কোচবিহার-১ ব্লকের ঘেঘিরঘাট পোস্ট অফিসকে কেন্দ্র করে একই ঘটনা ঘটল। সংশ্লিষ্ট পোস্ট মাস্টার বহু টাকার দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগে এদিন বিকেল থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা এই পোস্ট অফিসে জমা করে এলেও তা অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি বলে উপভোক্তাদের দাবি। তাঁদের দাবি, প্রায় এক কোটি টাকার নয়ছয় করা হয়েছে। এদিন অনেক রাত পর্যন্ত উপভোক্তারা ওই পোস্ট অফিসে বিক্ষোভ দেখান। টাকা ফেরতের দাবিতে তাঁরা সরব হন। উত্তেজনা সামাল দিতে পুলিশ এলাকায় যায়।

অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টার আশরাফুল রহমান অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'টাকার গরমিল নিয়ে যাঁরা অভিযোগ করেছেন, আমি তাঁদের সেই টাকা ফিরিয়ে দেব।' তবে ওই বিপুল অঙ্কের টাকা তিনি কী করেছেন বা যে টাকা তিনি ফিরিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন তা কীভাবে করবেন সে বিষয়ে আশরাফুল কিছু বলতে চাননি। ডাক বিভাগের কোচবিহার ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'ওই পোস্ট অফিস নিয়ে আমাদের কাছে এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। বর্তমানে যে অভিযোগ উঠেছে তা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে টাকা ফেরত পেতে উপভোক্তাদের কোনও সমস্যা হবে না।'

বছর ছয়েক আগে এই ব্লকেরই রাশিডাঙ্গা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার রাহেমুল খন্দকারের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে হইচই হয়েছিল। সিবিআই ঘটনার তদন্তে নামে। ২০২২ সালে তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার রাজীব ধরের বিরুদ্ধেও উপভোক্তাদের প্রচুর টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে। ২০২৪ সালে কোচবিহার শহর সংলগ্ন গুড়িয়াহাটি

এরপর আটের পাতায়

উত্তেজনা

- ঘেঘিরঘাট পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার কোটি টাকার ওপর নয়ছয় করেছেন বলে অভিযোগ
- উপভোক্তারা ওই পোস্ট মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন
- অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন পোস্ট মাস্টার
- অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ডাক বিভাগ জানিয়েছে

বালাভূত হাইস্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন অস্থায়ী শিক্ষক।

'হাতখরচের' শিক্ষকে চলছে স্কুল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১০ মার্চ : শিক্ষক নেবে গো... শিক্ষক? মাত্র দুই হাজার টাকায়!

একদিকে কলকাতায় হবু শিক্ষকরা চাকরির দাবিতে দিনের পর দিন আন্দোলন করে চলেছেন। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার দূরে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় বালাভূত হাইস্কুলের ছবিটা যেন রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নগ্ন করে ছেড়েছে।

এই স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্যে মাত্র একজন স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন। তাহলে পঠনপাঠন কীভাবে চলছে? তার জন্যে রয়েছেন দুই হাজার টাকার অস্থায়ী শিক্ষক। এক-দুজন নয়, ১০ জন। তাঁরাই একমাত্র ভরসা। না হলে পঠনপাঠন লাটে উঠে যাবে। যদিও জোড়াতালি দিয়েই চলছে ক্লাস। প্রায় এক দশক ধরে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে বালাভূত হাইস্কুলে।

এ তো গেল একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কথা। নবম-দশমে বাংলা, অঙ্ক, জীবনবিজ্ঞান পড়ানোর জন্য স্থায়ী শিক্ষক নেই। শূন্যস্থান পূরণ করছেন অস্থায়ী শিক্ষকরা। মাত্র দুই হাজার টাকায় কী হয়? এই শিক্ষকরা একসুরে জানাচ্ছেন, 'হাতখরচটুকু ওঠে মাত্র।'

বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজানা, এমনটা কিন্তু নয়। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল জানেন অনেক স্কুলেই এরকম সমস্যা রয়েছে। তাঁর কথা, 'শিক্ষা দপ্তরের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলো জানানো হয়েছে।' তারপরেও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি কেন? *এরপর আটের পাতায়*

পড়ে শূন্যপদ

- একাদশ-দ্বাদশে ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, বাংলার ক্লাস চলছে অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে
- ২০১৪-২০২৩ সালের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক অবসর নেন, কয়েকজনের বদলি হয়
- একাদশ-দ্বাদশে ভূগোলের ল্যাব নেই, কমপক্ষে আটটি শ্রেণিকক্ষের ঘাটতি রয়েছে
- ১৭ সহ শিক্ষকের অনুমোদন থাকলেও ১১টি পদ পূরণ হয়েছে, বাকি ছয়টি শূন্যপদ
- ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের নিরিখে স্কুলে ২৫-৩০ জন শিক্ষক প্রয়োজন

কথায় কথায়

হিন্দির উগ্র আগ্রাসন রোধে যুদ্ধে দ্রাবিড়ভূমি

আশিস ঘোষ

'তামিলকে রক্ষা করতে আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।' এটাই ছিল ২৭ বছরের চিন্নাস্বামীর শেষ চিঠি। ১৯৬৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রাজ্যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তিরুচিরাপল্লির এই তরুণ।

সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে দক্ষিণী এই রাজ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। চিন্নাস্বামীর আত্মাহুতি তাতে ঘি ঢেলেছিল। পরপর আত্মাহুতির রীতিমতো হিড়িক পড়ে যায়। কম করেও আরও ছ'জন গায়ে আগুন দিয়ে মারা যান। বিষ খেয়েও প্রাণ দিয়েছিলেন আরও অনেকে। পুরোদস্তুর দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল মাদুরাইতে। সব মিলিয়ে সত্তরজনের মৃত্যুর পরে দিল্লি বাধ্য হয় নড়েচড়ে বসতে। তখন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তামিলনাড়ুর নাম তখন মাদ্রাজ। হিন্দির সঙ্গে সহায়ক ভাষা হিসেবে ইংরেজিও থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সেই তুমুল আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়েছিল। '৬৭ সালের ভোটে জিতে যায় ডিএমকে।

এরপর আটের পাতায়

বোলাররাই জেতান, বলছেন তৃপ্ত গম্ভীর

দুবাই, ১০ মার্চ : সাফল্যের রাত। উৎসবের রাত। আরও এগিয়ে চলার রাত!

ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের অভাব নেই। কিন্তু এমন রাত কমই এসেছে, যখন দমবন্ধ করা অবস্থার পর এসেছে ফুরফুরে বাতাস।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হওয়া। টানা ব্যর্থতার জেরে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছিল, শুরু হয়েছিল জল্পনা। তেমনই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। তাঁর কেরিয়ারে ওঠাপড়ার নজির বিস্তর রয়েছে। কিন্তু অতীতে রোহিত কখনও এমন চাপে পড়েছিলেন কি?

জবাবে তর্ক চলবেই ক্রিকেট মহলে। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর রোহিত এখন চাপমুক্ত। আপাতত ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েও তিনি ভাবছেন না, সাফল্যের রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজেই জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শুধু তাই নয়, রোহিত জানিয়েছেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেট তিনি এখনও উপভোগ করছেন। আর দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পাওয়াটা ইয়ার্কির বিষয় নয়। হিটম্যানের কথায়, 'দেশের জার্সিতে খেলাটা গর্বের, কোনও ইয়ার্কির বিষয় নয় সেটা। ২০১৯ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরেও দারুণ পারফর্ম করেছিলাম আমি। ধারাবাহিকভাবে বড় রানও করেছিলাম। কিন্তু ফল কী হয়েছিল, সবারই জানা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে আমরা খেতাব জিতেছি। তাই এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বের বিচারে অনেক বেশি মনের কাছে থাকবে।' রোহিত ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন। জয়ের ভিত গড়েছেন দায়িত্ব নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে ভারত অধিনায়কের উপলব্ধি, তিনি একা নন। দল হিসেবে তাঁরা খেতাব জিতেছেন। আর সেই সাফল্যে সবার সমান অবদান। উদাহরণ হিসেবে লোকেশ রাহুলের কথা তুলে ধরে রোহিত বলেছেন, 'লোকেশ আমাদের সাফল্যে বড় ভূমিকা নিয়েছে। হয়তো সেঞ্চুরি করেনি ও। কিন্তু প্রতি ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৪০ রান করেছে। যা আমাদের সাফল্যের পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।'

রোহিত যেখানে থেমেছেন, সেখান থেকেই রাতের দুবাই স্টেডিয়ামে মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। রোহিতরা যখন পুরস্কার মঞ্চে উৎসবের জোয়ারে ভেসেছেন। কোচ গম্ভীর সামান্য দূর থেকে সব দেখেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের উৎসবের শেষে ভারতীয় সময় প্রায় রাত সাড়ে বারোটার সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন গম্ভীর। প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা দিতে গিয়ে তাঁর ভাবনার ভিন্ন একটা দিক তুলে ধরেছেন গম্ভীর। জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন ব্যাটাররা নির্দিষ্টভাবে ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিযোগিতা জেতায়।

এরপর আটের পাতায়

অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ব্লেজার পরিয়ে অভ্যর্থনা রজার বিনির।

গোরু পাচারের আগে গ্রেপ্তার

হলদিবাড়ি, ১০ মার্চ : বাংলাদেশে পাচারের আগে সোমবার ভোরে দুটি গোরু সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন। ধৃতের নাম মহঃ রুবেল হক সরকার। বাড়ি হলদিবাড়ি ব্লকের মধ্য হুদুমডাঙ্গায়। সোমবার তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জওয়ানরা।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ বিরোধ, রাত ১০.০০ একাই একশো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অন্নদাতা, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ মহান, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৩০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.৩০ ভাই আমার ভাই, ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার-টু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৪০ চ্যাম্প

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ইস্টবেঙ্গলের ছেলে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ সিটিমার, দুপুর ২.২২ দ্য রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১০ দ্য রিয়েল টাইগার, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.৫৫ বেঙ্গল টাইগার

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৬ দরার, দুপুর ১.৫০ বজরঙ্গি-টু, বিকেল ৪.৫৩ বজ্রকায়া, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৩ অঘোরি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৯ জানওয়ার, বিকেল ৫.০৮ বিম্বিসার, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.১২ অরবিন্দ সমেথা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ গ্যাসলাইট, বিকেল ৩.০০ আ ওয়েডনেসডে! বিকেল ৪.৪৫ গুড লাক জেরি, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বাবুল, ১১.৪৫ চান্স পে ডান্স

চেজিং মনস্টার্স সন্ধে ৭.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

মহান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রিও বিকেল ৪.০০ মুভিজ নাউ

গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কুনকি দিয়ে প্রযুক্তির ট্রায়াল আপাতত বন্ধ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ : ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস)-এর ট্রায়ালে দুর্ঘটনার পর আপাতত কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ রাখল রেল। যদিও আইডিএস প্রযুক্তির পরিকাঠামোগত অন্যান্য কাজ চালু রয়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ট্রেন এনে আইডিএস-এর ট্রায়ালের সময় কুনকি হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তারপরই ট্রায়াল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন রেলকর্তারা। তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, কন্ট্রোল রুম ছাড়াও কোথায় কোথায় সেই আইডিএস ব্যবহার করা হবে, তা চিহ্নিত করে পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আইডিএস-এর বিভিন্ন কাজকর্ম চলছে।'

সামনেই বর্ষাকাল। ফলে জঙ্গল রুটে ঝড়-বৃষ্টির মরশুমে কাজ করতে সমস্যা হতে পারে।

দুর্ঘটনার জের

তাই যত শীঘ্র সম্ভব আইডিএস-এর কাজ শেষ করতে চাইছে রেল। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সহ একাধিক ডিভিশনের কোথায় কোথায় আইডিএস ব্যবহার হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমনকি সেইসব হাতি করিডর রুটে কাজের জন্য অর্থও বরাদ্দ করেছে রেল। খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ শেষ হলে আবার ট্রায়াল হবে। সেই ট্রায়াল সফল হলেই নির্দিষ্ট কোম্পানি কাজের বরাত পাবে। তারপর রেলমন্ত্রক আর নির্দিষ্ট কোম্পানি যৌথভাবে আইডিএস ব্যবহার করবে।

সম্প্রতি দু'দিন ধরে কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল চলে। সেই ট্রায়াল সরেজমিনে দেখতে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। ট্রায়ালের সময় ট্রেনের হর্নের শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই হাতি কয়েক মিটার দূরে দাঁড়ানো রেলেরই অধীনে থাকা এক বেসরকারি সংস্থার কর্মীকে পা দিয়ে মাথায় আঘাত করলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঘটনার পর কুনকি হাতি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় রেল।

রেল সূত্র জানাচ্ছে, একাধিক ট্রায়াল হয়েছে। তার মধ্যে ওই একবারই কুনকি ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন কুনকি দিয়ে ট্রায়াল বন্ধ হলেও পরবর্তীতে ফের একইভাবে ট্রায়ালের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি কেউ।

হোলির আগে বৃষ্টির ভ্রূকুটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ : পূর্ণিমা রং ঢালার আগেই জল ঢালছে প্রকৃতি। হঠাৎই বদল ঘটছে উত্তরের আবহাওয়ায়। আর তাতেই বসন্তের রং জলে ধুয়ে যাবে না তো, মাঠে মারা যাবে না তো বসন্ত উৎসবের যাবতীয় প্রস্তুতি, উঠছে প্রশ্ন। আবহাওয়ার মতিগতিতে এখনও পর্যন্ত পাহাড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, সমতল শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস মিলছে। অবশ্য পটপরিবর্তন ঘটাতে প্রকৃতির কত সময়ই বা লাগে। সে কারণেই নিশ্চিত হতে আরও দু'দিন অপেক্ষা করতে চাইছেন আবহবিদরা। কিন্তু বসন্ত উৎসবের মুখে হঠাৎ বৃষ্টির ভ্রূকুটি কেন? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি ঘটতে চলেছে এই অঞ্চলে। ঝঞ্ঝাটি শক্তিশালী হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলে পাহাড় এবং সংলগ্ন সমতল এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।'

শুষ্ক আবহাওয়া। সকাল-সন্ধ্যায় উদাসী হাওয়া। বসন্তের প্রকৃতি তো এমনই। কিন্তু সোম দুপুরে

যেভাবে চড়চড় করে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটল, তাতে যেন গ্রীষ্মের আঁচ। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিতেই লুকিয়ে রয়েছে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। অর্থাৎ মঙ্গলবার যদি গুমোট আবহাওয়া থাকে, তবে তার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পকে এই অঞ্চলে ঝঞ্ঝা টেনে আনার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে ওঠায়, আবহাওয়ার পূর্বাভাসেও মিলছে বৃষ্টি-কথা। পূর্বাভাস অনুযায়ী, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় মঙ্গল থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে বুধ এবং বৃহস্পতিবার বজ্রপাত সহ বৃষ্টি হতে পারে দুই পাহাড়েই। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। বৃষ্টি হলেই পাহাড়ে তাপমাত্রার পতন। ফলে হোলিকে কেন্দ্র করে এসময় যাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে আসছেন, তাঁরা জাঁকিয়ে ঠান্ডা অনুভব করতে পারেন।

সমতল অবশ্য বসন্তের রংয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। উৎসবে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। অপেক্ষা শুক্রবারের। অবশ্য তার আগেই অনেক এলাকায় আগাম হোলির রংয়ে ছটা ছড়িয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে যদি বৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবে তো মন খারাপ হতেই পারে। তবে আগাম হোলি পণ্ড হলেও, শুক্রবার বসন্ত উৎসবের দিন

> নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি ঘটতে চলেছে এই অঞ্চলে। ঝঞ্ঝাটি শক্তিশালী হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলে পাহাড় এবং সংলগ্ন সমতল এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> **গোপীনাথ রাহা**
> *আবহাওয়া অধিকর্তা*

সমতলে জোরালো বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে, বুধ এবং বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রপাত সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রপাতের সতর্কতা রয়েছে বুধবার। আলিপুরদুয়ারেও বুধ এবং বৃহস্পতিবার বজ্রপাত সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের একাংশে বুধবার শুধু হালকা বৃষ্টি হতে পারে। চলতি সপ্তাহে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও গৌড়বঙ্গ থাকছে শুষ্ক।

কমলার পোকা দমনে প্রোটিনের ফাঁদ

চিনা ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে আলোচনা সেমিনারে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ মার্চ : পাহাড়ের কমলার গরিমা খর্বের পেছনে রয়েছে চিনা ফ্রুট ফ্লাই। ওই রোগপোকার আক্রমণেই গাছের পর গাছের কমলা পরিণত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে। সম্প্রতি ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার্স মেডিসিনাল প্ল্যান্টস বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। এর থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি মিলবে, সেবিষয়ে গত সপ্তাহে ম্যান্ডারিন প্রজাতির কমলার ওপর কালিম্পংয়ের ক্লুনি উইমেন্স কলেজে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আলোচনা হয়।

ডিরেক্টরেট অফ সিঙ্কোনা অ্যান্ড আদার মেডিসিনাল প্ল্যান্টস-এর নির্দেশক ডঃ স্যামুয়েল রাই বলেন, 'ওই সেমিনারে চিনা প্রজাতির ফ্রুট ফ্লাই দমনে কী করণীয়, তার ওপরও বিশদে আলোচনা হয়। পাহাড়ের কমলা চাষ রক্ষা ও সেইসঙ্গে প্রসারের জন্য সেমিনারে আলোচনার পর একগুচ্ছ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

চিনা প্রজাতির ফ্রুট ফ্লাইয়ের বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্যাক্ট্রোসেরা মিনাক্স। এর জন্ম মাটির ভেতরে। ডানা গজানোর পর ওপরে ওঠে আসে। পুরুষ ফ্রুট ফ্লাইয়ের সঙ্গে মিলনের পর স্ত্রী ফ্রুট ফ্লাই ডেরা বাঁধে কমলার ভেতরে। সেখানে ডিম পাড়ে। কমলা যত বড় হয় সেই ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চা কমলার তত ক্ষতি করে। একটা সময় ফল পরিণত হওয়ার আগেই ওই পোকার দাপটে তা মাটিতে ঝরে পড়ে।

তবে উপায় কী? ক্লুনি কলেজের সেমিনারে প্রোটিন ট্র্যাপ-এর কথা

উঠে এসেছে। বিষয়টি অনেকটা যে কায়দায় কল পেতে তাতে মুষিককুলের প্রিয় খাবারে মেশানো রাসায়নিক দিয়ে সেগুলিকে নিকেশ করা হয়, অনেকটা সেই ধাঁচের। তবে এক্ষেত্রে কল নয়। প্রয়োজন অন্য একধরনের ফাঁদ এর। যার পোশাকি নাম বেইট। আর খাবার হিসেবে রাখতে হবে প্রোটিনকে। ফ্রুট ফ্লাইয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে প্রোটিনের ওপর। তা সাবাড় করতে গিয়েই ফাঁদে আটকা পড়বে ওই পোকার দল।

সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টরেট জানাচ্ছে, এই ধরনের ফাঁদ তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হচ্ছে চিনা কোম্পানিগুলি। কারণ সেদেশের কমলা বা অন্য ধরনের লেবু চাষে এই পোকার বাড়বাড়ন্ত সবচেয়ে বেশি। চিনা কোম্পানির সস্তার ওই ফাঁদ পাহাড়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে সেমিনারে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা সহমত পোষণ করেছেন।

পাশাপাশি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নত প্রজাতির কমলা চারার উদ্ভাবনের ওপরও সেমিনারে জোর দেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের পক্ষ থেকে মংপুতে কেবলমাত্র কমলার ওপর একটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি তৈরি করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা অদূরভবিষ্যতে পাহাড়ের কমলা চাষে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশা।

ক্লুনি কলেজের সেমিনারে নেপাল ও ভুটানের বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি অনলাইনে যোগ দেন আমেরিকা ও ইরানের গবেষকরা। উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, জিটিএ'র চেয়ারম্যান অনীত থাপাও হাজির ছিলেন ওই আলোচনায়।

FLAT FOR SALE

A 3 BHK Flat (1350 Sq. Ft.) with parking space opposite of Auxilium School, Siliguri is on sale. Price negotiable. Contact : 73843-80714 / 94341-53500.

অ্যাফিডেভিট

সোসাইটির প্যান কার্ড নম্বর AAAT J 2298R EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে ১০.৩.২৫ তাং অ্যাফিডেভিট বলে Jalpaiguri Diocese Charity Development Society এবং Jalpaiguri Charity Development Society এক এবং অভিন্ন সংস্থা বলে পরিচিত হইলো। ক্লেমেন্ট তীরকী জলঃ (C/114766)

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি তালমা। M : 7797682148. (C/115613)

Niram Industries Pvt. Ltd have below vacancy- Senior Accountant, Purchase Manager, Executive Assistant to MD, Labortary Technician. Contact - 9474679380/9832720437 www.niramindustries.com (C/115237)

Need a Chef and Male Female Service Staff for Whistle Garden Restaurent Pradhannagar. Siliguri. Salary Negotiable. M : 7001408729, 7076250400. (C/115615)

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য শীঘ্রই পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M :- 93829-82327, 98324-22178. (C/115238)

Required Teachers & Staff for Sister Nivedita Convent School, Tufanganj, Cooch Behar. Office Staff : B.Com.Computer savvy. Must be fluent in English, T.G.T (English) : B.A. (H) or M.A. (English) & B.Ed. Must be Fluent in English. Librarian. : B. Lib. or M.Lib with experience. Only local candidates are requested to send their resumes indicating the post applied for within 3 days through email. sisterniveditatfg@gmail.com, Contact No : 9614192239, 9234304686. (D/S)

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender is invited for Providing of Scavenging Personnel at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/515/2025, Dated 10/03/2025. Details are available from the following sites : **www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

e-NIT
Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 23/SOIL/NFSM/2024-25&24/SOIL/NMEO/2024-25 dated 06/03/2025
(https://wbtenders.gov.in)
E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below / at par / above) in Two Cover System (E-procurement) for Excavation of Water Harvesting Structure (WHS) as **50% of the Govt. Assistance Basis** under **NFSM-Rice** 2024-25 & **100% of the Govt. Assistance Basis** under **NMEO-Oilseeds** of Coochbehar District on **site specific activities** as watershed basis from resourceful & bonafide agencies.
Last date of application for tender papers is 11/03/2025 11:00 Hrs
For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

BOLERO ON SALE

BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. **CON: 9678072087**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখা ঃ বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৫ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি ঃ- ৭০০৯৯৫৮৭০৪ *ইমেল ঃ- B889@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) অনুবিধি অনুসরণ করুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৭.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ- ২২,৫২,০৭৯/- (টাকা- বাইশ লক্ষ বাহান্ন হাজার উনআশি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখার কাছে- ১) মেসার্স সিকিম জুয়েলার্স (মালিক ঃ- লাবণি পাল) হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং- এইচ/৩৯৮/৭/১৪২/১, আরামবাগ চিকেনের পিছনে, এইচ সি রোড, ওয়ার্ড নং ৬, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১-এ ব্যবসা চালান। ২) শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী- (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ঘোঘোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৬-এ বসবাসরত। ৩) শ্রী সজল পাল, শ্রী রামজয় পালের পুত্র (জামিনদাতা) রামকৃষ্ণ সাইকেল স্টোর, ঘোঘোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৬ এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ-

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	দোকানটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ৯০ স্কোয়ারফিট পরিমাপের এলাকায় দ্বিতীয় তলে অবস্থিত। যেটি জমির পরিমাণ ১½ কাঠা, প্লট নং (আরএস)৮০৩০, খতিয়ান নং ২১৯১, মৌজা শিলিগুড়ি, জেএল নং ১১০ (নতুন ৮৮) তৌজি নং ৩(জেএ), শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড নং VI, হোল্ডিং নং ৩৯৮/৭/১৪২/০১, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১-এ শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী-এর স্বত্বাধিকারে অবস্থিত। সমস্ত সম্পত্তির সীমানা (দলিল অনুসারে) উত্তর ঃ শ্রী এস দাস এর জমি, দক্ষিণ ঃ- শ্রী এইচ দাস এর জমি, পূর্ব ঃ- পিডব্লিউডি -এর রাস্তা, পশ্চিম ঃ- শ্রী বি মিশির-এর জমি। দোকানটির সীমানা ঃ- উত্তর ঃ- ইউকো ব্যাংক-এর দেওয়াল, দক্ষিণ ঃ- সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব ঃ- আরামবাগ চিকেন সপ, পশ্চিম ঃ- বিক্রেতাদের দ্বারা বিক্রীত জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৮,৫০,০০০/- (টাকাঃ- আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ- ৮৫,০০০/- (টাকা ঃ- পঁচাশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ- ১০০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৭.০৩.২০২৫ সকাল ১১ঃ০০ থেকে বিকেল ০৫ঃ০০।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি৫০৪৫১৪৫৫১২৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০- এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ইমেল করুন- support.ebkray@psballiance.com -এ।

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের সমস্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন ঃ- https://www.ebkray.in -এ, এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ঃ- PSB Alliance Pvt. Ltd, এতে। যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২২০।

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in এ সম্পত্তিটি খোঁজ পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ ঃ ০৫.০৩.২০২৫
স্থান ঃ শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি ঃ- সঞ্জীব ভগৎ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭০০৯৯৫৮৭০৪ এবং সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

কাঞ্চনকন্যায় নতুন দুটি কোচ

জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ : শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়ারগামী আপ ও ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে দুটি নতুন এসি কোচ যুক্ত করা হল। ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কার সোমবার জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কে এক চিঠিতে এই সুখবর দিয়েছেন। ইস্টার্ন রেলের পাবলিক রিলেশন অফিসার দীপ্তিময় দত্ত ফোনে জানিয়েছেন, আগামী ২০ মার্চ শিয়ালদহ থেকে এবং ২১ মার্চ নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস একটি করে নতুন টু-টিয়ার এবং থ্রি-টিয়ার এসি কোচ নিয়ে চলাচল শুরু করবে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাংসদের প্রস্তাব মেনে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী একটি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হচ্ছে বলে রেল বোর্ডের তরফে ঘোষণা করা হয়। নতুন কোচ দুটি জলপাইগুড়ি রোডের প্রস্তাবিত নতুন ট্রেন থেকে কেটে দেওয়া হচ্ছে কি না তা জানা যায়নি।

F. No. BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E-AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **04** Nos. of dangerous standing green trees viz. Sal, Eucalyptus & Siris etc at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **22.03.2025** between **09:00 hours on to 17:00 hours**.

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 21,000/-** (Rupees Twenty One thousand only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I/49
Station : Siliguri.
Dated : 07 March, 2025

N. K. Pandey, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর সেরে যাওয়ায় উৎকণ্ঠামুক্ত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃষ :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। **মিথুন :** সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** পারিবারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে অযথা ঋণ করতে যাবেন না। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** চিকিৎসকের পরামর্শ পালন করুন। জমি কেনাবেচায় অভিজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। **তুলা :** দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সন্তানের চাকরির খবরে পরিবারে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসিত হবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। আর্থিক ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। **মকর :** ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** না জেনে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। **মীন :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। সংসারের কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২০ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, ২০২৫, ২৬ ফাগুন, সংবৎ ১২ ফাল্গুন সুদি, ১০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৫।৪০। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ৯।৩১। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৩।১০। অতিগণ্ডযোগ দিবা ২।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৩৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৯।৩১ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১২ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-৭।৫৯ গতে ১০।২৬ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৩৭ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN THE CLEAR LEADER
IN JEE MAIN 2025 (SESSION 1)
5 Overall 100%ile Scorers
14 State Toppers
ALLEN JEE Main (Session 1) 2025 results validated by
Official result validator
EY
100 %ile
PERFECT 300 300 SCORER
RAJASTHAN TOPPER
Rajit Gupta
7-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Arnav Singh
6-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Om Prakash Behera
3-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Saksham Jindal
3-Year Classroom Course
DELHI (NCT) TOPPER
Harsh Jha
Online Test Series
ONLINE LIVE COURSE CHAMPIONS
99.998%ile Aritro Ray 1-Year Live Course
99.990%ile Chirag Singh 2-Year Live Course
99.979%ile Arka Banerjee 1-Year Live Course
99.964%ile Ahmad Shayan 2-Year Live Course
99.933%ile Aditya Mishra 1-Year Live Course
99.898%ile Veeram N. Shah 1-Year Live Course
ALLEN SILIGURI CHAMPIONS
Performance that is setting new records in 2025!
99.905%ile Vatsal Varenya 2-year Classroom Course
99.854%ile Sayurjya Mondal 3-year Classroom Course
99.837%ile Pranshu Goyal 2-year Classroom Course
99.754%ile Armaan Saha 3-year Classroom Course
99.741%ile Aaronya Chakraborty 2-year Classroom Course
99.942%ile Mayank Khoria 2-year Classroom Course
SILIGURI City Topper
99.404%ile Saptarshi Ghosh 2-year Classroom Course
99.340%ile Aditya Pan 2-year Classroom Course
99.336%ile Raj Sah 2-year Classroom Course
99.331%ile Surjanshu Roy 3-year Classroom Course
99.259%ile Pritish Nandy 3-year Classroom Course
99.216%ile Khwaish Goyal 2-year Classroom Course
99.147%ile Jaydeep Paul 2-year Classroom Course
13 Students Scored 99 Percentile & Above
26 Students Scored 95 Percentile & Above
47 Students Scored 90 Percentile & Above
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.)
Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
SIGN-UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
TEST DATES: 16 & 23 MAR, 2025
ALLEN
0744-3556677
allen.ac.in
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Batches Starting from
NURTURE COURSE
For students moving from class 10th to 11th
JEE (Main+Adv.): 03 APRIL
NEET (UG): 03 APRIL
ENTHUSIAST COURSE
For students moving from class 11th to 12th
JEE (Main+Adv.): 25 MARCH
NEET (UG): 25 MARCH
LEADER COURSE
For class 12th pass students
JEE (Main+Adv.): 23 APRIL & 07 MAY
NEET (UG): 23 APRIL & 07 MAY
PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
For class 7th to 10th students
CLASS 7th to 10th: 03 APRIL
For more test dates & course start dates visit: allen.ac.in
ALLEN Siliguri Center
95137 84242 allen.ac.in/siliguri
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

ছোট্ট তারা

অভিরূপ রায়
দেওয়ানহাট কেসিবি পাবলিক স্কুলের আপার কেজির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি পাঁচ বছর বয়সি এই খুদে আবৃত্তিতে নজর কেড়েছে। ভালোবাসে ছবি আঁকতেও।

টুকরো খবর

পদত্যাগ

মেখলিগঞ্জ, ১০ মার্চ : মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি অঞ্চল তৃণমূল কিষান খেতমজুর সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকের পদ ছাড়লেন ফিরোজ ইসলাম ও নুর আলম মহম্মদ। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন। ফিরোজের বক্তব্য, 'সংগঠনের ব্লক সভাপতি সমাজবিরোধীদের সঙ্গে কাজ করতে বলছেন। তাই আর পদে থাকতে চাই না।' সংগঠনের ব্লক সভাপতি আবু আলম জানিয়েছেন, তিনি কোনও পদত্যাগপত্র পাননি।

অর্থবরাদ্দ

কোচবিহার, ১০ মার্চ : কোচবিহার জেলায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন কল্যাণের জন্য ২৩ কোটি টাকা অনুমোদন মিলেছে। সংখ্যালঘু দপ্তরের তরফে ওই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এবিষয়ে তাড়াতাড়ি টেন্ডার ডাকা হবে বলে জানালেন জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা। সংখ্যালঘু উন্নয়ন কল্যাণ আধিকারিক সর্বেশ্বর মণ্ডল বলেন, 'এমডিডব্লিউ স্কিমের অধীনে ২৯৭ ইউনিট কাজ করা হবে। তবে যে স্কুলগুলিতে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সংখ্যালঘু রয়েছে, ওই স্কুলগুলিতে কাজ বেশি হবে।'

আহত এক

পারডুবি, ১০ মার্চ : পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকায় সোমবার পথ দুর্ঘটনায় আহত হল কিশোর সায়ন সরদার। এদিন একটি ছোট চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে ওই কিশোরকে ও একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। সায়নকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

জৈন সন্ন্যাসী

জামালদহ, ১০ মার্চ : জৈন ধর্মের দুই সন্ন্যাসী রবিবার জামালদহে উপস্থিত হন। জামালদহের বাসিন্দা মনোজকুমার গ্যালেরার বাস ভবনে শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী উপসভায় একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁরা অংশ নেন। সন্ন্যাসীরা জানালেন, অহিংসা ও নেশা মুক্তির বাণী প্রচারের জন্যই পদব্রজে বেরিয়েছেন। সোমবারই তাঁরা অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

সংকীর্তন

তুফানগঞ্জ, ১০ মার্চ : নাটাবাড়ি আঞ্চলিক হরিমন্দির কমিটির ৬১তম নামসংকীর্তন শুরু হবে মঙ্গলবার। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত নামসংকীর্তন চলবে। শনিবার লীলাকীর্তন, রবিবার মহোৎসব ও সোমবার দধিমঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে সমগ্র আয়োজন।

শ্বশুর-জামাইয়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১০ মার্চ : নলকূপ বসাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্বশুর ও জামাইয়ের মৃত্যু হল। সোমবার পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের ঘুঘুরারডাঙ্গা এলাকার ঘটনা। মা ও মেয়ে একসঙ্গে অভিভাবকহীন হওয়ার ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শীতলকুচি বাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে দুই কিলোমিটার গেলে পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের ঘুঘুরারডাঙ্গা এলাকায় যশো মিয়াঁর বাড়ি। তিনি পেশায় কলমিস্ত্রি। যশোর বড় মেয়ে জবেদা বিবির পাশের গ্রাম নগর সিংমারিতে বিয়ে হয়েছে। জবেদার স্বামী সহিদুল মিয়াঁ টোটো চালিয়ে সংসার সামলান। সহিদুল মাঝেমধ্যে শ্বশুরকে সহযোগিতা করতে শ্বশুরবাড়িতে আসতেন। এদিনও তাঁরা একসঙ্গে নলকূপ বসাতে যান। এদিন সকালে সহিদুল শ্বশুরবাড়িতে এসে নলকূপ বসানোর সরঞ্জাম ও লোহার পাইপ টোটোতে তোলেন। শ্বশুর ও তাঁর সহকর্মী আজিজার মিয়াঁকে নিয়ে ষোলোচালা এলাকায় যান। সেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়। সহিদুলের পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক মেয়ে ও তিন ছেলে আছে। পরিবারের উপার্জনকারী বলতে সহিদুল একা। স্ত্রী জবেদা বিবি সহিদুলের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর কথায় 'এদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা হল। কী করে মেনে নেব ও আর এই জগতে নেই। চার সন্তান নিয়ে সংসার কীভাবে চালাব বুঝতে পারছি না। বাবাকেও শেষবার দেখার সুযোগ হল না।'

প্রায় ৩৫ বছর ধরে কলমিস্ত্রির কাজ করায় এলাকায় যশোর নামডাক আছে। কারও বাড়িতে নতুন নলকূপ বসলে যশোর ডাক পড়ত। ভাঙাচোরা টিনের চালার নীচে স্ত্রী জোহরা বিবিকে নিয়ে তাঁর সংসার। দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ের বিয়ে একটু দূরে হলেও বড় মেয়ে জবেদার বিয়ে পাশের গ্রামে হয়। এদিকে, জবেদার মা জোহরা বিবি রমজান মাসে রোজা রাখছেন। স্বামী ও জামাইয়ের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে তিনি বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে সামলাতে পারছে না। জোহরার কথায়, 'আমার স্বামীও রোজা রাখছিলেন। এদিন বিকালের পরে বাড়িতে একসঙ্গে রোজা ভাঙার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। জামাইয়ের মৃত্যুতে মেয়েটাও দিশেহারা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে কী করে চলব তা ভেবে পাচ্ছি না।'

শ্বশুর-জামাই ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে আজিজার মিয়াঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি শীতলকুচি বাজার থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে ড্রাইভারপাড়ায়। এদিন বিকালে তাঁর দেহ পাড়ায় ঢুকতেই আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে বৌমা ও নাতি রয়েছে। ঘটনার পরে যশো মিয়াঁ ও আজিজার মিয়াঁর বাড়িতে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীবাস বর্মন যান। তিনি বলেন, 'খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। পরিবারগুলির পাশে থাকব। কোনওভাবে সহযোগিতা করা যায় কি না প্রশাসনিক মহলে তা আলোচনা করব।

স্বামী ও জামাইয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ছে জোহরা বিবি। সোমবার পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে। -সংবাদচিত্র

সাইকেল ঠেলে নদী পারাপার

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১০ মার্চ : রবিবার বিকেল। প্যান্ট গুটিয়ে সাইকেল ঠেলে মরা সুটুঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন জগদীশ বর্মন। ওপারে গিয়ে একরাশ বিরক্তি এবং ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'ভোট আসে, ভোট যায়। রাজনীতির রং বদলায়। কিন্তু নদী পারাপারের যন্ত্রণা ঘোচে না। এই যন্ত্রণা যে আরও কতদিন ভোগ করতে হবে জানা নেই।'

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দোলায় এই দুর্ভোগের ছবিটা মাসের পর মাসের। যদিও আশার কথা শুনিয়েছেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য শুক্লা রায় বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'ওখানে সেতু তৈরির অনুমোদন মিলেছে। অর্থবরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে।'

বড়দোলা এবং গাদলেরকুঠির অনেক পড়ুয়া শিকারপুর হাইস্কুলে পড়ে। মরা সুটুঙ্গা নদীতে সেতু না থাকায় ঘুরপথে তাদের স্কুলে যেতে হয়। অনেকে ঝুঁকি নিয়ে নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত করতেন। এখন তো সেই সাঁকোটাও নেই। গত বর্ষায় জলের তোড়ে ভেসে যায় সাঁকোটি। তারপর আর সেটি তৈরি করা হয়নি। প্রতিবছর যদিও সেটাই রীতি ছিল ওই এলাকার। বর্ষায় সাঁকো ভাঙত, তারপর সেটাকে আবার তৈরি করে দেওয়া হত। কিন্তু সেতু তৈরি হয়নি এতবছরেও। স্থানীয় গোলাপচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ফি বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু বর্ষায় জলের তোড়ে সাঁকো ভেসে যায়। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হলে মানুষ উপকৃত হবেন। দ্রুত সেতু নির্মাণে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

দীর্ঘদিন ধরে মরা সুটুঙ্গা নদীর ওপর সেতুর দাবি উঠলেও তা পূরণ না হওয়ায় বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনিক ঔদাসীন্যে নদী পারাপারের যন্ত্রণা তাঁদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুখা মরশুমে জলকাদা ভেঙে যাতায়াত চলছে। বর্ষায় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ থাকে। কারণ মরা সুটুঙ্গা নদীর তখন অন্য রূপ। সেসময় প্রায় তিন কিমি ঘুরে সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হয় বলে জানালেন আরেক স্থানীয় অনিল বর্মন।

শিকারপুর বাজার, বিডিও অফিস, বিএলএলআরও অফিস ও প্রেমচাঁদের হাট যাতায়াতের ক্ষেত্রেও বাসিন্দাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কৃষিপণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও সমস্যার শিকার হতে হয় বলে বক্তব্য রাজকুমার বর্মন, সঞ্জিত অধিকারীর।

তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'ওখানে সেতু তৈরির প্রস্তাব এর আগে প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। আজ না হোক কাল সাড়া মিলবেই।' তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা শাহিন আলমও সেতু তৈরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলে আশ্বাস দেন।

সাইকেল নিয়ে নদী পারাপার।

দুর্ভোগের যাতায়াত

- মরা সুটুঙ্গা নদীর ওপরে বড়দোলায় নেই কোনও সেতু
- সাঁকো একটা ছিল, সেটাও গত বর্ষায় ভেসে গিয়েছে
- এখন যাতায়াত চলে নদী ঠেলে

রাস্তায় কলসি, বালতি রেখে অবরোধে শামিল গ্রামবাসী। সোমবার চর ভানুকুমারীতে।

কলসি, বালতি নিয়ে অবরোধ

কলে নেই জল, পথে এসে বিক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ মার্চ : কল থাকলেও তাতে জল পড়ে না। অগত্যা অগভীর নলকূপের জলই ভরসা। দু'বছর আগেই পাইপলাইন ও বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল বসানো হলেও পরিস্রুত জল মেলেনি। এবিষয়ে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে (পিএইচই) জানিয়েও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়েই জলের দাবিতে বাসিন্দারা পথে নামলেন।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর ভানুকুমারীর বাসিন্দারা সোমবার কলসি, বালতি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন। খবর পেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। সমস্যা মেটানোর আশ্বাস পাওয়ার পর বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ তোলেন। অবিলম্বে সমস্যা না মেটানো হলে বাসিন্দাদের কেউ কেউ বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মালেকা খাতুন সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়ে গভীর নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করায় অনেকের মধ্যেই চর্মরোগ ও পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে। সমস্যার বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও সকলকে জানিয়েছি।' জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) তুফানগঞ্জ শাখার সহকারী বাস্তুকার তরুব্রত রায়ের অবশ্য বক্তব্য, 'জলের চাপ কম থাকার পাশাপাশি বাসিন্দাদের একাংশ মোটর বসিয়ে বেআইনিভাবে জল নিচ্ছিলেন। আর সে কারণেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুন করে সেই এলাকায় একটি পাম্পহাউস বসানো হবে।'

দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পাইপলাইন বসানোর পর বাসিন্দারা আশায় বুক বেঁধেছিলেন। তারপর দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও সমস্যা মেটেনি। ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০১ এবং ১০২ বুথের চর ভানুকুমারী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা বর্তমানে জলসংকটে ভুগছেন। দুটি বুথ মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার পরিবারের বসবাস। দুটি বুথে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কারও কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ। যে কারণে এলাকায় ভোগান্তি বেড়েছে। বাসিন্দাদের দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হচ্ছে। কৃষিনির্ভরশীল গ্রামীণ এলাকায় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বসতি। সকলের পক্ষে জল কিনে খাওয়া অসম্ভব। বাধ্য হয়েই অনেকে অগভীর নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খাচ্ছেন। এতে অনেকের পেটের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এদিন বিক্ষোভে শামিল সাহাজিদা বিবি বললেন, 'বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ট্যাপকল বসানো হলেও পরিষেবা চালু হয়নি। দিনমজুরি করে কোনওরকমে সংসার চলে। এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে পানীয় জল কিনে খাওয়া অসম্ভব। বহুবার দরবার করেও লাভ হয়নি।' মজিবর মিয়াঁ বললেন, 'বাইরে থেকে জল বয়ে আনলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও হেলদোলই নেই। বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি। অবিলম্বে সমস্যা না মিটলে বিডিও অফিস ঘেরাও করা হবে।'

জলসংকট

- দুটি বুথে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের
- বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কারও কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ
- বাসিন্দাদের দূরদূরান্ত থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হচ্ছে

মহিষচরুর দোলমেলা শুরু শনিবারে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১০ মার্চ : দোল উপলক্ষ্যে শনিবার থেকে পাঁচদিনের মেলা বসছে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের মহিষচরুতে। জোরকদমে তার প্রস্তুতি চলছে। কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মেলাটি কালারধামের মেলা নামে পরিচিত। মহিষচরু নদীর পাড়ে মন্দির প্রাঙ্গণে মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই মেলার আসর বসে। মেলা চত্বরে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

মেলা পরিচালনা করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সন্তোষ বর্মন বলেন, 'মেলায় রকমারি দ্রব্যের স্টল বসছে। থাকছে বিনোদনের ব্যবস্থাও। মেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কমিটির সদস্যরা নজরদারি চালাবেন।' মন্দিরে শিব, মনসা, রাধাগোবিন্দ, সন্ন্যাসী, মহিষচরু সহ নানা দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। রয়েছে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার মূর্তিও। মন্দিরে নিয়মিত পুজো হয়। মন্দির চত্বরে বসে সাধুদের আখড়াও। ফি বছর মেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এবারও তার অন্যথা হবে না বলে আয়োজকদের আশা। এখন শুধু শনিবারের অপেক্ষায় মহিষচরুর বাসিন্দারা।

ভাবুক।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন স্বর্ণপ্রসূন মজুমদার।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা খুঁটিতে

ফালাকাটা, ১০ মার্চ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারল একটি ছোট চার চাকা গাড়ি। ফালাকাটা-মাদারিহাট রাজ্য সড়কের ছয় মাইল এলাকায় সোমবার বিকেলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটির সামনের একটি চাকা ফেটে যায়। একটি বাড়ির দেওয়ালেও গাড়িটি ধাক্কা খায়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ফালাকাটা থানার পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে।

পুড়ল ঘর, বাঁচল শিশু

রাঙ্গালিবাজনা, ১০ মার্চ : আগুন লেগে সর্বস্বান্ত হল মাদারিহাট থানার উত্তর রাঙ্গালিবাজনার ডাঙ্গাপাড়ার একটি পরিবার। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ ঠুলিমায়া তামাংয়ের কাঠের বাড়ির দোতলার একটি ঘরে আগুন লাগে। স্থানীয়রাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে বীরপাড়া দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। তবে দোতলা ঘর ছাড়াও তাঁর রান্নাঘরটিও সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ফলে পথে বসেছে পরিবারটি। পরিবারের সদস্যরা এদিন প্রতিবেশীর বাড়িতে রাত কাটাতে বাধ্য হন। সন্ধ্যাবেলা শিশুটি ছাড়া সকলেই বাড়ির বাইরে ছিলেন। ঠুলিমায়া বলেন, 'কোনওরকমে শিশুটিকে ঘর থেকে বের করে আনা সম্ভব হয়। তবে কোনও জিনিসপত্রই বের করে আনা যায়নি।' আসবাবপত্র, গয়নাগাটি, টাকাপয়সা, দলিল দস্তাবেজ সহ সবই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে জানান ঠুলিমায়ার নাতনি শিবানী তামাং।

আবর্জনায় নাভিশ্বাস ব্যবসায়ী, ক্রেতাদের

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ মার্চ : কোথাও পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের বিভিন্ন আবর্জনা, কোথাও আবার মাছের থার্মোকল সহ গৃহস্থালির বর্জ্য। এই পরিস্থিতি কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাট বাজারের সেতু সংলগ্ন এলাকার। দিনের পর দিন সেখানে আবর্জনা ফেলায় একপ্রকার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে ওই এলাকা। অভিযোগ, বাজারে আবর্জনা ফেলার স্থায়ী জায়গা না থাকায় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্থানীয়দের অনেকেই সেখানে আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ। আর এতেই সমস্যা বাড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভের পারদ চড়ছে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে। যদিও, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন টাকাগাছ-রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমি বর্মন। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগেই ওই এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অনেকেই সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। বিষয়টি নিয়ে আমি বিডিও-র সঙ্গে কথা বলব।'

টাকাগাছ-রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাজারহাট দৈনিক বাজারে প্রতিদিনই ক্রেতা-বিক্রেতাদের সমাগম হয়। তা সত্ত্বেও কেন বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাজারে এই সমস্যা রয়েছে। এছাড়া বাজারে পর্যাপ্ত আলোর অভাবও রয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরোনো এই বাজারে সবমিলিয়ে দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী রয়েছেন। বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী সমর হোড় বলেন, 'বাজারে পর্যাপ্ত আলো নেই। এছাড়াও আবর্জনা ফেলার স্থায়ী কোনও জায়গা নেই। এতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে বিষয়টি নিয়ে দেখা হোক।'

ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, বাজারের বেশকিছু অংশে আবর্জনা জমে থাকলেও সেবিষয়ে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাজারে আসা ক্রেতাদেরও। এদিন বাজারে এসেছিলেন পিংকি দাস। তিনি বললেন, 'বাজার সংলগ্ন এলাকার এই অবস্থায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। হচ্ছে দৃশ্য দূষণও।'

দীর্ঘদিন থেকে এলাকা পরিষ্কার না হওয়ায় সেখানে মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে। তবে, দিনের পর দিন এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকায় ডেঙ্গির আতঙ্ক বাড়ছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরাও। এবিষয়ে রাজারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমরজিৎ শীল বলেন, 'বাজারে আবর্জনা ফেলার জায়গা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকেও বহুবার বলা হয়েছে। বাজারে আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করে দিলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।'

কোচবিহার রাজারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় বর্জ্যের স্তূপ।

'একাকী' মায়ের কোলে চেপে স্পেনে পাড়ি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ : ঘর পেল ছোট্ট শিশুকন্যা। সোমবার স্পেনের সিঙ্গল মাদার হিসেবে ওই শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে আপ্লুত হয়ে পড়েন। এক বছর তিন মাসের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় জেলা শাসক শামা পারভিন খুনশুটি করলেন। এরপর তিনি সকলের উপস্থিতিতে বিদেশিনী মায়ের হাতে শিশুটিকে তুলে দেন। মঙ্গলবার তাঁরা দিল্লি যাবেন। তারপর সেখান থেকে বিমানে শিশুটি মা ও মামার সঙ্গে স্পেনের সেন্টিয়াগোতে পাড়ি দেবে। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে এমন কাজ মনকে খুশি করে। এতদিনে আমার হাত ধরে প্রায় ৩০টি শিশু মা-বাবা পেয়েছে। এই শিশুকন্যাটি স্পেনে যাচ্ছে। নতুন পরিবার পাচ্ছে। ভালো থাকবে এটাই আশা করি।'

এদিন সকাল থেকে জেলা শাসক দপ্তরে সাজোসাজো রব ছিল। স্পেনের ওই সিঙ্গল মাদার অর্থনীতির গবেষক। কখন তিনি শিশুটিকে সরকারিভাবে নিজের কাছে পাবেন সেজন্য তিনি এদিন সকাল থেকে জেলা শাসকের দপ্তরে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের সঙ্গে খেলনাও নিয়ে এসেছিলেন। এরপর জেলা শাসক এসে বাচ্চাকে তাঁর 'নতুন' মায়ের কোলে তুলে দেন। শিশুটি এতদিন কোরক হোমের অধীনে সরকারি স্পেশাল অ্যাডাপশন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে ছিল। মাকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি শিশুটির ভালোমতো খেয়াল রাখতে বলেন। শিশুটিকে কাছে পাওয়া মাত্র মায়ের চোখেমুখে এক অদ্ভুত তৃপ্তি দেখা গেল। ভাষাগত সমস্যা থাকলেও তাঁর মনের আবেগ বুঝতে সমস্যা হয়নি। মাতৃত্বের স্বাদ পেয়ে ওই বিদেশিনী বলেন, 'আমার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করল। জেলা প্রশাসন সহ সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট, জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য।'

কোরক হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গৌতম দাস জানান, এই প্রথম কোনও শিশুকে সিঙ্গল মা দত্তক নিলেন। আনন্দ তো অবশ্যই হচ্ছে। তবে, এতদিন ধরে ওকে দেখছি। একটু তো মন ভারাক্রান্ত হবেই। বিদেশের মাটিতে ও ভালো থাকুক। উচ্চশিক্ষিত হোক। এটাই কামনা করি।

মা ও মামার সঙ্গে ছোট্ট শিশুকন্যা। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

> প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে এমন কাজ মনকে খুশি করে। এতদিনে আমার হাত ধরে প্রায় ৩০টি শিশু মা-বাবা পেয়েছে। এই শিশুকন্যাটি স্পেনে যাচ্ছে। নতুন পরিবার পাচ্ছে। ভালো থাকবে এটাই আশা।
>
> **শামা পারভিন**
> *জেলা শাসক, জলপাইগুড়ি*

পুজোকে ঘিরে মেলা

মেখলিগঞ্জ, ১০ মার্চ : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি তিস্তাপাড়ের দক্ষিণপাড়ায় কয়েকশো বিঘা কৃষিখেত। বহুদূর পর্যন্ত বাড়িঘর চোখে পড়ে না। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে সন্ন্যাসীরথান। এই মন্দিরে সেই সন্ন্যাসীরূপে পূজিত হন শিব।

এখানকার শিব খুবই জাগ্রত। সেই ধারণা থেকে এখানকার বার্ষিক শিবপুজোয় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। একদিনের বিশাল মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে যাত্রাপালা আয়োজন হয়। এবছর আগামী বুধবার পুজো ও মেলা হবে। সেইমতো প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এবার পুজোর বাজেট লক্ষাধিক টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অজিত সিদ্ধা বলেন, 'এখানে পুজো কবে শুরু হয়েছে সেটা কেউ জানে না। আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলের আগে থেকে পুজো হয়ে আসছে। কয়েক বছর আগেও কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় বাংলাদেশের প্রচুর হিন্দু পরিবার এই পুজোয় আসত। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে তারা আর আসতে পারে না। তবে মেখলিগঞ্জ সহ উত্তরবঙ্গের দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে পুজো দিয়ে যান।'

স্থানীয় ভবেশ রায় বলেন, 'এখানকার সন্ন্যাসীবাবা খুবই জাগ্রত। অনেক মিথ রয়েছে। বিশাল চাষের জমির পাহারা দেন সন্ন্যাসীবাবা। তাঁর ভয়ে কেউ ফসল চুরি করতে আসতে পারে না রাতে।'

ভিনরাজ্যে মৃত্যু

সিতাই, ১০ মার্চ : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম সজল বর্মন (৩০)। দু'দিন আগে বেঙ্গালুরুতে ছয়তলা থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার তাঁর দেহ সিতাইয়ের ভাড়ালি গ্রামে এসে পৌঁছালে আত্মীয়পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবার সূত্রে খবর, সিতাইয়ের ভাড়ালি গ্রামের বাসিন্দা সজল কর্মসূত্রে দেড় মাস আগে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। দু'দিন আগে হঠাৎ তাঁর পরিবারের কাছে খবর আসে, ছয়তলা ভবন থেকে নীচে পড়ে সজলের মৃত্যু হয়েছে। সজলের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন।

সরকার হাটের গৌরব ফেরাতাম

শেষের যদি সিংহাসন

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ মার্চ : শীতলকুচি ব্লকের বাকি সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ২৪টি আসনের মধ্যে সবক'টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যত বিরোধীশূন্য।

বিজেপির খলিসামারি অঞ্চল সাধারণ সম্পাদক সবিন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ এবারও ক্ষমতায় বিজেপি আসবে বলে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।' তাঁর দল ক্ষমতায় এলে তিনি এলাকার উন্নয়নে কী কী করতেন সেই পরিকল্পনার কথাই জানালেন।

একসময় খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার হাটের শীতলকুচি ব্লকের মধ্যে অন্যতম সেরা পাট এবং তামাকের হাট বলে সুনাম ছিল। শীতলকুচি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কৃষকরা পাট এবং তামাক বিক্রি করতে সরকার হাটে আসতেন। এখন খলিসামারির কৃষকরা পাট, তামাক বিক্রি করতে অন্যত্র যান। সবিন্দ্রনাথের কথায়, 'আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলে এলাকার কৃষকদের স্বার্থে সরকার হাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হতাম। আগে যে জায়গায় পাট ও তামাকের হাট বসত, বর্তমানে সেখানে

খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতে যত্রতত্র এভাবেই পড়ে থাকে আবর্জনা।

সবিন্দ্রনাথ বর্মন

কর্মতীর্থ ভবন তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করে ছাড়তাম।' দেশজুড়ে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি চললেও পঞ্চায়েতে যত্রতত্র আবর্জনার স্তূপ চোখে পড়ে। ক্ষমতায় থাকলে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগ করতেন বলে জানান সবিন্দ্রনাথ।

এলাকায় এখনও অমিল পরিস্রুত পানীয় জল। সেই দিকটিও তিনি দেখতেন। আবাস যোজনার ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ তুলে সবিন্দ্রনাথের দাবি, অনেক যোগ্য মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রধান পদে থাকলে এই অনিয়ম হতে দিতেন না। বিরোধী দল করায় বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাঁর বাড়িতে হামলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই বিষয়ে তিনি জানান, তিনি প্রধান হলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়টা দেখতেন।

শুধু পরিকল্পনা থাকলেই তো এলাকার উন্নয়ন হবে না, সেজন্য প্রয়োজন অর্থের। সবিন্দ্রনাথ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রতি বছর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অর্থবরাদ্দ হয়। তার সঠিক প্রয়োগ করতাম।' তাঁর অভিযোগ, শীতলকুচিতে বিজেপির বিধায়ক থাকায় বিধায়ক তহবিলের টাকা পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে না।

অনুষ্ঠানের একদিন আগে তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ

খোকনের সম্মেলন বাতিল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ মার্চ : রবি অনুগামী খোকন মিয়াঁর কিষান খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সম্মেলন নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল আগেই। তারপরও জোরকদমে প্রস্তুতি চলছিল। মঙ্গলবার বেলা বারোটা থেকে সংগঠনের জেলা সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা। তার আগের দিন বিকেলে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর একটা ফোনে অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল।

সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এখন রমজান মাস চলছে। তাছাড়া কলকাতায় বিধানসভার অধিবেশন চলছে, সংসদও চলছে। সে কারণে সোমবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী অনুষ্ঠান বাতিল করতে বলেছেন। পরে এপ্রিল মাসে দেখা যাবে।' সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পুর্ণেন্দু বসুও নাকি এখন এই সম্মেলন করতে না বলেছেন, জানালেন খোকন।

এদিকে, সংগঠনের এই রাজ্য সভাপতিরই ছবি লাগানো হয়েছিল রবীন্দ্র ভবনের সামনে। জেলা সম্মেলনের কার্ডও ছাপানো হয়েছিল। মূল বিতর্কের সূত্রপাত এই কার্ডকে কেন্দ্র করেই। কারণ কার্ডে দলের মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন

তোরণ বসলেও হবে না সম্মেলন। ছবি : জয়দেব দাস

> এখন রমজান মাস চলছে। তাছাড়া কলকাতায় বিধানসভার অধিবেশন চলছে, সংসদও চলছে। সে কারণে সোমবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী অনুষ্ঠান বাতিল করতে বলেছেন। পরে এপ্রিল মাসে দেখা যাবে।
>
> **- খোকন মিয়াঁ**

বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধানের নাম ছাপানো হলেও সেখানে নাম নেই বর্তমান স্থানীয় বিধায়ক পরেশ অধিকারীর। নাম নেই সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়েরও। দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন প্রমুখের নাম এভাবে বাদ দেওয়ায় শোরগোল পড়ে যায়। পাশাপাশি কার্ডে মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের নাম থাকলেও বিষয়টি নিয়ে নাকি তাঁদের সঙ্গে কোনও কথাই বলা হয়নি। এমনকি কার্ডও তাঁদের দেওয়া হয়নি। দলের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই সবাইকে এভাবে অন্ধকারে রেখে দলের শাখা সংগঠন কী করে জেলা সম্মেলনের আয়োজন করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি দলের জেলা নেতৃত্বও। দলের গুরুত্বপূর্ণ জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। তারই ভিত্তিতে রাজ্য নেতৃত্বের এদিনের সিদ্ধান্ত।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'রাজ্য নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা সকলকে মেনে চলতে হবে।' জেলা সম্মেলন নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এই নিয়ে সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব আমার সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেনি।'

মন্ত্রী, সাংসদ, জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা না বলে তাঁদের নাম কার্ডে ছাপানো নিয়ে খোকন বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি সবাইকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু কেউই ফোন ধরেননি। ওঁরা যেহেতু দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, তাই তাঁদের নাম রেখেছিলাম।'

পরিমল বর্মনের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলন বাতিল হয়েছিল। তারপর রবি-অনুগামী খোকন মিয়াঁরও সম্মেলন বাতিল করে রবিগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। পরিমল এ বিষয়ে বলেন, 'দলে যা হচ্ছে সেগুলি ভালো হচ্ছে না। জেলায় দলের গুরুত্বপূর্ণ একাংশ নেতা গাছে বসে ডাল কাটছেন। এতে গাছেরই ক্ষতি হচ্ছে।'

রানিরহাটে শুক্লা রায়ের বাড়িতে আলোচনা। সোমবার।

বিবাদ ভুলে একজোট আদি তৃণমূলিরা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১০ মার্চ : কোচবিহারে তৃণমূলের অন্দরে দুই ভাগ রয়েছে, 'লাল' তৃণমূল এবং পুরোনো তৃণমূল। তার ছায়া এবার দেখা গেল মেখলিগঞ্জেও। মেখলিগঞ্জের পুরোনো তৃণমূল নেতারা এলেন এক ছাতার তলায়। সোমবার মেখলিগঞ্জের রানিরহাটে প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান শুক্লা রায়ের বাড়িতে মিলিত হন পুরোনো তৃণমূল নেতারা। ছিলেন মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান, মেখলিগঞ্জ ব্লকের দুই প্রাক্তন সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত সরকার এবং উদয় রায়। বৈঠকে দেখা যায় তৃণমূল যুবর বর্তমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা মণ্ডল, তৃণমূল নেতা শাহিন সরকারকেও।

মেখলিগঞ্জের এই তৃণমূল নেতাদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। যেমন অর্ঘ্য রায় প্রধান এবং লক্ষ্মীকান্ত সরকারের মধ্যে বিবাদ। আবার লক্ষ্মীকান্ত এবং উদয় একদলে থাকলেও মাঝে দুজনে আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। হঠাৎ এই পুনর্মিলনের কারণ কী? তাঁদের দাবি, পুরোনো বিবাদ ভুলে তাঁরা একত্রিত হয়ে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে শামিল হবেন। যদিও এদিনের বৈঠকে দেখা যায়নি বিধায়ক পরেশ অধিকারী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল ব্লক সভাপতি কেশবচন্দ্র বর্মনের গোষ্ঠীর কোনও নেতাকে। ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে কোচবিহারের মতো কি মেখলিগঞ্জেও তৃণমূলে আলাদা দুটি গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে?

যদিও গোষ্ঠীকোন্দলের কথা কেউ স্বীকার করছেন না। অর্ঘ্যর

> দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের নিয়ে এদিন একটি আলোচনা হয়েছে। সেখানে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার আলোচনা সহ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে তাঁদের দলীয় কাজে লাগানো হচ্ছে।
>
> **- অর্ঘ্য রায়প্রধান**

বক্তব্য, 'দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের নিয়ে এদিন একটি আলোচনা হয়েছে। সেখানে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার আলোচনা সহ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে তাঁদের দলীয় কাজে লাগানো হচ্ছে।'

লক্ষ্মীকান্ত সরকারের গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন, 'কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। যাঁরা দলে গুরুত্ব পাচ্ছেন না, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে লড়াইয়ে ময়দানে নামার আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।'

রানিরহাটের যেখানে এদিনের বৈঠক হয়েছে। সেখান থেকে তৃণমূল ব্লক সভাপতি কেশবচন্দ্র বর্মনের বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৪ কিমি। অথচ তাঁকে বৈঠকের কথাই জানানো হয়নি। এতে অবশ্য তিনি গোসা করেননি। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকল নেতা-কর্মীকেই ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো তাঁরা দলের কাজ করছেন।' তবে তৃণমূল নেতারা প্রকাশ্যে কিছু স্বীকার না করলেও দলে যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার। অন্যদিকে, চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ী উত্তম সরকার নিজের মতো তৃণমূলের আলাদা একটি গোষ্ঠী তৈরি করে দলীয় কাজ করে চলছেন। ফলে এই তিন গোষ্ঠীর কোন দিকে সাধারণ কর্মীরা যাবেন, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগ চালুর দাবি

তুফানগঞ্জ, ১০ মার্চ : ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গার্লস হাইস্কুলের দাবি দীর্ঘদিনের। এখানে ধলপল হাইস্কুল ও ভুরকুশ হাইস্কুল রয়েছে। ওই দুটো স্কুলই কোএড স্কুল। দুই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের আলিপুরদুয়ার, তুফানগঞ্জ, বক্সিরহাট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে যেতে হয়। মাধ্যমিকের ফল বেরোনোর পরে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময় এই সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণে এখানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করারও দাবি উঠেছে।

ধলপল হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫৬৮। এর মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি হল ছাত্রী। ভুরকুশ হাইস্কুলেও ৪১২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৫০ শতাংশই ছাত্রী। ধলপল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজমল হকের কথায়, 'ধলপলে একটি বালিকা বিদ্যালয় হলে ভালোই হয়। এলাকার বহু ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলেও এই এলাকায় বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় অনেকেই পিছিয়ে যায়।' রাকেশ দাস নামে এক ছাত্র জানায়, এই এলাকায় বিজ্ঞান বিভাগ পড়ার সুযোগ নেই। এজন্য বাইরে যেতে হয়। না হলে আর্টস নিয়েই পড়তে হয়।

ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা সরকার বলেন, 'মেয়েদের জন্য জন্য একটি স্কুল হলে ভালো হয়। এই বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

নিখোঁজ ছাত্রী

নয়ারহাট, ১০ মার্চ : ছয়দিন ধরে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে গেন্দুগুড়িরা। পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার বিকালে ওই ছাত্রী খাতা কিনতে হাজরাহাট বাজারে যায়। কিন্তু সময়মতো ফিরে না আসায় তার খোঁজ শুরু করেন বাড়ির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা থানায় মিসিং ডায়েরি কর। কিন্তু এখনও ওই ছাত্রীর খোঁজ না মেলায় পরিবারের সদস্যরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। ছাত্রীটির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানাল মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। IW

কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কে মাপজোখ। ফাইল চিত্র।

বাইসনের হানায় জখমের মৃত্যু

ফেশ্যাবাড়ি, ১০ মার্চ : বাইসনের হামলায় জখম আবু বক্কর সিদ্দিকীর মৃত্যু হল রবিবার ভোররাতে। সোমবার দেহ বাড়িতে আনার পর শেষকৃত্য করা হয়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তোর্ষা তীরবর্তী ছোট আঠারোকোটায় বাইসন ঢোকে। মাঠে কাজ করছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের আবু। পাশের ভুট্টাখেত থেকে আবুর ওপর বাইসন আক্রমণ করে। তাঁর বুকের একাধিক হাড় ভাঙে। তাকে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। প্রতিবেশী আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'পরিবারের সদস্যরা সবকিছু বিক্রি করেও শেষ রক্ষা করতে পারল না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত। ওই পরিবারকে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি একজনের সরকারি চাকরির দাবিও জানাচ্ছি।'

কোচবিহার ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সরকারি নিয়মানুযায়ী মৃতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, ওই পরিবারের একজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে বন বিভাগ।

দুই সেতু সংস্কার, সম্প্রসারণের উদ্যোগ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১০ মার্চ : ফের সম্প্রসারণ এবং সংস্কার হবে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়ক। ২০১৬ সালে এই রাজ্য সড়কটির শেষবার সম্প্রসারণ হয়। এবার নিশিগঞ্জ আমতলা সেতু এবং সাতমাইল বাজারে মরাতোর্ষা নদীর ওপরের সেতু দুটিও একসঙ্গে সংস্কার করা হবে। এই রাজ্য সড়কের ওপর অবস্থিত সেতু দুটি ৩০ বছরেরও বেশি পুরোনো। সেতু দুটি সংস্কারের পাশাপাশি কিছুটা প্রশস্তও করা হবে বলে পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর। ব্যস্ত রাজ্য সড়কটি সংস্কারের আগে প্রয়োজনীয় মাপজোখের কাজ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। কোচবিহার জেলা পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সরকার বলেন, 'মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক থেকে নিশিগঞ্জ হয়ে ঘুঘুমারি পর্যন্ত রাজ্য সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণ হবে। নিশিগঞ্জ ও সাতমাইলে অবস্থিত দুটি সেতুও সংস্কার করা হবে। এই মর্মে ডিপিআর তৈরির পর প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হবে।' এর ফলে নিশিগঞ্জ, আকরাহাট, সাতমাইল ইত্যাদি বাজারগুলিতে ফুটপাথ দখল করে থাকা ব্যবসায়ীরা ফের উচ্ছেদের আতঙ্কে ভুগছেন। নিশিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি রামকৃষ্ণ মালাকার বলেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণ হলে রাজ্য সড়কের পাশের ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু মাপজোখ হয়েছে।'

নিশিগঞ্জের ব্যবসায়ী শান্তিরঞ্জন সাহার দোকান রয়েছে আমতলা সেতুর মুখে। রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের খবরে তাঁরও কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বললেন, 'রাস্তা সম্প্রসারণ হবে শুনছি। কয়েকদিন আগেও পূর্ত দপ্তরের লোকজন রাস্তা পরিমাপ করে যায়। এই নিয়ে কিছুটা চিন্তায় রয়েছি।'

প্রায় ৩৮ বছর আগে নিশিগঞ্জ বাজারে ঢোকার মুখে আমতলা নদীর ওপরে সেতু তৈরি হয়। সেতুর নীচে বর্তমানে আবর্জনার স্তূপ জমে সেতুর 'স্বাস্থ্য' নিয়ে উদ্বেগে স্থানীয়রা। এবার তাই রাস্তা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সেতু সংস্কার এবং সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে এই রাজ্য সড়কের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক থেকে চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্ত হয়েছে। বাকি অংশের কাজ শেষ হলে কোচবিহার থেকে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত সড়কটির গতি বাড়বে। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়ক সংস্কার এবং সম্প্রসারণ হবে বলে শুনেছি। তবে বিস্তারিত কিছু জানি না।'

থমকে রাস্তার কাজ, ধুলোয় জেরবার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১০ মার্চ : গত এক বছর আগে শুরু হয়েছে রাস্তার কাজ। তবে সেই কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় বর্তমানে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন ছোট হলদিবাড়ির বাসিন্দারা। শুষ্ক মরশুমে নির্মীয়মাণ রাস্তার ধুলোর দাপটে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। সেখান দিয়ে যাতায়াত করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধুলোয় জামাকাপড় সাদা হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীতি সরকার বলেন, 'ধুলোর জন্য জানলা-দরজা খুলে রাখতে পারি না। ধোয়া জামাকাপড় রোদে শুকোতে দিয়ে লাভ নেই, ধুলোয় ভরে যায়। রাস্তার কাজ কবে শেষ হবে কে জানে।'

ঠিকাদারের গড়িমসির জন্য কাজটি আটকে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বর্ণলতা মল্লিক। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে রাস্তার ওপর পাথর বিছানোর কাজ শেষ করা হয়েছে। তারপরেই কাজটি থমকে যায়। পিচের প্রলেপ পড়লেই রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যায়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

হলদিবাড়ি-মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়ক থেকে ছোট হলদিবাড়ি গ্রামে ঢোকার মুখে চোখে পড়বে রাস্তার কাজের ফলক রয়েছে। কাজটি করা হচ্ছে কোচবিহার জেলা পরিষদের তরফে। রাজ্য সড়ক থেকে শর্মাপাড়া

পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় যাতায়াতে ভোগান্তির শেষ ছিল না। এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ মেটাতে জেলা পরিষদের তরফে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ওই রাস্তা পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকায় এক বছর আগে ১৬০০ মিটার ওই রাস্তার কাজ শুরু হয়। তবে গত অক্টোবর থেকে কাজ বন্ধ রয়েছে। এতেই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

রীতিমতো নাক-মুখ ঢেকে যাতায়াত করতে হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। কাজ কবে শেষ হবে, আর কবেই বা ধুলো থেকে মুক্তি মিলবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

এলাকার তরুণ প্রশান্ত সরকারের কথায়, 'কাঁচা রাস্তা থাকাকালীন বর্ষায় জলকাদা মাড়িয়ে চলাচল করতে হয়েছে। এক বছর আগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও আমাদের দুর্ভোগ মেটেনি। রাস্তার ধুলোয় জেরবার এলাকার মানুষ সহ পথচারী। তাড়াতাড়ি এই নিয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।' এ ব্যাপারে বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ছোট হলদিবাড়ির রাস্তার কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার চেষ্টা চলছে।'

পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত গাঁজার বস্তা।

দিনহাটায় উদ্ধার চার কুইন্টাল গাঁজা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১০ মার্চ : পুষ্পা সিনেমার গল্পকে হার মানাল গোসানিমারি। দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চোকিয়াপাড়ায় এক বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় চার কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। এর অধিকাংশই মেলে ঘরের একটি মেঝের নীচে। কোনও আস্তানা বা গাড়ি থেকে হামেশাই গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ঘরের মেঝে খুড়ে সেখানে রীতিমতো 'স্টোর' তৈরি করে গাঁজা জমা রাখার অতীতে তেমন নজির মেলেনি। এভাবে গাঁজা সংরক্ষণে স্তম্ভিত পুলিশও।

পুলিশ সূত্রে খবর, চোকিয়াপাড়ায় এক বাড়িতে প্রবীণ বাবা-মার সঙ্গে থাকত বছর পয়ত্রিশের ছেলে খোকন বর্মন। সে কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যের বাসিন্দা ছিল। সম্প্রতি সে বাড়ি ফিরে। অনেক দিন ধরেই বাড়িতে রয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের নেতৃত্বে রবিবার গভীর রাতে গোটা বাড়ি ঘিরে হানা দেয় পুলিশ। রাত বারোটা থেকে প্রায় ভোর ছ'টা অবধি ওই বাড়িতে তল্লাশি চলে। কয়েকটি ঘর থেকে কয়েক বস্তা গাঁজা উদ্ধার হয়। পুলিশের সন্দেহ বাড়ে। ওই বাড়িতে আরও গাঁজা মজুত রয়েছে। এরপরই খোকনকে চাপ দিতেই সে জানায়, এক ঘরে গর্ত খুঁড়ে আরও গাঁজা মজুত রাখা হয়েছে। পুলিশের টিম ওই ঘরের মেঝে খুঁড়ে সেখান থেকে আরও বেশ কয়েক বস্তা গাঁজা উদ্ধার করে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। এর সঙ্গে ভিনরাজ্যের যোগসূত্র থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। এরপরই খোকনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সোমবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

দিনহাটার আইসি জয়দীপ মোদক জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৩৭৫ কেজি। ঘটনার তদন্ত চলছে। এর পিছনে অন্য কোনও চক্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিপজ্জনক সেতু, ক্ষোভ শিমূলগুড়িতে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১০ মার্চ : রবিবার বিকালে টোটোয় দুজন যাত্রী নিয়ে শিমুলগুড়ি থেকে নয়ারহাট বাজারের দিকে আসছিলেন টোটোচালক শংকর বর্মন। ওই রাস্তায় কাঠের সেতুর নড়বড়ে পাটাতনের ফাঁকে টোটোর চাকা আটকে যাওয়ায় ফ্যাসাদে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় শেষে পথচলতি মানুষজনের সাহায্য নিয়ে টোটোর চাকা টেনে তোলা হয়। এতে বিরক্ত হয়ে শংকর বলেন, 'সেতুটি একেবারে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে সেটি ভেঙে পড়তে পারে। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন টোটো নিয়ে নড়বড়ে সেতু পারাপার করছি। অনেকদিন ধরে নতুন সেতু তৈরির দাবি উঠলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।'

নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি বর্মনের বক্তব্য, 'নতুন সেতু তৈরির ব্যাপারে জেলা পরিষদে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এসে এলাকা পরিদর্শনও করে গিয়েছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।'

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় উপনি নদীর ওপর জরাজীর্ণ ওই কাঠের সেতুটি নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সহ আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদেরও।

শিমুলগুড়ি, উপনিরপাড়, ধানধুনিয়া সহ আশপাশের এলাকার প্রচুর মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে নয়ারহাট বাজার, মাথাভাঙ্গা শহর সহ আরও

এই নড়বড়ে কাঠের সেতু দিয়ে করতে হয় যাতায়াত। শিমুলগুড়িতে।

অনেক জায়গায় যাতায়াত করেন। স্থানীয়দের একাংশ জানালেন, তিন দশকের পুরোনো, জীর্ণ ও অপ্রশস্ত কাঠের সেতুটির নীচে লোহার খুঁটিগুলি বেশিরভাগ মরচে পড়ে গিয়েছে। কোথাও আবার পাটাতনের কাঠ খুলে গিয়েছে। বেহাল দশার জেরে সেতুর ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল

> সেতুটি একেবারে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে সেটি ভেঙে পড়তে পারে। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন টোটো নিয়ে নড়বড়ে সেতু পারাপার করছি। অনেকদিন ধরে নতুন সেতু তৈরির দাবি উঠলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।
>
> **- শংকর বর্মন**
> *টোটোচালক*

নিষিদ্ধ। এতে কৃষিপণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েছেন শিমুলগুড়ি ও উপনিরপাড় গ্রামের মানুষজন। সেক্ষেত্রে সুটুঙ্গা নদীর জল পেরিয়ে ট্রলিতে করে কৃষিপণ্য পরিবহণ করতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে।

স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষেত্র অধিকারীর কথায়, 'সেতু পেরিয়ে এলাকার পড়ুয়াদের নয়ারহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। সন্তানদের বাইরে পাঠিয়ে অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় থাকেন।' মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান জানালেন, ওই এলাকায় নতুন সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

মোটরবাইক বা টোটো যাতায়াত করলে সেতুটি কাঁপে। বড়সড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তবেই কী প্রশাসনের হুঁশ হবে? প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মহেশ্বর বর্মনের মতো স্থানীয়রা। সেতুর পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল।

One day
"Awareness Cum Seminar
on
Handloom Enforcement / GI / IHB / Eco Friendly
or
Natural Dyeing / Handloom Mark"

Under Scheme for
"Protection of Handloom and implementation of Handloom Reservations Act-1985"
for the FY 2024-25.

Place -
Office of the Development Officer (Handloom), Cooch Behar
Kalikadas Road, Near Rash Mela Math
P.O. + Dist.- Cooch Behar
Date of Seminar : 12.03.2025, Time : 11:00 AM

Organized by -
Development Officer (Handloom)
Cooch Behar
Directorate of Textiles (Handloom etc.)
Govt. of West Bengal, Kolkata - 700001

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১

ভুয়ো 'উচ্ছেদ' মমতার

বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলে রাখতে ভোটে সিপিএমের কারচুপি 'সায়েন্টিফিক রিগিং' নামে কুখ্যাত ছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে দায়িত্ব নিয়ে টিএন শেষণ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড চালু করার পর তাতে কিছুটা লাগাম পরে ছিল। তবে সিপিএমের সেই 'সায়েন্টিফিক রিগিং' এখন অতীত। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর দেশের রাজনীতি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ ঘিরে উত্তাল। মূল অভিযোগ, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করা। এই অভিযোগ জোরালো হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচন এবং মহারাষ্ট্র ও দিল্লির সর্বশেষ বিধানসভা ভোটের পর।

সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই প্রথম মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পর বিষয়টি বিস্তারিত তথ্য সহ প্রকাশ্যে আনেন। ওই তথ্য অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৩৪ লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ২০২৪-এর লোকসভা থেকে ২০২৫-এর বিধানসভা নির্বাচনের মাঝে সাত মাসের মধ্যে ৪০ লক্ষ ভোটার তালিকাভুক্ত হলেন। রাজদীপ এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ এখন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ। তিনি এনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করেছিলেন।

এর মধ্যে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আম আদমি পার্টিকে পর্যুদস্ত করে বিজেপি বিপুলভাবে ক্ষমতায় এসেছে। জনসংখ্যার নিরিখে দিল্লি ছোট রাজ্য। রয়েছে মাত্র ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্র। লোকসভার পর বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে সেই দিল্লিতে চার লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা কি ভুয়ো ভোটার? বিজেপি কি এভাবে ভোটের ফল প্রভাবিত করতে চাইছে?

মহারাষ্ট্রে গত লোকসভা ভোটে 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে এনডিএ পর্যুদস্ত হয়েছিল। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভায় এনডিএ'র জয়ে এমন প্রশ্ন উঠেছে। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের নথিভুক্তি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু নীরবই। এক এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের অস্তিত্ব নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হইচই শুরু করায় শেষপর্যন্ত কমিশন তিন মাসের মধ্যে ধোঁয়াশা দূর করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অস্বাভাবিক হারে ভোটার বৃদ্ধির খবর আসায় এই পদক্ষেপ। গত লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বেড়েছে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৭ জন। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। যাঁদের বেশিরভাগ বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, রাজস্থান বা গুজরাটের নাগরিক। এঁদের নাম ওইসব রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে।

মমতা রাজ্য স্তরে বিশেষ মনিটরিং কমিটি তৈরি করে নানা জেলা বা বিধানসভা পিছু ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজেপির ইঙ্গিতে প্রশাসনের একাংশের মদতে বা স্রেফ গাফিলতিতে এই কাজ হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। মমতা এ ব্যাপারে শুধু নিজে সতর্ক হননি, সমাজবাদী পার্টি সহ অন্যদের সতর্ক করে নিজ নিজ রাজ্যে দ্রুত সতর্ক হতে অনুরোধ করেছেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ অন্য রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে এনিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরোধীরা যদি সতর্ক হয়ে মমতার মতো সব দলকে পথে নামিয়ে 'ভুয়ো ভোটার' তল্লাশি শুরু করে, তবে এই অনৈতিকতা ঠেকানো সম্ভব হতে পারে। সিপিএমের মতো বিজেপির মেরুদণ্ড আরএসএস ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খেয়ে মোদি-শা'রা আরএসএসের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। তারপর আরএসএস ঝাঁপিয়ে পড়ায় মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছে।

ক্যাডারভিত্তিক দল হলে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করা সহজ হয়। ফলে সিপিএমের সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের পথে বিজেপি এগোচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিকভাবে কীভাবে এর মোকাবিলা করেন, সেদিকে এখন নজর সকলের। বিজেপি যদি সত্যিই কৌশল নিয়ে থাকে, তবে সেটা ভেস্তে দেওয়া এখন তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

জয় শা'র দুয়ারে হাস্যকর ট্রফি প্রকল্প

চ্যাম্পিয়ন্স, না দুবাই ট্রফি? জয় শা'র আইসিসি হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গেল টুর্নামেন্টকে। আয়োজক কারা, বোঝাই গেল না।

প্রতীক

নহবত বসেছিল, গায়ে গোলাপজল ছেটানোর জন্য লোক তৈরি ছিল, হেঁশেলের দিক থেকে ভেসে আসছিল বেগুনির সুগন্ধ। বরকে অভ্যর্থনা করার জন্য কনেকর্তা জমাটি পোশাক পরে তৈরি, কিন্তু শেষপর্যন্ত বর এসে পৌঁছাল না। ফলে সব আয়োজন ভেস্তে গেল। কনেকর্তা বেজার মুখ করে অতিথিদের কোনওমতে নমস্কার করে খাইয়েদাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে কর্তব্য সমাধা করলেন।

এই ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের অবস্থা। ভারত জিতে গেলে গোটা দলকে নিয়ে কী বিপুল নির্বাচনি প্রচারাভিযান চালাত বিজেপি, সে পরিকল্পনা কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত দাবি করেছিলেন, রাজস্থানের এক বিজেপি নেতা তাঁকে বলেছিলেন, বিজেপির সমস্ত হোর্ডিংয়ে বিশ্বকাপ হাতে নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি ছিল। কিন্তু সে গুড়ে বালি ছড়িয়ে দিয়েছিল প্যাট কামিন্সের বাহিনী। ২০২৪ সালের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি অবশ্য রোহিত শর্মারা জিতেছিলেন, কিন্তু ততদিনে লোকসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে। ক্রমশ বিরাট হয়ে ওঠা মোদিকে কেটেছেঁটে দেশের অন্য নেতাদের মাপে এনে দিয়েছেন ভোটাররা। তখন আর হইচই করে কী লাভ?

সেই শোক বুঝি এতদিনে দূর হল। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে মোদির পিছনে যেরকম বেচারা ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন তৎকালীন বিসিসিআই যুগ্ম সচিব জয় শা, তাতে মনে হচ্ছিল বাবার বন্ধু নরেন জেঠু প্রচণ্ড ধমকেছেন 'একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়!' কিন্তু তাঁর নামও জয় শা। তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক নন। ইতিমধ্যে আইসিসির শীর্ষপদ দখল করে জেঠুকে এবার তিনি যে উপহার দিলেন তা একেবারে নিখুঁত।

নিজে মাঠে নেমে তো জয় খেলতে পারেন না, কিন্তু রোহিতদের সর্বোচ্চ সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ১৯৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ইতালিকে জেতানোর জন্য বেনিটো মুসোলিনি কী করেছিলেন বা ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনাকে জেতাতে সে দেশের জুন্টা সরকার কত কলকাঠি নেড়েছিল, তা আজ খুব গোপন তথ্য নয়। কিন্তু সেই দুই বিশ্বকাপেও ইতালি আর আর্জেন্টিনা সে আরাম পায়নি যা এবারে রোহিতরা পেলেন।

আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের জয়ে মাঠে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, হাসির খোরাক। ডালমিয়া, শ্রীনিবাসন, শশাঙ্ক মনোহররা অতীতে এই পদে থেকেছেন, এমন বালখিল্যসুলভ আচরণ করেননি কোনওদিন। আরও অবাক কাণ্ড, ফাইনালের মঞ্চে পুরস্কার দেওয়ার সময় আয়োজক দেশ পাকিস্তানের কাউকে দেখা গেল না কর্তাদের মধ্যে। বিশ্বের কোথাও কোনও টুর্নামেন্টে এ দৃশ্য দেখেছেন? শোয়েব আখতারের ক্ষোভ প্রকাশ স্বাভাবিক। বৈষম্য তো আরও আছে!

প্রতিযোগিতার অন্য সব দল খেলল পাকিস্তানের একাধিক মাঠে ঘুরে ঘুরে, ভারতীয় দল একেবারে অন্য দেশের একটা শহরেই পায়ের উপর পা তুলে বসে রইল। আয়োজক দেশ পাকেস্তানকে খেলতে আসতে হল বিদেশে, ভাবা যায়? অন্য দলগুলোকে পাকিস্তান থেকে উড়ে আসতে হল, আবার ফিরে যেতে হল। এই কাণ্ড করতে গিয়ে সবচেয়ে বিরক্তিকর অবস্থা হল দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারত কোন সেমিফাইনালে উঠবে তা জানা না থাকায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদেরও দুবাই যেতে হল সেমিফাইনালের আগে। তারপর যখন বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারই সেমিফাইনাল হবে, তখন ফেরত আসতে হল পাকিস্তানে। বিশ্রাম নেওয়ার বিশেষ সময় না পেয়েই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। সেই সেমিফাইনালে হারলেও, ৬৭ বলে অপরাজিত ১০০ রান করা ডেভিড মিলার বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেললেন।

ভারত অন্যায় সুবিধা পেয়েছে– একথা বলার সাহস ক্রিকেট দুনিয়ায় কারও হয় না। যেমন বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধমকানোর সাহস এই সেদিন পর্যন্ত কারও হত না। কারণটা একই- সোজা কথায় টাকার গরম। আমরা আইসিসিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা দিই, অতএব আইসিসির আয়ের বেশিরভাগটা আমরাই নেব– এই গাজোয়ারি যুক্তিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড দীর্ঘদিন হল বাকি ক্রিকেট দুনিয়াকে শুকিয়ে মারছে।

এরা যেটুকু উচ্ছিষ্ট ছুড়ে দেয় বাকিদের প্রতি, তা নিয়েই তাদের চলতে হয়। তাই কোনও বোর্ড মুখ খোলে না। বোর্ডের বারণ আছে বলে ক্রিকেটাররাও কিছু বলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে চলল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর ভারত খেলল দুবাই ট্রফি– এটা বোধহয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই বোর্ডগুলো কিছু না বললেও অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও প্রাক্তন ক্রিকেটার এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন, মিলারও মুখ খুলেছেন। সুবোধ বালক ভারতীয় মিডিয়া আর ধারাভাষ্যকাররা অবশ্য মানছেন না। তাঁরা দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ, অধুনা ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহম্মদ সামি সোজা সরল লোক, তিনি মেনে নিয়েছেন যে সব ম্যাচ একই মাঠে খেলায় ভারত বিশেষ সুবিধা পেয়েছে।

বস্তুত, ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ জানলে এবং অন্ধ ভক্ত না হলে যে কেউ মানবেন যে সব ম্যাচ এক মাঠে খেললে সুবিধা হয়। কারণ ক্রিকেট অন্য যে কোনও খেলার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে আবহাওয়া এবং পিচের উপরে। চার স্পিনার খেলানোর জন্য বিস্তর হাততালি কুড়োচ্ছেন গম্ভীর, রোহিত আর প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পেরেছেন কারণ জানতেন, একই মাঠে ভারত সব ম্যাচ খেলবে আর সে মাঠের পিচ হবে স্পিনসহায়ক। অন্য সব দলকে কিন্তু একাধিক মাঠের পিচের কথা ভেবে দল গড়তে হয়েছিল।

একথা বললেই যা বলা হচ্ছে, তা হল– আর কী উপায় ছিল? ভারত তো পাকিস্তানে খেলতে যেতে পারত না। কারণটা রাজনৈতিক, অর্থাৎ ভারত সরকারের বারণ। কথাটা ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের গ্রুপের সবক'টা খেলাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে করা যেতে পারত, দুবাই আর শারজা মিলিয়ে। তাহলে অন্তত গ্রুপের অন্য দলগুলোও একই ধরনের পিচে একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত।

পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার রাজনৈতিক কারণটাকেও প্রশ্ন করা দরকার। ২০০৮ সালের সন্ত্রাসবাদী হানার কথা তুলে আর কত যুগ দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক অস্বাভাবিক করে রাখা হবে? মোদির আচমকা নওয়াজ শরিফের নাতনির বিয়েতে খেতে যাওয়া, পাঠানকোটের সন্ত্রাসবাদী হানার তদন্ত করতে পাক গোয়েন্দা বিভাগকে ভারতের সেনাছাউনিতে ঢুকতে দেওয়া– এসব তো ২০০৮ সালের অনেক পরে ঘটেছে। এমনকি গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে ডেভিস কাপে ভারতের টেনিস দল ইসলামাবাদে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে এসেছে। শুধু ক্রিকেট দল পাকিস্তানে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

আজ্ঞে না, পুলওয়ামা ভুলিনি। সে ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল, তাদের শাস্তি হয়েছে? কোনও জোরদার তদন্ত হয়েছে? দাভিন্দর সিং বলে এক ভারতীয় পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনিও জামিন পেয়ে গিয়েছেন ২০২০ সালে। তাহলে ক্রিকেট দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে জাতীয়তাবাদের নাটক করা কেন? আর সত্যিই যদি পাকিস্তান অচ্ছুত হয়, তাহলে প্রত্যেক আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত আর পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখাই বা কেন?

ধরা যাক, রাখা হয় না। ওটা এমনিই হয়ে যায়। তাহলেই বা ভারতীয় দল ম্যাচটা খেলে কেন? বোর্ড তো বলতে পারে– পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা খেলব না, ওই ম্যাচের পয়েন্ট পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোক। কেন বলে না? টিভি সম্প্রচার থেকে যে বিপুল টাকা আয় হয় তার নেশা তাহলে জাতীয়তাবাদের চেয়েও বেশি তো?

উত্তরগুলো অস্বস্তিকর। ফলে যিনি ভিন্নমত হবেন, তিনি সহজ রাস্তাটা নেবেন। বলবেন, এসব বলে ভারতের জয়কে ছোট করবেন না। ওরা পাকিস্তানে খেললেও জিতত। দুবাইয়েও জিততে তো হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। তবে কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের নির্বাচনগুলোতে যেসব দল রিগিং করে, অনেক ক্ষেত্রে রিগিং না করলেও তারাই জিতত। তাহলে কি 'আহা! কী সুন্দর রিগিং করে!' বলে হাততালি দিতে হবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক বাণী বসু।

২০২০

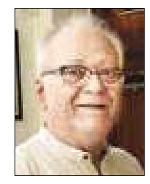

অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শিক্ষিত লোক যখন অশিক্ষিত, অসভ্য, অভদ্র, ইতরের মতো কথা বলেন, তখন মানুষ কষ্ট পায়। সৌগতবাবু কী বলতে চেয়েছেন জানি না। এই ধরনের কথা টিমের মনোবলে আঘাত করে। কাল যদি ঘটনাচক্রে রোহিত শর্মা খারাপ খেলতেন, তবে তার দায়িত্ব সৌগতবাবুকে নিতে হত।

– মদন মিত্র

ভাইরাল/১

পুনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মিউজিক ভিডিও ভাইরাল। ছাত্ররা জ্যামিতি বক্স, বেঞ্চ ও জলের বোতল বাজিয়ে সুন্দর মিউজিক পরিবেশন করছে। তাদের উৎসাহ দিচ্ছে অন্য ছাত্রছাত্রীরা। কনসার্ট উপভোগ করছেন দুই শিক্ষিকা। মুগ্ধ নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

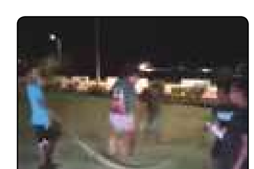

অস্ট্রেলিয়ার উরাবিন্ডায় একদল কিশোর কোবরার মৃতদেহকে দড়ি বানিয়ে স্কিপিং করছিল। একজন সাপের মাথা, অন্যজন লেজ ধরে ঘোরাচ্ছিল। আরেকজন ওপর দিয়ে লাফাচ্ছিল। এক মহিলা উৎসাহ দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

জল্পেশমেলায় চরম অব্যবস্থা

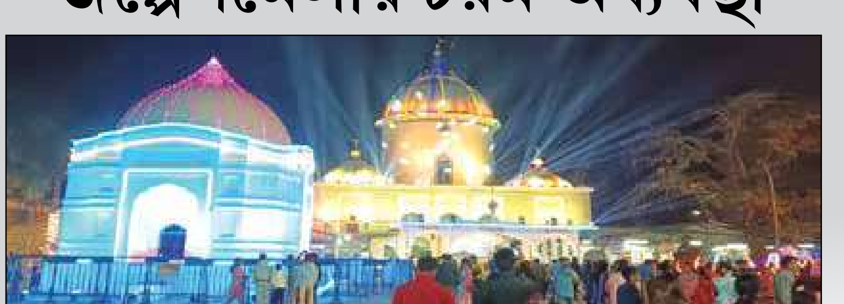

শৈবতীর্থ জল্পেশমেলা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। যার সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের মানুষজনের আত্মিক যোগ আমরা লক্ষ করি। কিন্তু জেলা প্রশাসন কী করে এই মেলাকে এত সহজভাবে নেয় তা আমার বোধগম্যের বাইরে। জল্পেশমেলার আয়োজন সম্পর্কে আমি মেলা কমিটি তথা জেলা প্রশাসনকে কিছু বিষয় সম্পর্কে জানাতে চাই –

১) জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গ এখনও কৃষিপ্রধান। তাই এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৃষি প্রদর্শনী। কিন্তু এবছর তা কেন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল? যে জায়গাটিতে কৃষি প্রদর্শনী হত সেখানে আগে যথেষ্ট জায়গা ছিল, যেখানে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু এখন দেখছি সেখানে নার্সারি সহ অন্যান্য স্টলে ভরে রেখেছে। বিশ্রাম তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। আমার প্রশ্ন, কৃষি প্রদর্শনী বন্ধ করে এসব স্টল দেওয়া হল কেন? টাকার লোভে মেলা কমিটি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে?

২) জেলা প্রশাসন ভালোভাবেই জানে, এই মেলায় দূরদূরান্তের অনেক দর্শনার্থী আসেন যাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে পিকনিকের আয়োজন করেন, যা মেলার আনন্দকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও স্থান নির্বাচন করা হয়নি। ফলে যে যেখানে পারছেন বিশৃঙ্খলভাবে রান্না করছেন। ফলে মেলার মাঠে আবর্জনা জমছে।

৩) আমি মনে করি মন্দির একটা পবিত্র স্থান। তাই সেটাকে ডিজে লাইট দিয়ে না করে সুন্দর রুচিশীল আলো দিয়ে সাজালে আরও ভালো লাগত। এতে মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশ আরও সুন্দর হত।

৪) আগে জল্পেশমেলায় সারারাত গানবাজনা, পালাগান হত। এতে দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের রাত কাটাতে অসুবিধা হত না। কিন্তু এখন তা না থাকায় মেলার উন্মাদনা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

৫) এছাড়া লক্ষ করলাম, মেলায় সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা তেমন করা হয়নি, যা অত্যন্ত জরুরি।

আশা রাখছি আগামী বছর জেলা প্রশাসন তথা মেলা কমিটি উল্লিখিত বিষয়গুলি মাথায় রাখবে।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দোল নিয়ে শহর-গঞ্জে অন্য যুদ্ধ

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে টপকে 'বসন্ত উৎসব'। ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হোলি।

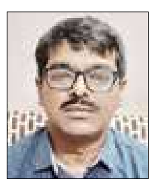

পরাগ মিত্র

বাইক দাপিয়েও হিরো পাঁচু। এই ব্লারড ভিউ তন্বী স্ট্যাটাসে কীভাবে পোস্টাবে? মুখঝামটায় চাকা ঘুরিয়ে ফের উৎসবে। মঞ্চে নাচ 'বাজায় বেণু...।' যাঁদের পরে অনুষ্ঠান, তাঁদের কপালে ভ্রূকুটি, ধৈর্যে দাঁতকপাটি উৎকণ্ঠা- 'আগের পারফরমেন্স সব আলো কি শুষে নেবে?' 'একটু দেখুন না...।' 'প্লিজ, আগে ওদিকটা দেখে আসি...' ডজ কর্মকর্তার।

সকাল হতে না হতেই ফাগুন হাওয়ায় 'ওরে গৃহবাসী...।' গালে আবিরের ডিজাইনড টান। ম্যাচিং ড্রেসে কচিকাঁচা, ছেলেবুড়ো, কেষ্টবিষ্টুর শোভাযাত্রা হাসিমুখে হাত নাড়ে।

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে সাংস্কৃতিক রাবীন্দ্রিক প্রয়াস শান্তিনিকেতনের লক্ষ্মণরেখা টপকে আজ দুয়ারে 'বসন্ত উৎসব।' ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় শহর-গঞ্জে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই। ড্রিল শুরু পলাশ না ফুটতেই। নামজাদা উৎসবে সুযোগ নিয়ে দেখনদারি উমেদারি, দুই-ই সমানতালে।

আগের সন্ধ্যায় 'বুড়ির বাড়ি' জ্বালিয়ে উত্তরবঙ্গে পরদিন আবিরের দোল। রং মেখে বদন হারানো তারও পরদিন। সেদিন হোলি। কোথাও রেশ রয়ে যায় কাদা খেলাতে। পুরোনো জামা, বয়স্কদের প্রণাম, কপাল রাঙানোর অজুহাতে চুলেও রং। হেঁটে, সাইকেলে, রিকশায় এ বাড়ি ও পাড়া।

টিউশনে গার্লস-বয়েজ রি-এনফোর্সড দেওয়ালের যুগে বান্ধবীর বাড়ি গেলে গার্ডিয়ান হুঁকোমুখো। মেয়েদের রং খেলায় কড়া চাউনির স্ক্যানার। এত নজরের কাঁটাতার ড্রিবল করে প্রিয়ার গালে আবির যে ছোঁয়াত, তার স্পর্ধাকে কুর্নিশের অভাব হত না।

বিকেলে কচি মুখের রাধাকৃষ্ণের গানে নিধুর বাগানে হোলি খেলার ডাক। ছেলেবেলার সেই কানে শোনার বিভোরতা আজও টাটকা শিক্ষিকা সুদীপ্তা চক্রবর্তীর- 'পাড়ার নিধুবাবুর সেই বড় বাগান কোথায়, যেখানে সবাই হোলি খেলে?' কৃষ্ণ নয়, রাধিকা জোটানোটাই সমস্যা। মেয়ে কোথায়? স্নো- পাউডার শাড়িতে রাধিকারূপী বালকের আর্তি 'মিনতি করি, ওহে কালাচাঁদ আর মেরো না পিচকিরি...।' নিমন্ত্রণ কীসের? সটান রাধামাধবের পুজোতে ভরপেটে ঢেঁকুর দস্তুর। মাধুকরী প্লাস বাড়ির অনুদানে রাতে পিকনিক।

খুনি, কালি, বাঁদর রং, ড্রেনের জল, গোবর জল, পোড়া মোবিলে হোলি ছ্যা-রা-রা। দম ছিল বটে গতরে। সুগার, কোলেস্টেরল, জিমের তাড়না আকীর্ণতাহীন সেই নরদেহের চাহিদায় রেড মিটের দোকানে লম্বা লাইন। তৃপ্তি-অতৃপ্তির সীমান্তে সিদ্ধির শরবত, ভাং-এর বড়া, লুকিয়ে হাতেখড়ি। টালমাটাল পা রাস্তার পাশে চিতপটাং অচেতন। অট্টহাসিতে এ-ও'কে দেখায়, ও তাকে। গোটা সাবান ক্ষয়েও তনুতে রঙের ছাপ বহুদিন।

চিলতে টিপ দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে 'হোলি হ্যায়'। জামা ছিঁড়ে ইলেক্ট্রিক তারে ছুড়ে রংবাজি ভ্যানিশ। রঙের ভয়হীন বিকেল ছিমছাম। ক্লাবে, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টেড হোলি এখন এটিকেটেড টিপটপ।

ফ্ল্যাশব্যাক দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনলেও পরিবর্তন স্বাভাবিক সত্য। বাবার ট্যালকম পাউডারের কৌটো ঝাঁকিয়ে হোলির মৌতাতে পঁচাত্তর পেরোনো শিখা দে' মজলেও, তাঁর নাতনি আগে সানস্ক্রিন মাখবে, তারপর বলবে 'ইফ ভেষজ রং, দেন ওকে।'

জাতধর্ম, বর্ণের সংকীর্ণতাহীন ঐতিহ্যের উৎসবে আজ রঙেও রাজনীতি। তূণীরে ধর্মের নাগপাশ নিয়ে কেউ ওঁত পেতে। স্কাইক্র্যাপারে আঁধার পাড়াতে হঠাৎ খিটখিটে বুড়ো দিলখুশ ভেজে পিচকারির উচ্ছলে। স্কাই-ফাই যুগেও অপরাজেয় সিগনেচার টিউন 'রং বরসে...' জানিয়ে দেয় তরুণ হাসির অরুণ রাগে হ্যাপ্পি হোলির রং মর্মেই লেগে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ঋণের দলিল, খত ৩। বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ৫। অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ, অলংকারের রীতি অনুযায়ী ৬। বাড়ি, গৃহ, আলয় ৭। মধুকর, মৌমাছি ভ্রমর ৯। ঢোল বাজিয়ে কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের ঘোষণা বা প্রচার ১২। পায়রা ১৩। অতি দ্রুতবেগে ঘোরার ভাব, কৃমিনাশক মিঠাইবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। আট পায়ের এই পতঙ্গ জাল তৈরি করে থাকে ২। পদ্মফুল ৩। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর একরূপ ৪। ত্যারছা লম্বা দাগ, টাকা গন্ডা মন ইত্যাদি বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হত ৫। অন্য, অপর ৭। ধারণা, সম্মতি, অভিমত ৮। ভ্রমণ ৯। ছোট ঢোল ১০। রক্ত ১১। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৮৫

পাশাপাশি : ১। কানুন ৪। খর্জুর ৫। হাবা ৭। নাচার ৮। দড়কচা ৯। হাতযশ ১১। বাস্তব ১৩। রফা ১৪। দিবস ১৫। বয়ন।

উপর-নীচ : ১। কামনা ২। নখর ৩। পরবাদ ৬। বাগিচা ৯। হাঙর ১০। শরদিন্দু ১১। বাসব ১২। বলন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিক্ষোভে অগ্নিমিত্রা

নারায়ণগড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে মহিলা কর্মীকে নির্যাতনের প্রতিবাদে জেলা শাসক কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। নেতৃত্ব দেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পল।

বয়ান রেকর্ড

ট্যাংরা কাণ্ডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দুই অভিযুক্তের বয়ান রেকর্ড করা হল। এর আগে পুলিশের কাছে নিজের জবানবন্দি দিয়েছিলেন মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রসূন দে।

শুটআউটে গ্রেপ্তার

বেলঘরিয়ায় শুটআউটে অবশেষে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত। তাদের হামলায় আহত হয়েছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা।

জিতেন্দ্রর জামিন

আসানসোলের জামুড়িয়ায় জলপ্রকল্প ঘিরে পুলিশের দায়ের করা মামলায় সোমবার আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে এক হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি।

সাত মাসে রাজ্যে ভোটার বেড়েছে সাড়ে ৫ লক্ষাধিক

তালিকায় কারচুপির দাবি তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : লোকসভা ভোটের পর মাত্র সাত মাসে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে তৃণমূল। গত বছর জুন মাস থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জন নতুন ভোটার হয়েছেন। এর পিছনে কারচুপি রয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল। সেই কারণেই এই ভোটারদের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকা যাচাই করতে রাজ্যস্তরে একটি কোর কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটির প্রথম বৈঠকও হয়েছে। ১৫ মার্চ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

তৃণমূল দাবি করছে, বৈধ ভোটারদের অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম রয়েছে। এমনকি ভিনরাজ্যের ভোটারদের নামও তালিকায় রয়েছে। ভোটার তালিকা যাচাইয়ে এবার উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে তৃণমূল। গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৩০টি আসনে। বাকি ২৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আটটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি আসনে ফুটেছিল পদ্মফুল। একটি পেয়েছিল তৃণমূল ও একটি কংগ্রেস। আসন সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গে বিজেপির দাপট অনেক বেশি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই ভোটার বৃদ্ধির হার বেশি। এর পিছনে রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে উত্তরবঙ্গের ভোটার তালিকায় কারচুপি করেছে বিজেপি।

সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

> যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।
>
> **-সুমন কাঞ্জিলাল,** *বিধায়ক কোর কমিটির সদস্য, তৃণমূল কংগ্রেস*

বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্ক্রুটিনি চলছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে, এর ফলে তালিকায় কাদের নাম ঢুকেছে বা বাদ গিয়েছে, তার যেমন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে, তেমনই জনসংযোগও করা যাবে। তৃণমূলের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।'

বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর খাসতালুকে ভাঙন

কলকাতায় তৃণমূল ভবনে বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার।

পদ্ম বিধায়কের তৃণমূলে যোগ

কলকাতা, ১০ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁর সঙ্গে এদিন দল ছাড়লেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শ্যামল মাইতি। এদিন বিকালে বাইপাসের পাশে তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাপসীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তাপসী বলেছেন, বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতেই তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাপসীর দলত্যাগকে গুরুত্ব দেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, 'জেলায় আমিই শেষকথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।'

২০১৬-য় সিপিএমের টিকিটে হলদিয়া থেকে জিতে বিধায়ক হন তাপসী। ২০২০-তে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের পর সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। দলে ও জেলার রাজনীতিতে তাপসী শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বলেই পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এদিন তাপসীর তৃণমূলে যোগদানে অস্বস্তিতে বিজেপি। মুখে বিড়ম্বনার কথা অস্বীকার করলেও তাপসী ইস্যুতে অস্বস্তিতে শুভেন্দুও। তাপসীর দলবদলের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানিয়েছেন, দলের নিয়ম মেনে জেলা সভাপতির পদ ছাড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের মতপার্থক্য হয়। একইসঙ্গে দলের বিধায়ক ও জেলা সভাপতি দুই পদই রাখতে চেয়েছিলেন তাপসী। দল তা মেনে না নেওয়ায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

> জেলায় আমিই শেষকথা। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী** *বিরোধী দলনেতা*

যোগ দিয়েছেন তিনি। এবার দলের সাংগঠনিক নির্বাচন পর্বে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও বিধায়কই আর জেলা সভাপতি থাকতে পারবেন না। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'দলের এই নিয়ম বাকি বিধায়করা মানলেও তিনি মানতে চাননি। উনি তো দলের ঊর্ধ্বে নন।' তমলুক বিজেপি সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই তমলুকের সাংসদ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল। হলদিয়ার ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ২০২১-এ বিজেপির প্রার্থী হিসেবে হলদিয়ায় জেতার পর থেকেই জেলায় সংগঠনের রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাপসী। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব সায় না দেওয়ায় সংগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন যাবৎ দলের কোনও সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মসূচিতে যোগ দিতেন না হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল।

তাপসীকে হারিয়ে ভাঙনের খেলায় বিজেপির অনাগ্রহ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ মার্চ : হলদিয়ার বিজেপি বিধায়কের তৃণমূলে যোগদানে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির রণকৌশল নিয়ে নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। তাদের মতে, দল ভাঙিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের কৌশল থেকে সরে আসতে চাইছে বিজেপি। তার প্রভাব পড়তে পারে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনেও। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

২০১৪ থেকে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য শাসকদল তৃণমূলকে ভেঙে বিজেপিকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েছিলেন অমিত শা-নরেন্দ্র মোদিরা। সেই লক্ষ্যেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়কে বিজেপিতে টেনে তৃণমূল ভাঙার খেলা শুরু করেছিল বিজেপি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়ের যৌথ নেতৃত্বে একসময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্ত, ভারতী ঘোষের মতো তৃণমূল নেতারা। কৈলাস, মুকুলদের সেই উদ্যোগে সমর্থন ছিল না আদি বিজেপি ও আরএসএসের। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে তা গিলতে হয়েছিল রাজ্য বিজেপিকে।

নানা ঘটনায় তা নিয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮টি আসন জিতে একুশের বিধানসভায় রাজ্যে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে রীতিমতো প্রত্যাশা জাগিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু শেষে প্রধান বিরোধী দল হয়েই ইনিংস শেষ করতে হয় বিজেপিকে। অনেকেই মনে করেন, বিজেপির এই দলবদলু রাজনীতি যে রাজ্যের বিরোধী মানুষ ভালোভাবে নেয়নি তার হাতেগরম প্রমাণ মিলেছিল এই ঘটনায়।

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'এটা আমার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ দাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্তদের তো রাজ্যের মানুষই বর্জন করেছে।' কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও দলবদলু রাজনীতি নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সমন্বয় বৈঠকে বসেছিল আরএসএস। সেখানে আরএসএসের তরফে বিজেপিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সাহায্য নিতে গেলে রাজ্যের সংগঠনের শীর্ষ পদে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেখানেই জনপ্রতিনিধিদের সাংগঠনিক দায়িত্বের বাইরে রাখা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তাপসীর বদলা হিসেবে আমরা কোনও তৃণমূল নেতাকে দলে নেব না। তৃণমূলের দাগি নেতারা দলে আসুন বা তাঁরা প্রার্থী হন এটা মানুষ চাইছে না। প্রয়োজনে আমরা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে প্রার্থী করব।'

যাদবপুরে বৈঠক, তবে ওমপ্রকাশকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১০ মার্চ : ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার ক্যাম্পাসে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাতে প্রথমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যোগ দিলেও বাম ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেননি। পরে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে যোগ দেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'আজাদ কাশ্মীর' ও 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' লেখা পোস্টার নিয়ে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলনে ঝামেলার পর এদিনই বিশ্ববিদ্যালয় যান ওমপ্রকাশ। কিন্তু তাঁর বিভাগে ঢোকার মুখে এসএফআই সদস্যরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার দিন দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন ওমপ্রকাশ। ওঁর আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়। ওমপ্রকাশের মতো অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে ক্যাম্পাসে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এ বিষয়ে ওমপ্রকাশ বলেন, 'আমি একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক। ঘটনার দিন আমাকে আটকানোর চেষ্টা করা

আজাদ কাশ্মীর স্লোগান

হয়েছিল, মারধর করা হয়েছিল। কেন এসব করা হয়েছিল, তার জবাব দিতে হবে ওদের। আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আমি কাউকেই ভয় পাই না।' ওইসময় রীতিমতো হাত জোড় করতে দেখা যায় ওমপ্রকাশকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাদা পোশাকে পুলিশ আসে। এই নিয়ে ফের উত্তেজনা শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন পুলিশ ঢুকবে? উল্লেখ্য, আগের দিনের ঘটনা মাথায় রেখে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দিধারী পুলিশ ও ভিতরে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন ছিল। যদিও ওমপ্রকাশ জানান, পুলিশ আসার বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। এই বিষয়ে ওয়েবকুপার সহ সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'আজকেও কিছু ছাত্র যে আচরণ করেছেন তা নিন্দনীয়। ছাত্রদের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার আশা করা যায় না।'

এদিন বৈঠকে ছিলেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত, রেজিস্ট্রার কণিষ্ক সরকার, ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় সহ বিভাগীয় প্রধানরা। টিএমসিপির তরফে একটি দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই ধরনের ঘটনা বন্ধের দাবি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানায় টিএমসিপি। পরে অবশ্য এসএফআই, ডিএসও সহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলির দু'জন করে সদস্য বৈঠকে যোগ দেন।

২১ উকিলের বিরুদ্ধে কোর্টের রুল জারি

কলকাতা, ১০ মার্চ : নজিরবিহীনভাবে বিচারককে হেনস্তার মামলায় এক সরকারি আইনজীবী সহ ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, বসিরহাট আদালতের ওই ২১ জন আইনজীবীকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না। সোমবার একটি মামলার শুনানিতে বসিরহাট আদালতে সরকারি আইনজীবী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায় ডিভিশন বেঞ্চের রোষের মুখে পড়েন। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই সরকারি আইনজীবী একটি পকসো মামলায় নিম্ন আদালতে সওয়াল জবাব পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে নির্যাতিত শিশু উপযুক্ত বিচারপ্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিচারপতি বসাক তাই এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। ওঁকে সরকারি আইনজীবীর পদে রাখা যাবে না। শেরিফকে ডেকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব।'

ঘটনার সূত্রপাত বসিরহাট আদালতে অতিরিক্ত বিচারককে হেনস্তাকে কেন্দ্র করে।

জয়মাল্যর নিয়োগে কেন্দ্রের অনুমোদন

কলকাতা, ১০ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার আইনমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপতি বাগচীর নিয়োগে সিলমোহর দিয়েছেন। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে আরও এক বাঙালি যুক্ত হতে চলেছেন। ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে তাঁর নাম সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে আইনমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল এই বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। একজন

বাঙালি বিচারপতি হিসেবে শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার খবরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে আমার অভিনন্দন। তিনি আজ রাষ্ট্রপতি দ্বারা শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার সম্মতি পেয়েছেন। যা আমাদের গর্বের। তাঁর যাত্রা সফল হোক।'

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনজনের নামে সম্মতি দেয় কেন্দ্র। স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে চলতি সপ্তাহে শপথ গ্রহণ করবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী।

ফাগুন বেলা...

সিউড়ির তিলপাড়া জলাধারের পাশে। সোমবার তথাগত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

মূর্তিভাঙা ইস্যুতে রাজভবনে শুভেন্দু

কলকাতা, ১০ মার্চ : রাজ্যজুড়ে মন্দির ও মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সরব বিজেপি। সোমবার এই ইস্যুতে বিধানসভা থেকে মিছিল করে রাজভবনে যান শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। রাজভবনে রাজ্যপাল না থাকায় সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে শুভেন্দু জানান, রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ধর্মীদের স্থানের ওপর যেভাবে আক্রমণ চলেছে, তাতে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে এখানেও। শুভেন্দুর অভিযোগ, হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের ওপর এই হামলার ঘটনায় পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি মন্দির ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটকে একজোট করতে মেরুকরণের রাজনীতিই হাতিয়ার বিজেপির। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হিন্দু মন্দির ভাঙার ঘটনাকে রাজ্যের জেলায় জেলায় ধর্মীয় স্থানের ওপরে আক্রমণের সঙ্গে জুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে যাদবপুর লোকসভাকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। সেই লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিকের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি যাদবপুরে নাগরিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, আগামী ১৯ মার্চ তাঁরা বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল করবেন। মুখে কালো কাপড় বেঁধে, কালো ব্যাজ পরে স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে লিফলেট বিলি করবেন তিনি।

পাশাপাশি দুষ্কৃতী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরকে গঙ্গাজল ঢেলে পবিত্র করে তার সংস্কার কাজ শুরু করবে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বারুইপুরে শুভেন্দু ও বিজেপি বিধায়কদের স্বাগত জানাই। ওঁরা চাইলে মাইক বেঁধে সভার মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারি আমরা। তবে নন্দীগ্রাম থেকে লোক আনার দায় ওঁকেই নিতে হবে।'

নেতা গ্রেপ্তার

কলকাতা, ১০ মার্চ : জাল নথির মাধ্যমে জমি হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার এক তৃণমূল নেতাকে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ আদালতের।

শিল্প-রিপোর্টে এগিয়ে বাংলা, পোস্ট মমতার

কলকাতা, ১০ মার্চ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে বলে বার বার দাবি করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের একটি রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী ফের একই দাবি তুললেন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিসের অ্যানুয়াল সার্ভে অফ আন ইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইজেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের ১৩.৮১ শতাংশ শ্রমিক উৎপাদন শিল্পে যুক্ত রয়েছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। রাজ্যে উৎপাদন সম্পর্কিত উদ্যোগের পরিমাণ ১৬.০২ শতাংশ এবং অন্যান্য পরিষেবা রয়েছে ১৩.০৯ শতাংশ।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই রাজ্যে মহিলাদের উদ্যোগের পরিমাণ দেশের সর্বোচ্চ, ৩৬.৪ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১২.৭৩ শতাংশ যুক্ত রয়েছেন মহিলাকর্মী।

মা ক্যান্টিনের সুবিধা

কলকাতা, ১০ মার্চ : গত ৪ বছরে রাজ্যের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ মা ক্যান্টিনের খাবার খেয়েছেন। প্রতিমাসে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ এই ক্যান্টিনের খাবার খান। সোমবার বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ব্লক ও শহর এলাকায় এই মা ক্যান্টিন চলছে। এছাড়াও রাজ্যের ৩৩টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু আছে। এই প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ইতিমধ্যেই ১২৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগামীদিনে ক্যান্টিনের মানোন্নয়ন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।'

কাজের টোপে ধর্ষণ

কলকাতা, ১০ মার্চ : কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভবানীপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কীর্তি মেহতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দিল্লির বাসিন্দা এক তরুণীকে কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে ধর্ষণ করেন তিনি। ওই তরুণী কলকাতার এক পানশালায় কাজ করেন। ৭ মার্চ ভবানীপুরের একটি হোটেলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। তরুণীর অভিযোগে রবিবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নৌশাদ

কলকাতা, ১০ মার্চ : নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কাজ করা যাচ্ছে না বলে আগেই বিধানসভায় অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। সোমবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে সেই অভিযোগই ফের জানিয়ে এলেন। প্রায় ২০ মিনিট কথা বলেন নৌশাদ। তখনই তিনি এই অভিযোগ করেন।

ভেষজ আবিরের কদর বেশি

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ মার্চ : স্নিগ্ধ বাতাস ও পলাশের বাহার জানান দিয়েছে, বসন্ত এসেছে। মাত্র ৪ দিন পরেই সকলে মেতে উঠবে রংয়ের উৎসবে। তার আগেই শেষ রবিবার জমজমাটি পসরা সাজিয়ে বসেছেন বড়বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীরা। এখন আর রাসায়নিক মিশ্রিত রং নয়, বরং ভেষজ আবিরের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে মানুষের। স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব ভেষজ আবিরের চাহিদাই তাই বেশি। আর তার জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা। ফুলের তৈরি ভেষজ আবিরের দাম সামান্য বেশি হলেও চাহিদা কম নয়। সেই সঙ্গে পিচকিরি, টুপি, মুখোশ, বেলুন সহ দোলের রকমারি সরঞ্জাম দেদার বিক্রি হচ্ছে। রবিবার বড়বাজারের পাইকারি

বাজার ঘুরে দেখা গেল, দোলের আগে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উৎসাহ তুঙ্গে।

সবুজ, গেরুয়া, গোলাপি রং প্যাকেট করতে করতে বিক্রেতা গণেশ ঘাঁটি বলেন, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। রাজ্যের বাইরে থেকেও অর্ডার এসেছে। সেগুলিই প্রস্তুত করে রাখছি। এখন আর কেউ কৌটোর রং কেনেন না। ভেষজ আবিরই বেশি কেনে। আমার দোকানে ফুলের তৈরি আবিরও রয়েছে। ভালো মানের হলে দাম একটু বেশি থাকলেও ক্রেতারা তা দিতে কার্পণ্য করেন না।' তিন পুরুষ ধরে রং প্রস্তুত ও বিক্রি করে আসছেন শিবু শংকরের পরিবার। এবার সবুজ, গেরুয়া, হলুদ, গোলাপি রংয়ের ভেষজ আবিরের জোগান দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন শিবু। বললেন, 'আমার বাবা-ঠাকুরদার আমলে বাড়ির কারখানাতেই রং তৈরি হত। এখন কিনে এনেই বিক্রি করি।' গোডাউনে আবিরের প্যাকেট বিক্রির জন্য রেখেছেন সমীর ধোসি।

বরাত অনুযায়ী কর্মচারীদের আবির প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিতে দিতে তাঁর বক্তব্য, 'রাসায়নিক মিশ্রিত কৌটোর রংয়ের দিন শেষ। এখন মানুষ কর্মব্যস্ত। তাই রং খেলার পর সহজেই তা পরিষ্কার করা যায় এমন স্বাস্থ্যবান্ধব আবির খেলাই পছন্দ করেন বেশিরভাগ লোক। ১৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত প্যাকেটজাত আবির রাখছি। এবছর আবার নতুন রিমোট কন্ট্রোল পিচকিরিও এসেছে।'

পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

আড়াই মাসেও অধরা জোড়া খুনে অভিযুক্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ মার্চ : জোড়া খুনের ঘটনার প্রায় আড়াই মাস হয়ে গিয়েছে। এখনও অধরা অভিযুক্ত। বাড়িতে আর কোনও সদস্য না থাকায় ডাওয়াগুড়িতে পড়ে থাকছে প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি। ওই ঘটনার পর জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা একাধিকবার ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছেন। ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকরাও সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। কিন্তু অভিযুক্ত প্রণব বিশ্বাস ধরা না পড়ায় সেই তদন্ত কার্যত থমকেই। এতে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও প্রণব বিশ্বাসের খোঁজ মেলেনি। তাকে ধরতে সব চেষ্টাই চালানো হচ্ছে।

প্রণব পালিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে কিছুক্ষণ মোবাইল ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে তার নম্বরগুলি সে আর ব্যবহার করেনি। ফলে মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না পুলিশ। সে এটিএম থেকে এক-দু'বার টাকা তুললেও পরবর্তীতে সেই চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়। পুলিশের তরফে তার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রণব যে ভিনরাজ্যে পালিয়েছে তা আগেই নিশ্চিত ছিল পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে যে, প্রণবের উপস্থিতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাওয়া গিয়েছে। তবে ওই রাজ্যগুলোতেও এক জায়গায় বেশি সময় ধরে সে থাকছে না। ফলে প্রণবকে হাতের নাগালে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে।

গতবছর ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা। ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ায় ঘর থেকে বিজয়কুমার বৈশ্যের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।

আর বাড়ির সেপটিক ট্যাংকের ভিতর থেকে প্রণবের পিসতুতো দাদা গোপাল রায়ের দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সেদিন থেকেই অভিযুক্ত প্রণব উধাও। আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও জোড়া খুনের ঘটনার রেশ কাটেনি।

চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ের আড্ডা, সবেতেই উঠে আসে খুনের আলোচনা। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, 'প্রণব কোথায়?' যদিও পুলিশের কাছে এখনও সেই উত্তর নেই। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল প্রণবের বাড়ি ফাঁকা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। তবে প্রণবের বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ প্রতিবেশীরা।

ডাওয়াগুড়িতে ফাঁকা পড়ে প্রণবের বাড়ি।

খোঁজ জারি

- প্রণবকে হাতের নাগালে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে
- ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকরাও সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান
- তবে এখনও ধরা না পড়ায় তদন্ত কার্যত থমকে

পণের দাবিতে বধূকে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১০ মার্চ : রোজা রাখছেন। ভোরবেলা পরিবারের জন্য সেহেরির খাবার তৈরি করছিলেন। ভাবতে পারেননি স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সেই সময়টাতেই তাকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করে বসে আছে। প্রথমে শ্বাসরোধ করে, তারপর মুখের ভেতর ও গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হল গৃহবধূকে। সোমবার ভোরে চাঁচল থানার সাহুরগাছি গ্রামের ঘটনা। নির্যাতিতার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে যাওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বামী ও শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূর নাম রিয়া পারভিন (২১)। বছর তিনেক আগে সাহুরগাছি এলাকার সাদ্দাম আলির সঙ্গে রিয়ার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বাবার বাড়ি থেকে মোটা অংকের পণের টাকা আনার জন্য তাঁর উপর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি অত্যাচার চালাত। একটি পুত্র সন্তান জন্মানোর পরেও সেই অত্যাচার কমেনি। তিনবার গ্রাম সালিশি সভাও বসে। কিন্তু তাতে সুরাহার বদলে রিয়ার ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে। এদিন ভোরবেলা সেহেরির প্রস্তুতি সারার সময় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি ফের রিয়ার উপর চড়াও হয়ে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার কথা বলে। অভিযোগ, রিয়া রাজি না হওয়ায় ওরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মারধর করতে শুরু করে। প্রথমে তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

> এর আগেও এদের অশান্তি লেগেই থাকত। আজকে ভোরবেলা চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম।
>
> **শেখ রাহুল**
> প্রতিবেশী

তারপর জোর করে মুখের ভেতর পেট্রোল ঢেলে গিলতে বাধ্য করা হয়। গায়েও পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা হতেই রিয়া মরিয়া হয়ে প্রাণপনে চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশী শেখ রাহুল বলেন, 'এর আগেও এদের অশান্তি লেগেই থাকত। আজকে ভোরবেলা চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম।'

মারধরের কারণে এবং পেট্রোল খেয়ে নেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন রিয়া। প্রতিবেশীরা তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। রিয়ার মা তারজুনা বিবি চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, 'প্রতিবেশীরা ঠিক সময়ে না এলে আজ হয়তো মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে দিত। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করছে। পুলিশ কঠোর শাস্তি দিক এটাই চাই।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এনবিএসটিসি'র বাসে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সোমবার ময়নাগুড়িতে।

যাত্রীবাহী বাসে আগুন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১০ মার্চ : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেল যাত্রীবোঝাই সরকারি বাস। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ি শহরের সুভাষনগর স্কুল মোড়ে ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ায়। যাত্রীরা কোনওক্রমে দরজা ও জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন।

যাত্রীদের জ্বলন্ত বাস থেকে বের করতে গিয়ে বাসের চালক ইমতাজ খান জখম হন। চালকের দুটি হাত আগুনে মারাত্মক জখম হয়। হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভান। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাসের গিয়ার বক্সের নীচে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ঘটনার পর উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। ভস্মীভূত বাসটির কোনও বিমা করা ছিল না।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, 'ঘটনায় পর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে সদর দপ্তরে জরুরি বৈঠক হয়েছে। কারও গাফিলতি রয়েছে কি না ও দুর্ঘটনার কারণ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মালবাজার ডিপোর। এদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ জলপাইগুড়ি শান্তিপাড়া ডিপো থেকে বাসটি ছেড়ে মালবাজারে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাসটি রওনা দেবার আগেই ডিপোর মধ্যে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সে কারণে বাসটি ১০ মিনিট দেরিতে রওনা হয়।

রক্ষা যাত্রীদের

- ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার পর বাসের গিয়ার বক্সের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়
- বাসের চালক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন
- কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে
- হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী

ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার পর বাসের গিয়ার বক্সের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বাসের চালক বাসে থাকা আগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

বাসে তখন প্রায় ৫৫ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই নিত্যযাত্রী। আতঙ্কে তাঁরা চিৎকার শুরু করেন। কেউ জানলা দিয়ে বের হতে গিয়ে জখম হন। কেউ বাসের দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় আঘাত পান। তাঁদের মধ্যে মেটেলি টিলাবাড়ির বাসিন্দা রাখি সিং ও মালবাজারের শিবানী দাসের আঘাত বেশি থাকায় হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সকাল ১০টা নাগাদ এমন ঘটনায় শহরেও আতঙ্ক ছড়ায়। দুর্ঘটনাস্থলের পাশে বাড়ি শিক্ষক আনন্দশংকর দামের। এদিন দুর্ঘটনার পর তাঁর বাড়িতেই আশ্রয় নেন বাসের আতঙ্কিত যাত্রীরা। আনন্দবাবু বলেন, 'আগুন লাগার পর বাসটি চোখের সামনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এলাকার বাসিন্দারা সহযোগিতা না করলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হত।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গোটা বাসটি দাউদাউ করে জ্বলে যায়। বাসের একাধিক যাত্রীর ব্যাগ সহ অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে যায়। আগুনের জেরে ব্যস্ত সময় ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দমকল এসে আগুন নেভানোর পর নিগমের কর্তারা এসে বাসটির পোড়া কাঠামো ময়নাগুড়ি ডিপোয় নিয়ে যান।

স্নেহাশিস দাস চৌধুরী নামে এক বাস যাত্রী বলেন, 'বাসের পেছনের দিকের আসনে বসেছিলাম। হঠাৎ চলন্ত বাসে সহযাত্রীরা আগুন আগুন বলে চিৎকার করতে থাকে। সামনের দিকে ততক্ষণে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যাওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে বাসের জানলা ভেঙে লাফ দিয়ে বাইরে আসি।'

বাসের কনডাক্টর জ্যোতিপ্রকাশ রায় বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরে ঢোকার আগে বাস থেকে ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। হঠাৎ করে বাসের ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে।'

এদিকে, বিমা না থাকা একটি বাস এভাবে যাত্রীদের নিয়ে রাস্তায় নামানোয় যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেবকুমার সেনগুপ্ত নামে এক বাসযাত্রী বলেন, 'রওনার হওয়ার আগেই বাসটিতে সমস্যা ছিল। নিগমের কর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাসটি ঠিক করার চেষ্টা করেন। বাসগুলিকে এভাবে রাস্তায় নামানো কোনওভাবেই উচিত নয়।' যদিও নিগমের চেয়ারম্যানের যুক্তি, 'সরকারি গাড়িগুলির বিমার বদলে দুর্ঘটনার জন্য একটি ফান্ড তৈরি হয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেই ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হয়।'

হিন্দির উগ্র আগ্রাসন রোধে

প্রথম পাতার পর

তারপর থেকে আর একবারও সে রাজ্যে জিততে পারেনি কংগ্রেস।

ষাট-সত্তর বছর পর আবার সেই তীব্র আন্দোলন ফিরে এসেছে। এবার গোলমালের মূলে নয়া শিক্ষানীতিতে ত্রিভাষা সূত্র। তাতে তিন ভাষার একটা ভাষা হিসেবে রয়েছে হিন্দি। তাতেই আবার মাথাচাড়া দিয়েছে সেই ব্যাপক আন্দোলনের স্মৃতি। দ্রাবিড় নেতারা ছাড়াও খ্যাতিমান তামিলরাও শামিল। ক্ষমতাসীন ডিএমকে বলছে দ্বিতীয় ভাষাযুদ্ধের কথা। কোনওমতেই দিল্লির সামনে মাথানত করবে না তারা। তামিল স্বাভিমানকে অবহেলা করে কেন্দ্রের খবরদারি মানা হবে না কখনোই। সর্বশিক্ষা অভিযানে তামিলনাড়ুকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে কেন্দ্র। চূড়ান্ত ক্ষোভ তা নিয়েও। যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন তামিল মুখ্যমন্ত্রী থেকে কমল হাসান। কমল হাসান বলেছেন, বরং ভারতেরই নাম বদলে করা হোক হিন্দিয়া। দল ছেড়েছেন সেখানকার বিজেপি নেত্রী।

ভিজগা ইন্ধি। হিন্দি নিপাত যাক। এই স্লোগানের বয়স আরও পুরোনো। সেই পেরিয়ার ইভি রামস্বামীর আমলের। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তখন সি রাজাগোপালাচারি। তিনি সব স্কুলে বাধ্যতামূলক হিন্দিশিক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন। আর তাতেই আগুন জ্বলে ওঠে গোটা রাজ্যে। মিটিং, মিছিল, অনশন চলতে থাকে টানা তিন বছর। পুলিশ হেপাজতে প্রাণ হারান দুজন। গ্রেপ্তার হন ১১৯৩ জন। ১৯৩৯ সালে সরকারের পতনের পর ১৯৪০ সালে বাধ্যতামূলক হিন্দির আদেশ উঠে যায়। বিন্ধ্যের উত্তরের শাসকদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে দাক্ষিণাত্য। হিন্দি তাদের কাছে আর্য আধিপত্যবাদ। তামিল ভাষা, সাহিত্য নিয়ে অস্মিতা এখনও অটুট। শুধু তামিলই নয়, তেলুগু ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন পট্টি শ্রীরামুলু। তেলুগুভাষীদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিতে একটানা ৫৬ দিন অনশন করে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই নেহরু তৈরি করেন অন্ধ্রপ্রদেশ। যতই জাতীয় ঐক্যের কথা বলে হিন্দিকে চাপানোর চেষ্টা হয়েছে ততই পালটা প্রতিরোধ হয়েছে দক্ষিণে।

কর্ণাটকেও তীব্র হিন্দি বিরোধিতা মাঝেমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দু- হিন্দি-হিন্দুস্তানের গোবলয়ের পাচন কিছুতেই গেলানো যায়নি দক্ষিণীদের। মাতৃভাষা নিয়ে তাঁরা গর্বিত। ত্রিভাষা সূত্রের নামে হিন্দি চাপানোয় যেমন নেহরু, শাস্ত্রী, মোরারজি থেকে বাজপেয়ী, অধুনা মোদি-শা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। হিন্দির প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। অথচ দেশের অন্য ভাষাগুলোও সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। নানাভাবে নানা যুক্তিতে প্রতিবছর হিন্দি দিবসে ভাষণ দেন কেন্দ্রের মন্ত্রীরা। কর্মচারীদের জন্য চালু রয়েছে রাজভাষা পুরস্কার। বাকি ভাষারা সতিন। এই হিন্দি দিবস নিয়েই আট বছর আগে তুলকালাম বেধেছিল বেঙ্গালুরুতে। মেট্রো রেলের সাইনবোর্ড থেকে হিন্দি মুছে দিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা।

আর আমাদের এখানে হিন্দি নিয়ে কথা তোলাই প্রাদেশিকতা। অথচ চোখের সামনেই ধীরে ধীরে কলকাতার কথ্যভাষা পালটে যাচ্ছে। এখন উলটে অ-বাংলাভাষীরাই হুকুম করে হিন্দিতে কথা বলতে। আমরা প্রতিবাদটুকুও করি না। পালটা যুক্তি দিয়ে আমরা বলে থাকি কলকাতা কসমোপলিটান, বহু জাতির একত্রে বাস এখানে। যেন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই কসমোপলিটান নয়। আমরা বাচ্চাদের হাত ধরে নিয়ে যাই হিন্দি শেখার ক্লাসে। তারা বাংলা বললে অভিভাবকরা লজ্জা পান। বাচ্চার 'বাংলাটা ঠিক আসে না' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বাংলা এখন ধ্রুপদি ভাষা, এই স্বীকৃতি আমাদের এখনও অবশিষ্ট আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এই আমরাই কত কী বলে থাকি। অন্যেরা মাতৃভাষা নিয়ে যতই গর্বিত হোক, আমরা তো আর অন্যদের মতো প্রাদেশিক নই। আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। ভাষার জন্য শুধু বাঙালিরাই নয়, অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও প্রাণ দিয়েছিলেন ক'জন জানি আমরা? আমাদের উদ্দেশে বাংলারই এক কবি বহু আগে লিখেছেন, যেজন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

ডাকঘরে কোটি টাকা নয়ছয়

প্রথম পাতার পর

পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার রতন দাসের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এবারে ঘেঘিরঘাটের পোস্ট মাস্টার আশরাফুল রহমানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তিনি দিনহাটা মহকুমার পেটলা এলাকার বাসিন্দা। দিন কয়েকের মধ্যে ঘেঘিরঘাট থেকে তাঁর বদলির কথা ছিল। তার আগে এদিন এখানকার উপভোক্তাদের কয়েকজন নিজেদের জমা করা টাকার হিসেব মেলাতে গেলে নয়ছয়ের বিষয়টি প্রকট হয়। তারপরই এনিয়ে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত রাজভরের কথায়, 'আমি গত বছর ডিসেম্বরে বাড়ি বিক্রির পাঁচ লক্ষ টাকা এই পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিট করি। সে সময় পোস্ট মাস্টার আমাকে একটি সাদা কাগজে টাকার পরিমাণ লিখে সইয়ের পাশাপাশি তাতে সিল মেরে দিয়েছিলেন। এদিন দেওয়ানহাট পোস্ট অফিসে গিয়ে কম দেখতে পাই আমার নামে শুধুমাত্র দেড় লক্ষ টাকা জমা হয়েছে।' এলাকার বাসিন্দা কালু চন্দ বললেন, 'এখানে আমার ও স্ত্রী অনীতা চন্দর নামে দুটি পাসবই আছে।

আমরা প্রতি মাসে আলাদাভাবে সেগুলিতে তিন হাজার টাকা করে জমা দিতাম। উনি তা পাসবইয়ে হাতে লিখে দিতেন। এদিন হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি দুজনের পাসবইয়ে ১৫ হাজার টাকা করে কম আছে।' এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০০ উপভোক্তা এমন অভিযোগে সরব হন। নির্মল গোস্বামী দু'লক্ষ টাকা, কালিদাস দাস ৩৫ হাজার টাকা তছরুপের অভিযোগ করেন। সবাই মিলে অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দপ্তর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এর আগে যে সমস্ত পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে ডাক বিভাগের কোচবিহার ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, মৃত্যু ৩ মিস্ত্রির

প্রথম পাতার পর

ওঁরা নলকূপ বসানো শুরু করলে পাশের জমিতেই আমি ঘাস তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমন একটি ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভাবতেও পারিনি।' বিদ্যুৎ দপ্তরের মাথাভাঙ্গা ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অভিষেক কুমার, শীতলকুচি স্টেশন ম্যানেজার চিরঞ্জিত অধিকারী সহ অন্য আধিকারিকরা এদিন বিকেলে ঘটনাস্থলে যান। এদিনের ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে দপ্তর জানিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের পাশে এ ধরনের কোনও কাজ করা হলে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানালে দপ্তর সহযোগিতা করবে বলে জানানো হয়েছে। তাঁরা মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি জানিয়েছেন।

মার্শাল ডেকে বহিষ্কার

প্রথম পাতার পর

প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে দিতে ওয়াক-আউট করেন।

পরে শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেন, 'চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। বিধানসভা বিরোধী দলের কথা বলার জায়গা। কিন্তু এখানে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেওয়া হয় না।' পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অবশ্য যুক্তি দেন, 'বিরোধী দল ছাড়া বিধানসভায় আলোচনার পরিবেশ থাকে না। কিন্তু বিরোধী দল যে আচরণ করল, তা কাম্য নয়। আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম। কিন্তু এ রকম আচরণ আমরা কোনওদিন করিনি।'

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বিধানসভায় অধ্যক্ষর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বিরোধী দল যে আচরণ করল, তা কখনও সমর্থন করা যায় না। সেই কারণে মার্শাল ডেকে দুজনকে বের করে দেওয়া ও এক বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পালটা অধ্যক্ষকেই নিশানা করেন।

তিনি ঘোষণা করেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের পর বারুইপুরে সভা করে অধ্যক্ষের মুখোশ খুলব। বাইরে যে গুন্ডামি তৃণমূল করাচ্ছে, বিধানসভার ভিতরে মার্শাল দিয়ে অধ্যক্ষ সেটাই করালেন।'

তাঁর কথায়, 'দীপক বর্মন রাজবংশী নেতা ও মনোজ ওরাওঁ আদিবাসী নেতা। তাঁদের এই অপমান উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও রাজবংশী মানুষ বুঝে নেবেন।' বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বেই বিরোধী দলনেতা সহ চার বিজেপি বিধায়ক এক মাসের জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন।

সোমবার অধিবেশনের ওই ঘটনার সময় বিধানসভায় নিজের দপ্তরে বসেছিলেন শুভেন্দু।

পরে আগামী রণকৌশল ঠিক করতে তিনি দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে করেন। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন বয়কট করে বিধানসভার বাইরে কালো ব্যাজ পরে ধর্না দেবেন।

তার আগে অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যে মন্দির ভাঙার কয়েকটি ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনবে বিজেপি। সেই প্রস্তাব গৃহীত না হলে ওয়াক-আউট করবেন দলীয় বিধায়করা। এরপর ১৯ মার্চ বারুইপুরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে লিফলেট বিলি করবেন তাঁরা।

প্রয়াণ দিবস

হলদিবাড়ি, ১০ মার্চ : হলদিবাড়িতে হুজুরের মেলার পর সোমবার মহা ধুমধাম করে হুজুর সাহেবের ৮১তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হল। একরামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির উদ্যোগে হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মাজার প্রাঙ্গণে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে হুজুর সাহেবের জীবনী ও দর্শন নিয়ে নানা আলোচনা করা হয়।

মায়ের দেহ

প্রথম পাতার পর

এদিন সে পরীক্ষাও দিয়েছে। তার সাহস অতুলনীয়। আমি তাকে কুর্নিশ জানাই। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। তার সঙ্গে বাড়িও গিয়েছিলাম।'

পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা সেন্টার ইনচার্জ শুভ্রা ঘোষ বলেন, 'ছেলে পরীক্ষা দেবে, এজন্য মা ভাত রান্না করছিলেন। এমন সুস্থ স্বাভাবিক মা এভাবে হঠাৎ চলে গেলেন! এমন কষ্ট বুকে চেপে সে দু'ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা দিয়েছে। আমরা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবার সঙ্গে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে। ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, রূপঙ্করের এখনও আরও কয়েকটি পরীক্ষা বাকি। ঘটনায় কার্যত দিশেহারা বাবাও। তিনি বলেন, 'ছেলে আর কীভাবে লিখবে? আজই ওর মা চলে গেল। এমন শোকের কোনও সান্ত্বনা আছে কি?'

'হাতখরচের' শিক্ষকে চলছে স্কুল

প্রথম পাতার পর

ব্যাস, এখানেই যুক্তি তক্কো গপ্পো সিনেমায় বিজন ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত সংলাপ চলে আসে, 'উত্তর মেলে না।'

এদিকে প্রশ্ন ওঠে, যাঁরা মাত্র দুই হাজার টাকা বেতন পান তাঁরা কি ঠিক করে পড়ান? সামান্য ক'টা টাকায় স্কুলে যাতায়াত, বাইকের তেল, টিফিন খরচেই তো উবে যায়। তাহলে তাঁরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন কেন? এক অস্থায়ী শিক্ষকের জবাব, 'এটাকে সমাজসেবা হিসেবেই ধরে নিয়েছি। চারদিকে চাকরির হাহাকার। বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে কাজ করলে অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

দিনে ক'টা ক্লাস নিতে হয়? ওই শিক্ষক জানালেন, ৩-৪টে। দুপুর দুটো পর্যন্ত তাঁরা স্কুলে থাকেন। সংসার চলে কী করে? 'কৃষিকাজ তো রয়েইছে। পাশাপাশি টিউশনি পড়াতে হয়।' সকলের জবাব মোটামুটি এটাই।

১৯৫০ সালে তৈরি হওয়া এই স্কুলে এবছর ১২ জানুয়ারি প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন হয়েছে। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ১১০০-র বেশি। এলাকাটি কৃষিপ্রধান। মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে এখানে। প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া বেশি। পরিবারগুলো চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখে স্কুলের ওপর। কিন্তু স্কুলের যখন এই হাল, তখন অনেকে পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকে যাচ্ছে। নাম বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের খাতায়। যা নিয়ে চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষও।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফকরুল ইসলাম বলেন, 'এত কমসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে কোনওমতে স্কুল চালাতে হচ্ছে। প্রতিবছর নবম-দশমে ৩০ শতাংশ ড্রপআউট হয়ে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হচ্ছে না।' তিনি সমস্যা সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু কে শুনবে সেই আর্জি? স্কুলে সবমিলিয়ে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ১০ জন। পার্শ্বশিক্ষক তিনজন। চারজন শিক্ষাকর্মী। বাকি সবাই অস্থায়ী। শুধু শিক্ষক নয়, ঘাটতি রয়েছে শ্রেণিকক্ষের। দশম শ্রেণির পড়ুয়া ফতেমা খাতুন জানায়, কখনো-কখনো দুটো ক্লাস একসঙ্গে বসিয়ে পড়ানো হয়। তার কথায়, 'পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই টিউশনি পড়তে পারি না। স্কুলের ওপরেই নির্ভর করতে হয়।' এই পড়ুয়ার আর্তনাদ কি শিক্ষা দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছাবে?

প্রায় ৮০ কোটির প্রতারণা সইদুলের গ্যাংয়ের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১০ মার্চ : সময় যতই গড়াচ্ছে চটহাটে জামতাড়ার ধাঁচে গড়ে ওঠা চটহাটের অপরাধচক্রের কাণ্ডকীর্তি ততই প্রকট হচ্ছে। চক্রের কিংপিন মহম্মদ সইদুল ও তার শাগরেদকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তার চক্র যেভাবে দেশজুড়ে নানা অপরাধ সংঘটিত করেছে তা দেখে তদন্তকারীরা তাজ্জব। এই চক্রের চালানো অনলাইন অ্যাপ থেকে বছরখানেক আগে তিন হাজার টাকা ঋণ নিতে গিয়ে কলকাতার এক মহিলা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইতিমধ্যেই প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। গোটা দেশ থেকে নানা ঘটনার সূত্রে এই চক্রের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে ইতিমধ্যে প্রায় ৩৪০টি অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, চক্রটি নানা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ৮০ কোটিরও বেশি টাকার প্রতারণা করেছে।

সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ একথা জানান। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত দুই-তিন হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রায় ৮০ কোটি টাকার লেনদেনের বিষয়টি সামনে এসেছে। সইদুলের নিকটাত্মীয়দের নয়টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়েই প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। আমাদের মনে হয় ঠিকমতো তদন্ত হলে মোট পরিমাণ দ্বিগুণ হবে।' ঘটনার তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন এবং

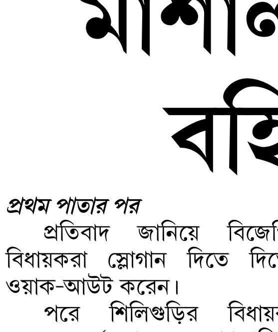

সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার।

তিনজন সাব-ইনস্পেকটরকে নিয়ে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করা হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, সইদুল অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে এই চক্র চালাচ্ছিল। দিল্লি, মুম্বই ও গুজরাটের সঙ্গে এই চক্রের যোগ ছিল। এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকেও ব্যবহার হয়েছে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। এই রাজ্যের ১০ জনের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের কয়েকজন বাসিন্দা সইদুলের চক্রের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতার ওই মহিলা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের আপত্তিকর ছবি তার পরিচিতদের পাঠানো হবে বলে ভয় দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হত। এভাবে তাঁর কাছ থেকে মোট ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। সইদুল গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই চটহাট থেকে ছয়টি মামলা হয়েছিল। এখন নতুন আরও বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। সইদুলদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হওয়া ৪০৬টি এটিএম কার্ড, ২৩৫টি চেকবই, ১৩৮টি পাসবই, কিউআর কোড এবং প্যান নম্বর পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সইদুল চটহাটে তার অনলাইন দোকানের আড়ালে প্রতারণাচক্র চালানোর পাশাপাশি বাইরের রাজ্যের মানুষের কাছে সিম কার্ড বিক্রি করত বলেও জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি, অন্যের আধার, ছবি জোগাড় করে বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা চালাত। পুলিশ সুপার বলেন, 'এভাবে হাতানো টাকা দেশবিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। সইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে। তার জামিন নামঞ্জুরের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হচ্ছে।' সইদুলকে পুলিশ মঙ্গলবার আদালতে পেশ করবে।

বোলাররাই জেতান

প্রথম পাতার পর

চাকরি বেঁচে যাওয়ার স্বস্তিতে ভরপুর গম্ভীরের কথায়, 'প্রথম দিন থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম, ছয়জন বোলার নিয়ে খেলব। প্রয়োজনে কোনও ব্যাটারকে বসিয়ে রাখা হবে। বাস্তবে সেটাই করেছি আমরা। কারণ, আমি বিশ্বাস করি ব্যাটাররা ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা জেতায় প্রতিযোগিতা।' কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের সাফল্যের মূলেও এমনই ভাবনা ছিল। তিনি নিজেই সেকথা গতকাল রাতে তুলে ধরেছেন। গম্ভীরের কথায়, 'কেকেআরের আইপিএল অভিযানের সময়ও আমরা ছয়জন বোলার নিয়ে খেলেছিলাম। পরে ভারতীয় কোচ হওয়ার পর শ্রীলঙ্কা সফরে এভাবেই খেলেছিলাম আমরা। রিয়ান পরাগকে ষষ্ঠ বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে লাগেনি। এখন সেই সিদ্ধান্তই সফল হয়েছে।' ভারত অধিনায়ক রোহিতের মতোই দলের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার অবসর নিয়েও তৈরি হয়েছিল জল্পনা। রোহিতের মতো তিনিও এমন জল্পনাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খেতাব জয়ের রাতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোনও মন্তব্য না করলেও সমাজমাধ্যমে জাড্ডু লিখেছেন, 'দয়া করে কোনও গুজব ছড়াবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।' জাড্ডু স্পষ্ট করেছেন, এখনই অবসরের পরিকল্পনা নেই তাঁর।

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের দেবার্তি বণিক অরবিন্দ পাঠভবনের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি এই খুদের নাচ, গান এবং আবৃত্তিতে পুরস্কার রয়েছে।

মদনমোহনবাড়িতে ফুলে ফুলে বসন্তের আয়োজন। ছবি : জয়দেব দাস

স্মৃতিপটের আলো

যখন শহরের সব জায়গায় বিদ্যুৎ আসেনি তখন দিনহাটার সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে হ্যাজাকের বিপুল চাহিদা ছিল। নবীন প্রজন্মের অনেকেই আজ এই হ্যাজাক সম্পর্কে জানেন না। আধো অন্ধকার গৃহস্থবাড়ি, বাজার, চায়ের দোকান কিংবা পঞ্চায়েতের সভায় আলোর অন্যতম উৎস ছিল এই হ্যাজাক, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা।

স্মৃতির অতলে ডুবে

দিন সাতেক আগে সন্ধ্যায় ছেলেকে নিয়ে শহর থেকে নিগমনগরের দিকে যাচ্ছিলেন শিক্ষক তনুময় দেবনাথ। বাজারে নজরে পড়ে হ্যাজাক জ্বলছে। দেরি না করে তার ছবি মোবাইলে তুলে রাখার পাশাপাশি ছেলেকেও দেখালেন। পথে যেতে যেতে হ্যাজাক সম্পর্কে ছেলেকে যতটা জানেন জানানোর চেষ্টা করলেন। একসময় কথায় কথায় আলোর স্মৃতির অতলে ডুবে গেলেন তিনি।

বিদ্যুৎ অধরা

একটা সময় ছিল, যখন সন্ধ্যা নামলেই পাড়াগাঁয়ের দাওয়ার নীচে দপদপ করে জ্বলত হ্যাজাক। বিদ্যুৎ তখনও সবার ঘরে পৌঁছায়নি। প্রতিদিনকার অন্ধকার নিরসনের বাতিটি আজ প্রায় হারিয়ে গিয়েছে প্রযুক্তির দৌলতে। কিন্তু তার স্মৃতি আজও অনেকের মনে অমলিন।

হ্যাজাকের আলোয়

হ্যাজাকের আলোর ইতিহাস প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। জার্মানির পেট্রোম্যাক্স কোম্পানি উনিশ শতকের শেষের দিকে এই বাতির প্রযুক্তি উন্নত করে। পরবর্তীতে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পেট্রোলিয়াম বা কেরোসিনের মাধ্যমে জ্বলার কারণে একে 'পেট্রোম্যাক্স' নামেও ডাকা হত। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় রাস্তায়, অফিসে, আদালতে, পুলিশ ক্যাম্পে এবং বড় বড় জমিদারবাড়িতে এই বাতির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তবে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহুরে সম্ভ্রান্ত পরিবারে হ্যাজাকের একটা বিশেষ স্থান ছিল। সন্ধ্যার পর হাটবাজারে দোকান খোলা থাকত এই বাতির আলোয়। চায়ের দোকানে হ্যাজাকের গাঢ় আলোয় চলত রাজনীতির আলোচনা।

মাছ ধরার আলো

দিনহাটায় কৃষকদের মাঠের কাজ হোক কিংবা শীতের রাতে মাছ ধরার আয়োজন, হ্যাজাকের আলো ছিল বিশ্বস্ত সঙ্গী। বর্ষাকালে যখন অন্ধকার চারদিক ঢেকে দিত, তখন খাঁচি বেঁধে কাঁকড়া বা কুচো মাছ ধরতে বাসিন্দাদের ভরসা ছিল এই বাতি। শুধু সাধারণ জীবনেই নয়, হ্যাজাকের উপস্থিতি ছিল বড় বড় অনুষ্ঠানে। এক সময় যাত্রাপালা, সার্কাস, কবিগান বা গ্রামীণ থিয়েটারের একমাত্র আলোর উৎস ছিল হ্যাজাক। মেলার মাঠে কিংবা রথযাত্রার প্যান্ডেলে কাঁপতে থাকা আলোয় তৈরি হত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ।

নেমন্তন্নের সূত্র

হ্যাজাকের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে নাট্যকার তপন সাহা বলেন, 'হ্যাজাকের আলো একরকম মায়াময়। বাতাসে দুলে দুলে সে আলো ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। আর এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তার শব্দ। যখন হ্যাজাকে পাম্প করা হত, তখন একধরনের হিসহিসে আওয়াজ এক আলাদাই আবহ তৈরি করত।

দিনহাটা নিগমনগর এলাকায় হারিয়ে যাওয়া হ্যাজাকের আলো।

আজ যদিও ইলেক্ট্রিক আলোর জন্য হ্যাজাকের দেখা মেলে না। তবে আজও মনে পড়ে যে দোকান থেকে হ্যাজাক ভাড়া যেত, আমরা সে সময় সদলবলে সেখানেই আড্ডা দিতাম। আর দোকানদারকে বলতাম কার বাড়িতে হ্যাজাক গেল। দোকানদার বলে দিতেন ওই এলাকার অমুক বাড়িতে পুজো অথবা বিয়ে আছে। ব্যাস সেই সূত্র ধরে খাওয়াদাওয়ার একটা ব্যবস্থা পাকা হয়ে যেত।

লাল-নীল-হলুদ

লণ্ঠনটির নীচে থাকা ট্যাংকে কেরোসিন ভরে দেওয়া হত। ট্যাংকের সঙ্গে লাগানো থাকত পাম্প। ট্যাংকটির ওপরে থাকা পাতলা কাচের ঘেরাটোপে ঝুলত রেশমের সুতো দিয়ে বোনা বেলুন আকৃতির একটি ম্যান্টেল। তেলের ট্যাংকে পাম্প দিলে কেরোসিন উঠে এসে ভিজিয়ে দিত হ্যাজাকের ম্যান্টেল। হ্যাজাকের বিশেষ জায়গায় জ্বলন্ত দেশলাই ধরলে দাউদাউ করে জ্বলে উঠত ম্যান্টেল। পুড়ে লাল হয়ে যেত কিন্তু ছাই হয়ে যেত না। এরপর তেলের ট্যাংকে আবার পাম্প করা হত। ম্যান্টেলের রং প্রথমে লাল, তারপর নীল, সব শেষে তিমির বিনাশী উজ্জ্বল হলুদ হয়ে উঠত। তেলের ট্যাংকের ভেতর বায়ুচাপ কমে গেলে আলোর উজ্জ্বলতা কমে যেত। পাম্প দিলেই আবার আগের উজ্জ্বলতায় ফিরে আসত হ্যাজাক।

রোমাঞ্চকর

- দিনহাটায় কৃষকদের মাঠের কাজ হোক কিংবা শীতের রাতে মাছ ধরার আয়োজন, হ্যাজাকের আলো ছিল বিশ্বস্ত সঙ্গী
- এক সময় যাত্রাপালা, সার্কাস, কবিগান, বা গ্রামীণ থিয়েটারের একমাত্র আলোর উৎস ছিল হ্যাজাক
- মেলার মাঠে কিংবা রথযাত্রার প্যান্ডেলে কাঁপতে থাকা আলোয় তৈরি হত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ

ভাড়ার বাতি

দিনহাটার আরেক বাসিন্দা শংকর চৌধুরীর কথায়, 'সময় বদলেছে, বিদ্যুৎ এসেছে ঘরে ঘরে। প্রথমে হ্যারিকেন, তারপর হ্যাজাক সবাই বিদায় নিয়েছে বিদ্যুতের আলোর কাছে। ইনভার্টার, এলইডি লাইট, সোলার লাইট এসে হ্যাজাককে পুরোপুরি অতীত করে তুলেছে। তবে আজও মনে পড়ে বাড়িতে পুজোর সময় হ্যাজাক ভাড়া করে আনা হত। বাড়িতে লাইট থাকলেও প্রতিমা আনার পথে আলোর উৎস ছিল একমাত্র হ্যাজাক।' তিনি বলেন, 'তখন হ্যাজাক ভাড়া পাওয়া গেলেও তাকে জ্বালানোর দক্ষ লোকের বড়ই অভাব ছিল। বিশেষ করে ম্যান্টেলে আগুন ধরানোর কৌশলটি ছিল বেশ চমকপ্রদ।' তাঁর আক্ষেপ, আজ আর কেউ বাজারে গিয়ে কেরোসিন কিনে হ্যাজাকে ঢালে না, কেউ পাম্প চেপে আলো জ্বালায় না। গ্রামের হাটে সেই দপদপে আলোর বদলে জ্বলছে টিউবলাইট আর এলইডি। নতুন প্রজন্মের কাছে হয়তো হ্যাজাক শুধুই রূপকথার গল্প, কিন্তু আমাদের কাছে নস্টালজিয়ার আলো।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	১

পথনাটক

দিনহাটা, ১০ মার্চ : ডেঙ্গি ও শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সোমবার শহরে তিনটি জায়গায় পথনাটক হল। এদিন পুরসভার উদ্যোগে 'আর কবে সচেতন হব' লেখা ট্যাগ লাইনে দিনহাটা হাসপাতালের বহির্বিভাগ, দিনহাটা আদালত ও দিনহাটা পাঁচমাথা মোড়ে পথনাটক হয়। বাড়ির আনাচকানাচে পরিষ্কার করা, জমা জল পরিষ্কার করা এই বিষয়গুলি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন কলাকুশলীরা। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী রাজশেখর ঘোষ জানালেন, ডেঙ্গি ও পুর এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সামাজিক সচেতনতার জন্য এদিনের পথনাটক। ব্যবসায়ী সঞ্জয় রাউত এই কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দীর বক্তব্য, 'ডেঙ্গি নিয়ে আমরা খুব সতর্ক। সুডার নির্দেশ মেনে আমাদের টানা কর্মসূচি রয়েছে। এদিনের পথনাটক তারই একটি অঙ্গ।'

আয় বাড়াতে গুচ্ছ পরিকল্পনা কোচবিহারে
সেজে উঠছে অতিথিনিবাস

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১০ মার্চ : উন্নত পরিষেবা ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে অতিথিনিবাসের একটি অংশ লিজে দিয়েছে কোচবিহার জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। দুটি সংস্থা ওই লিজে নিয়েছে।

সাগরদিঘির পাশে কাছারি মোড়ে রয়েছে জেলা পরিষদের ওই অতিথিনিবাসটি। সেখানে একটি সংস্থা তৈরি করেছে খাবারের ক্যান্টিন। অন্য আরেকটি সংস্থা প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি সহ ওষুধের দোকান এবং ডাক্তারদের চেম্বার তৈরি করছে।

১৯৯১ সালের ২২ জানুয়ারি তৎকালীন ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী অতিথিনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ৯ অগাস্ট সূর্যকান্ত মিশ্র সেটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

উদ্বোধনের পর থেকে অতিথিনিবাসের পূর্ব দিকে ওই ঘরগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। ফলে সেগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। চার মাস আগে জেলা পরিষদের সঙ্গে ওই সংস্থা দুটির ১৫ বছরের লিজের চুক্তি হয়েছে। এরপর মাসখানেক হল সেখানে ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। এতদিন অতিথিনিবাসে খাওয়াদাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। তবে এখন থেকে যাঁরা এখানে ঘরভাড়া নিয়ে থাকবেন, ক্যান্টিন হওয়াতে তাঁদের অনেকটা সুবিধা হবে।

সংস্কারের পর নতুন সাজে কোচবিহার অতিথিনিবাস। -সংবাদচিত্র

আবাসিকের সুবিধা

- শুরু থেকেই অতিথিনিবাসের পূর্ব দিকের ঘরগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল
- সেখানেই একটি বেসরকারি সংস্থা মাসখানেক থেকে ক্যান্টিন চালু করেছে
- এতদিন অতিথিনিবাসে আবাসিকদের খাওয়াদাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না
- এখন এখানে যাঁরা থাকবেন ক্যান্টিন হওয়াতে তাঁদের অনেকটা সুবিধা হবে

অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বলেন, 'ঘরগুলো বছরের পর বছর ধরে পড়ে ছিল। সেজন্য সেগুলি লিজ দেওয়া হয়েছে। এতে জেলা পরিষদের আয় হবে।'

এদিকে অতিথিনিবাসের ওপর তলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার মতো জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়। পাশে আরেকটা জায়গা ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে শুধু ইলেক্ট্রিকের কাজ বাকি রয়েছে। সেটিও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এতে কোচবিহারবাসীর অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে বলে মত অনেকের।

এছাড়া প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে গোটা অতিথিনিবাস সংস্কার করে আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। অতিরিক্ত জেলা শাসকের দাবি, এখানে এসে যাঁরা থাকবেন তাঁদের উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তবে ভাড়া আগের চাইতে বাড়ানো হবে।

কোচবিহার হরিণচওড়া রেলগেট এলাকায় নিত্যদিনের যানজট। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

পরিদর্শনে মহকুমা শাসক

মেখলিগঞ্জ, ১০ মার্চ : মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল সোমবার থানা, মদনমোহনবাড়ি এলাকা, আদালত চত্বর সহ বিভিন্ন এলাকায় যান। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল, পুরসভা, সিবিডিএ-র বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন। পুরসভার সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দিব্যায়ন পালও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহকুমা শাসক বলেন, 'রাজ্য সরকার ফিল্ড ইনস্পেকশন বলে একটি অ্যাপ তৈরি করেছে। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে যে সরকারি প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে, অ্যাপের মাধ্যমে সেই কাজগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ পুরসভা এলাকায় পুরসভার, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল ও সিবিডিএ-র বিভিন্ন কাজ আমরা ইনস্পেকশন করছি এবং পোর্টালে আপলোড করছি।'

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ
ডাস্টবিনের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১০ মার্চ : মেখলিগঞ্জ পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে কালীপাড়া মোড়ে ডাস্টবিন বসানোর দাবি উঠছে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার পাঁচ ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জন্য কালীপাড়া মোড় একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে বেশ কিছু স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। কিন্তু পুরসভার কোনও ডাস্টবিন না থাকায় সাধারণ মানুষ যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলছেন। এতে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই এলাকায় পুরসভার তরফে ডাস্টবিন বসানো হোক। পাশাপাশি নিয়মিত সেখান থেকে যাতে আবর্জনা সাফাই হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে পুরসভাকে।

স্থানীয় বাসিন্দা হারাধন সূত্রধর বলেন, 'আবর্জনা ফেলার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় সবাই বাধ্য হয়ে রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলে। তাই এলাকায় ডাস্টবিন প্রয়োজন। পুর কর্তৃপক্ষ ডাস্টবিন দিলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও সেটা ব্যবহার করতে পারবেন।' তাড়াতাড়ি এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি।

কোচবিহার
বিবকক না থাকায় জল অপচয়

কোচবিহার, ১০ মার্চ : বর্তমানে জলের অপচয় রোধ করতে বিভিন্ন সংস্থার তরফে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা ন্যাস গ্রুপের তরফে জলের অপচয় রুখতে জেলাজুড়ে ফ্লেক্স লাগিয়ে মানুষদের সচেতন করার কাজ চলছে। এদিকে, শহরের জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন এলাকায় জলের স্ট্যান্ডপোস্টে বিবকক না থাকায় জল অপচয় হচ্ছে। এজন্য নজরদারির অভাবকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা। চোখের সামনে দিনের পর এমন ঘটনা চলতে থাকলেও কোনও হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের। এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য দিলীপচন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'জলের অপচয় রোধে আমরা লাগাতার বিভিন্ন কর্মসূচি করেছি। পুর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় জল অপচয়ের দৃশ্য দেখা যায়। এবিষয় নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।'

পুরসভা সূত্রে খবর, বিবকক লাগানো হলেও কিছু জায়গায় সেগুলো ভেঙে ফেলা হয়। আবার কখনও চুরি হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ।

তথ্য : শুভজিৎ বিশ্বাস, দেবদর্শন চন্দ

প্লাস্টিক রুখতে জলের কিয়স্ক মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১০ মার্চ : চড়া দামে বোতলবন্দি পরিস্রুত পানীয় জল কেনার হাত থেকে মাথাভাঙ্গাবাসী রেহাই পেতে চলেছেন। মাথাভাঙ্গা পুরসভার উদ্যোগে শহরের আদালত চত্বর, এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ড এবং কলেজ মোড়ে একটি করে মোট ৩টি আরও বেসড ওয়াটার কিয়স্ক বসানো হয়েছে। কিয়স্কে দুই টাকা এবং ১০ টাকার কয়েন ফেললে সেখান থেকে পরিস্রুত পানীয় জল বেরিয়ে আসবে। মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'একটি বেসরকারি সংস্থাকে আরও বেসড ওয়াটার কিয়স্ক প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু স্বল্পমূল্যে পানীয় জল সরবরাহ নয়, মাথাভাঙ্গা শহরে আরও বেসড ওয়াটার কিয়স্ক বসানোর আরেকটি কারণ হল, প্লাস্টিকের জলের বোতলের ব্যবহার কম করা। শহর ও শহরের বাইরের যে কেউ কিয়স্কে দুই টাকার কয়েন ফেলে দু'লিটার এবং ১০ টাকার কয়েন ফেলে পাঁচ লিটার পরিস্রুত পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারবেন।'

আদালত চত্বরে ওয়াটার কিয়স্ক দেখছেন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক।

সংস্থার ম্যানেজার অরুণ ঠাকুর জানান, কোচবিহার জেলায় অন্য কোনও পুরসভায় এধরনের আরও বেসড ওয়াটার কিয়স্ক চালু হয়নি। কিন্তু শিলিগুড়ি, রামজীবনপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন এবং পুরসভার তরফে এধরনের কিয়স্ক বসানো হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, বাজারে বোতলবন্দি এক লিটার পানীয় জলের দাম যেখানে ২০ টাকা সেখানে কিয়স্ক থেকে সাধারণ মানুষ অনেক কম দামে উন্নতমানের পরিস্রুত পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারবেন। পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত শহরে তিনটি আরও বেসড ওয়াটার কিয়স্ক বসানো হয়েছে। উদ্যোগ সফল হলে শহরে আরও বসানো হবে। যেহেতু কিয়স্কগুলি থেকে নিয়মিত আয় হবে সেজন্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থের অভাব হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

পানীয় জলের কিয়স্ক বসানোয় শহরবাসী খুশি। মাথাভাঙ্গা আদালতের আইনজীবী শাহরুখ খানের কথায়, 'খুব ভালো উদ্যোগ। আদালত চত্বরে জলের কিয়স্ক থাকায় আইনজীবী, ল'ক্লার্ক এবং বিচারপ্রার্থী সকলের সুবিধা হবে।' শহরের এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাস এবং কলেজ মোড়ে পানীয় জলের কিয়স্ক বসায় নিত্যযাত্রী সমীরণ পাল, বিশ্বজিৎ ভৌমকের মতো অনেকেই খুশি।

এপিক বিতর্কের আঁচ সংসদে

আলোচনার দাবি রাহুলের ■ সুর চড়াল জোড়াফুলও

নবনীতা মণ্ডল

সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।

রাহুল গান্ধি

আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরুতেই ভূতুড়ে ভোটার তালিকা এবং এপিক বিতর্কে কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করে ইন্ডিয়া জোট। নির্বাচন কমিশন তিন মাসের মধ্যে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড তৈরির আশ্বাস দিলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই এই ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষেই সুর চড়ায় কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। হইচই, গোলমালের জেরে একাধিকবার সভা মুলতুবিও হয়ে যায়।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আপনি সঠিক কথা বলেছেন যে সরকার ভোটার তালিকা তৈরি করে না। কিন্তু সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।' পরে অবশ্য সংসদের বাইরে রাহুল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সরকার আদৌ আলোচনা করবে বলে তাঁর মনে হয় না। এর আগেও সংসদের ভিতরে এবং বাইরে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রাহুল। যদিও তৃণমূল দাবি করেছে, ভূতুড়ে ভোটার এবং ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়টি এদিন সংসদেও জানান তৃণমূল সাংসদরা।

মঙ্গলবার তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের কাছে এপিক ও ভোটার তালিকা নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে যাবে। তার আগে এদিন এই ইস্যুতে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলেন, ভোটার তালিকায় গুরুতর গলদ রয়েছে, যা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছু ভোটারের এপিক নম্বর ব্যবহার করে হরিয়ানায় ভোটার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, 'মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় একই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছিল। সেখানে বহিরাগত ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে একই ঘটনা ঘটতে চলেছে, যেখানে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে।' কীভাবে একই এপিক নম্বর দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার কার্ড ইস্যু করা হল তা জানতে চেয়ে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানান দমদমের সাংসদ। তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।'

এপিক ইস্যুতে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে এপিক নম্বর সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।' তবে তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়।

বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং আলোচনার অনুমতি দেননি। এর প্রতিবাদে বিরোধীরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। আপের সঞ্জয় সিং নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের অনিয়ম রাজনৈতিক একাধিপত্য এবং দুর্নীতির জন্ম দেবে।

এপিক বিতর্কে বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডি। সূত্রের খবর সোমবার সকাল ৯টায় বিজেডির এক প্রবীণ সাংসদ তৃণমূল নেতৃত্বকে ফোন করে জানান, তাঁরা এপিক নম্বর বিতর্কে বিরোধীদের পাশে থাকবেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'এপিক নম্বর বিতর্ক কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা একক কোনও দলের ইস্যু নয়। এটি সারাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্বচ্ছতার প্রশ্ন। তাই সমস্ত বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে এই ইস্যুটি তুলেছে।'

ট্রাম্পকে তোপ নয়া প্রধানমন্ত্রী কার্নির

ভারতকে পাশে পেতে বার্তা কানাডার

টরন্টো, ১০ মার্চ : কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। পদে বসেই ট্রাম্প সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। কার্নির সাফ কথা, কানাডার পণ্যের ওপর আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর নীতি থেকে সরে না এলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ভারতকেও বার্তা দিয়েছেন কার্নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

কার্নি উবাচ

- ■ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার
- ■ হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলাও নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে
- ■ মার্কিনরা আমাদের সবকিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও
- ■ ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না
- ■ কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব

আমেরিকা করের হার বাড়িয়ে দেওয়ায় কানাডা যে নতুন বাণিজ্য সহযোগী খুঁজতে উদগ্রীব, কার্নির কথা থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। সেই সম্ভাব্য সহযোগীদের তালিকায় তিনি যে ভারতকে ওপরের দিকে রাখতে চান, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমেরিকা ও ট্রাম্পকে নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কার্নি বলেন, 'হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলা নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে।' একই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমেরিকা আমাদের সম্মান না করলে পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে।'

ট্রাম্পকে সরাসরি নিশানা করে কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মার্কিনরা আমাদের সব কিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না। কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব।' ব্যাংক অফ কানাডা ছাড়াও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর হিসাবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কার্নির। তবে কোনও সরকারি পদে কাজ করেননি তিনি। তারপরেও ট্রুডোর উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হয় শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে। দলের প্রায় দেড় লক্ষ সদস্যের ৮৫.৯ শতাংশ কার্নির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কানাডার রাজনীতিতে ট্রাম্প-বিরোধী হিসাবে পরিচিত কার্নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ভাবমূর্তি তাঁর পক্ষে গিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেও ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটে যেতে হবে কার্নিকে। সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকার মতো কানাডাতেও এগিয়ে রয়েছে রক্ষণশীলরা। এই পরিস্থিতিতে দলকে জয়ের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে ইডি হানা

রায়পুর, ১০ মার্চ : দিল্লির পর এবার ছত্তিশগড়। আবগারি দুর্নীতি মামলায় আরও একটি রাজ্যে সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার দুর্গ জেলার ভিলাইয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। তল্লাশি চলেছে বাঘেল-পুত্র চৈতন্যের বাড়িতেও। সব মিলিয়ে ১৪টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি-র দল। ২০১৮ থেকে '২৩ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভূপেশ বাঘেল। ইডির দাবি, ২০১৯-'২৩-এর মধ্যে ছত্তিশগড়ে আবগারি ক্ষেত্রে ২,১০০ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি হয়েছে। বাঘেল অবশ্য দুর্নীতির যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

লাগল যে দোল...

হোলি উৎসবের আগেই সোমবার হায়দরাবাদে রংবাহারি একাদশী।

বোমাতঙ্কে ফিরল বিমান

মুম্বই, ১০ মার্চ : এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি ওড়ার আট ঘণ্টা পরে ফের মুম্বই বিমানবন্দরে ফিরে এল। সোমবার মুম্বই থেকে নিউ ইয়র্কগামী যাত্রীবাহী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিরকুট মিলেছিল। বিমান তখন আজারবাইজানের আকাশে ৩০ হাজার ফুট উঁচুতে। তৎক্ষণাৎ বিমানের মুখ ঘোরান পাইলট। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান নামার সঙ্গে সঙ্গে সব যাত্রীকে নামিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ বিমানটি ফের রওনা দেবে। এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আটকে পড়া যাত্রীদের প্রত্যেকের হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানটিতে যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে ৩২২জন ছিলেন।

এদিকে, এয়ার ইন্ডিয়ার শিকাগো থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট ২১৬-র ১২টি শৌচালয়ের মধ্যে ১১টি নোংরায় ভর্তি থাকায় মাঝ আকাশ থেকে বিমানটিকে ফিরতে হল শিকাগোয়। বিমানটি তখন গ্রিনল্যান্ড আকাশে। যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে বিমানে ৩০০ জন ছিলেন।

দুই পথ দুর্ঘটনা, নিহত ১৩

ভোপাল ও লখনউ, ১০ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম দিনই দুই প্রান্তে দুটি পথ দুর্ঘটনা। দুটি ক্ষেত্রেই ট্রাক ও এসইউভি-র মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রাণ হারালেন ১৩ জন। আহত ১৬। প্রথমটি মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, এসইউভি-র যাত্রীরা একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাইহার যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৮ জনের। আহত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রেপ্তার ট্রাকচালক। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের বাস্তি থেকে অযোধ্যার দিকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে এসইউভি-র সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় পাঁচ জনের।

হোলিতে ঘরবন্দি থাকুন, মুসলিমদের নিদান বিজেপির

পাটনা, ১০ মার্চ : শুক্রবার জুম্মাবারে হোলি পালিত হবে দেশজুড়ে। সেই কারণে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওইদিন ঘরবন্দি থাকার নিদান দিয়েছেন বিহারের বিজেপি বিধায়ক হরিভূষণ ঠাকুর বাচাউল। বিসফি বিধানসভা কেন্দ্রের এই বিধায়ক বলেছেন, বছরে ৫২টি জুম্মাবার থাকে। এবার একটি জুম্মাবারে হোলি পড়েছে। তাই মুসলিমদের উচিত, হিন্দুদের হোলি উৎসব পালন করতে দেওয়া। যদি কেউ তাঁদের গায়ে রং-ও দেয়, তাহলে তা নিয়ে রাগারাগি করাও উচিত নয়। তবে যদি মুসলিমদের এতে কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁদের উচিত ওইদিন ঘরবন্দি থাকা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাঁদের এটা করা জরুরি। ওই বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য, মুসলিমরা সবসময় দ্বিচারিতা করে। তাঁরা রঙিন আবির বিক্রি করে টাকা উপার্জন করবেন। অথচ তার রং যদি তাঁদের জামায় লাগে, তাহলে তাঁরা নরকযাত্রার ভয়ে ভীত থাকেন। বিজেপি বিধায়কের এহেন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করে আরজেডি নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। যখন দলিত মহিলারা নিজেদের অধিকার ও সম্মানের কথা বলেন, তখন উনি তাঁদের বকাবকি করেছিলেন। এখন কি উনি ওই বিধায়ককে তিরস্কার করতে পারবেন। জেডিইউয়ের গায়েও এখন বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের রং লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কংগ্রেসও বিজেপি বিধায়ককে একহাত নিয়েছে। দলের বিধায়ক আনন্দ শংকর বলেন, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ইচ্ছা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করছে। বিতর্কের মুখে জেডিইউ নেতা তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী জামা খান

এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।

তেজস্বী যাদব

বলেন, হোলিতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

ঘটনা হল, জুম্মাবারে হোলি উপলক্ষ্যে মুসলিমদের ঘরবন্দি থাকার নিদান এর আগে দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের পুলিশ আধিকারিক অনুজ চৌধুরী। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, উনি একজন পালোয়ান। পালোয়ানের মতোই কথা বলেছেন। হোলি তো বছরে একবার হয়। জুম্মা তো প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। অনেক মুসলিম ধর্মগুরুও সেই কথা মেনে নিয়েছেন। মসজিদে যাওয়া তো বাধ্যতামূলক নয়। যদি যেতেই হয় তাহলে যেন রং নিয়ে মাথা না ঘামান। ওই পুলিশ আধিকারিক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলেছেন।

সংসদে অসুস্থ সৌগত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় অসুস্থ হয়ে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখার পরেই পিঠে তীব্র ব্যথা ও অস্বাভাবিক ক্লান্তি অনুভব করেন। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর ইসিজি সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং সতর্কতার কারণে তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সৌগত রায়ের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

সৌগত রায়কে সংসদ ভবনের মকর দ্বার দিয়েই হুইলচেয়ারে

বসিয়ে মেডিকেল স্টাফ ও সংসদ ভবনের নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ে যান। অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার সময়ও তাঁকে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্য নিতে হয়।

সাংসদ সৌগত রায়কে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান তৃণমূলের অন্যান্য সাংসদরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, জুন মালিয়া, খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খান। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন দলীয় সহকর্মী ও সমর্থকরা।

ভাষা বিতর্কে তর্জা কেন্দ্র-ডিএমকে'র

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১০ মার্চ : হিন্দি ভাষা নিয়ে বিতর্কের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সোমবার লোকসভায় তিনি তামিলনাড়ুর সাংসদদের অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক বলে নিশানা করেন। এর প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এক বিবৃতিতে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানকে। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উচিত বাকসংযত হওয়া। তিনি যেন সম্রাটের মতো আচরণ না করেন।' তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে ডিএমকে ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। প্রধানের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই ত্রিভাষা নীতি এবং ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্র বনাম ডিএমকের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে। সোমবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ডিএমকের সাংসদরা সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রের তরফে ২ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা নিয়ে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, পিএম-শ্রী প্রকল্প, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ত্রিভাষা নীতি না মানার জন্য রাজ্যকে ওই টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। তাঁদের লাগাতার প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'ডিএমকে সাংসদরা তামিলনাড়ুর শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁরা অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক। তাঁর তোপ, ডিএমকে অসৎ। তাঁরা মোটেও তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের প্রতি দায়বদ্ধ নন। তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের জীবন ধ্বংস করছে ডিএমকে। তাঁদের কাজই হল ভাষার প্রাচীর তুলে দেওয়া।'

প্রধানের মন্তব্যে লোকসভায় তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয়। আধঘণ্টা অধিবেশনের কাজ মুলতুবি থাকে। প্রধানের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ স্ট্যালিনের তোপ, 'আপনি তামিলনাড়ুর মানুষকে অপমান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি এসব বরদাস্ত করবেন? আমরা আপনাদের ত্রিভাষা কার্যকর করতে এগিয়ে আসিনি। আমাদের কেউ একাজ করতে বাধ্যও করতে পারবে না।' ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান এদিন লোকসভায় বলেন, 'ডিএমকে কখনও জাতীয় শিক্ষানীতি বা ত্রিভাষা নীতিকে সমর্থন করেনি। আমাদের পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। উত্তর ভারতের ছেলেমেয়েরা একটি ভাষাই শেখে। আমরা হিন্দির বিরোধী নই। যদি কোনও পড়ুয়া শিখতে চায় তাহলে সে তা করতেই পারে। কিন্তু এটা কিছুতেই বাধ্যতামূলক করা যাবে না।'

এদিন রাজ্যসভায় তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যাভিত্তিক আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন ইস্যুতে আলোচনা করার অনুমতি না দেওয়ায় ডিএমকে সাংসদরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। বিরোধীদের ওয়াকআউট বিরোধীদের আনা স্থগিতাদেশ প্রস্তাব নিয়ে ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সমালোচনা করেন।

ললিত মোদির নাগরিকত্ব বাতিল

পোর্ট ভিলা (ভানুয়াতু) ও নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : আইপিএল-এর প্রধান থাকাকালীন বহু কোটি টাকা তছরুপে অভিযুক্ত ললিত ভারত থেকে পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ভারতে প্রত্যর্পণ এড়াতে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুর নাগরিক হন। ললিত মোদি সম্পর্কে সবকিছু জানার পর সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী জোথাম নাপাত তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের নির্দেশ দিলেন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে পাসপোর্ট জমা করার আবেদন করেছেন ললিত মোদি। বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। আইন অনুযায়ী আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাব।'

সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী নাপাত এদিন বলেন, 'ললিত মোদির ভানুয়াতুর পাসপোর্ট অবিলম্বে বাতিলের জন্য আমি নাগরিকত্ব কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।' ভারতের সঙ্গে ভানুয়াতুর প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। সেটা বুঝেই পরিকল্পনা ছকেছিলেন ললিত। এদিকে ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রীর তরফে তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের নিয়ে লোলিত বলেছেন, ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব কমিশনের চেয়ারম্যান এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আদালতের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন।

গুলমার্গে ফ্যাশন শো, উত্তপ্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১০ মার্চ : পবিত্র রমজান মাস চলছে। ঠিক এইসময় কাশ্মীরে পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য গুলমার্গে ফ্যাশন শো-এর আয়োজন করেছিলেন পোশাকশিল্পী শিবন ভাটিয়া এবং নরেশ কুকরেজা। ৭ মার্চ গুলমার্গের স্কি-রিসর্টে আয়োজিত এই শো-এ একাধিক মডেলকে খোলামেলা পোশাকে র‍্যাম্প মাতাতে দেখা যায়। সেই শো-কে ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতি। অঞ্চলের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ফ্যাশন শো'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সুর মিলিয়েছে উপত্যকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। অন্যদিকে, বিতর্ককে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছে বিজেপি।

সোমবার এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন। বিবৃতি দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করার পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি। ওমর বলেন, 'কিছু লোক বলছেন যে পবিত্র রমজান মাসে এর আয়োজন উচিত ছিল না। কিন্তু সেখানে যা দেখা

গিয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে রমজান বাদ যাক, বছরের কোনও মাসে এই ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়।' অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের তরফে সরকারের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। আয়োজকরা যদি অনুমতি চাইত, আমরা দিতাম না। এটি একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ছিল, তবে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করেন কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক বলেন, 'পর্যটন প্রচারের নামে এই ধরনের অশ্লীলতা কাশ্মীরে সহ্য করা হবে না।' পিপলস কনফারেন্সের সভাপতি সাজ্জাদ লোনের মতে, প্রশাসন সতর্ক থাকলে চলতি বিতর্ক এড়ানো যেত। শ্রীনগরের সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহেদি এবং কংগ্রেসনেত্রী দীপিকা পুষ্কর নাথও এর সমালোচনা করেন।

ওমর আবদুল্লা সরকার ও উপত্যকাভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বিজেপি। দলের বিধায়ক রণবীর সিং পাঠানিয়া বলেন, 'এই ক্ষোভ অযৌক্তিক। কাশ্মীর উপত্যকায় রক্ষণশীলতার আগুন জ্বলছে। আমাদের সব ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।' সমালোচনার ঝড় ওঠায় ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে শো-এর আয়োজক ফ্যাশন ব্র্যান্ড শিবন অ্যান্ড নরেশ। এক্স পোস্টে তারা লিখেছে, 'পবিত্র রমজান মাসে গুলমার্গে আমাদের সাম্প্রতিক শো-এর কারণে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৃজনশীলতা এবং স্কি জীবনধারাকে তুলে ধরা। কেউ বা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও ইচ্ছা আমাদের ছিল না।'

রোহিত শর্মার হাতে খেতাব তুলে দিলেন আইসিসি সভাপতি জয় শা। দুবাইয়ে রবিবার রাতে।

কাটা হল কেক, শ্যাম্পেনে স্নান ঋষভদের

পৃথক বিমানে দেশে রোহিত, গম্ভীররা

দুবাই, ১০ মার্চ : উৎসবের রাত। স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

শুরুটা হয়েছিল রবীন্দ্র জাদেজার উইনিং শটের পর। ট্রফি নিয়ে বিজয়োল্লাস। দুবাইয়ের নীল সমুদ্রে ডুব দেওয়া। মিলল মহম্মদ সামির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বিরাট কোহলির প্রণাম, রীতিকা-অনুষ্কার চুটিয়ে আড্ডা, সুনীল গাভাসকারের খুশির নাচের মতো অদেখা, ভালোলাগার দৃশ্য।

টিম হোটেলে ফিরেও উৎসব জারি। কেক কাটা, রাতভর পার্টি। পুরো টুর্নামেন্টে কোনও ম্যাচ না খেলা ঋষভ পন্থকে শ্যাম্পেনে ভাসিয়ে দিলেন বিরাট। বাদ ছিল না অর্শদীপের ভাংরা। সবমিলিয়ে গতবছর বার্বাডোজ আর গতকালের দুবাই মিলেমিশে একাকার।

বুর্জ খালিফার শহরে বিজয়পতাকা উড়িয়ে স্বপ্নের রাত উপহার দেওয়া দেশবাসীকে। এবার ঘরে ফেরার পালা। সোমবার সাতসকালেই যে যার মতো করে দুবাই থেকে নিজের শহরে ফিরলেন ক্রিকেটাররা। গিয়েছিলেন এক বিমানে। কিন্তু ফিরলেন নিজের শহরে পৃথক পৃথক বিমানে।

পরিবার নিয়ে অধিনায়ক রোহিতের গন্তব্য মুম্বই, কোচ গৌতম গম্ভীর ধরলেন দিল্লিগামী বিমান। দলের বাকিরা কেউ দুবাই থেকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের পথে। সামনেই আইপিএল। পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটিয়ে মেগা লিগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়ার তাড়া। সাতসকালেই হোটেল ছেড়ে বিমানবন্দরে চ্যাম্পিয়নরা।

দুই-একদিনের মধ্যেই অবশ্য ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ীরা একত্রিত হবেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ আমন্ত্রণ পেতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন রোহিত ব্রিগেড। নিজের বাসভবনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা দিতে চান বিজয়ীদের।

গতবছর টি২০ বিশ্বকাপের পর ট্রফি নিয়ে রোহিতরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে গতবার সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলকে। হুডখোলা গাড়িতে মুম্বইয়ে গণ অভ্যর্থনাও ছিল। তবে সামনে আইপিএল। ফলে বোর্ডের তরফে এখনই এরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের সম্ভাবনা নেই। এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পরে সময় বের করে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

এদিকে, আনন্দের আতিশয্যে সতীর্থ অক্ষর প্যাটেলের গালে আবার চুমু খেলেন হার্দিক। দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্প্রচার সংস্থার বিশেষ শোয়ে। সেখানে চাপের মুখে হার্দিকের দৃঢ় মানসিকতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অক্ষর। প্রত্যুত্তরে বন্ধু অক্ষরকে চুমু উপহার।

অক্ষর বলেছেন, 'হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।'

শ্যাম্পেনের উৎসব থেকে মহম্মদ সামি আবার দূরেই থাকলেন। বাকি সতীর্থদের মতো সামির পরিবারও ছিল দুবাইয়ে। ম্যাচ শেষে মাঠে দেখা যায় সামি-জননীকে। বিরাটের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তার ফাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতি মনে করিয়ে দিয়ে সামির মাকে প্রণাম করেন বিরাট। সামি-জননী আশীর্বাদ করেন কোহলিকে।

রোজা না করায় সামিকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ধর্মকে অবহেলা করার জন্য অপরাধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চলে। যদিও খেতাবি যুদ্ধের ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েই শ্যাম্পেন উৎসবে শামিল হননি। ট্রফি হাতে মঞ্চে শ্রেয়সদের শ্যাম্পেন ছেটানোর সময় দূরে থাকলেন। অনেক পরে মঞ্চে উঠলেন। পাছে গায়ে শ্যাম্পেনের ছিটে গায়ে লাগে।

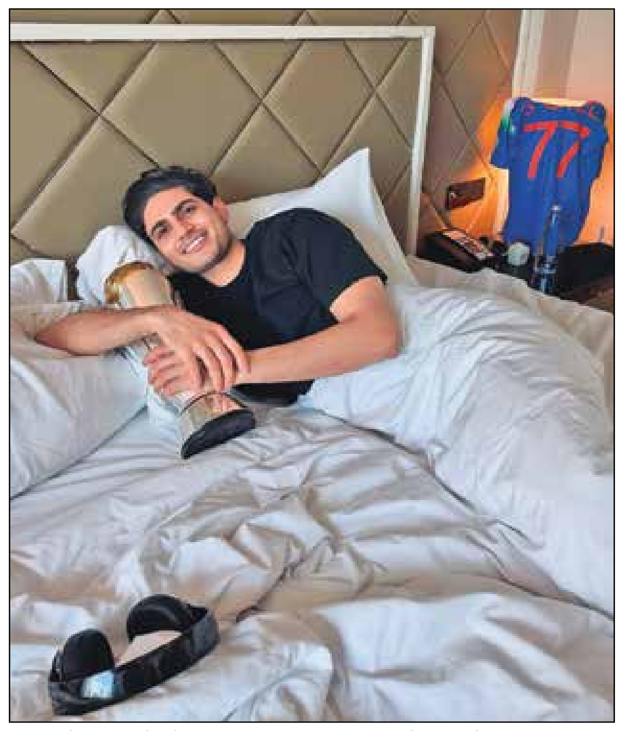

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েই ঘুমোতে যান শুভমান গিল। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

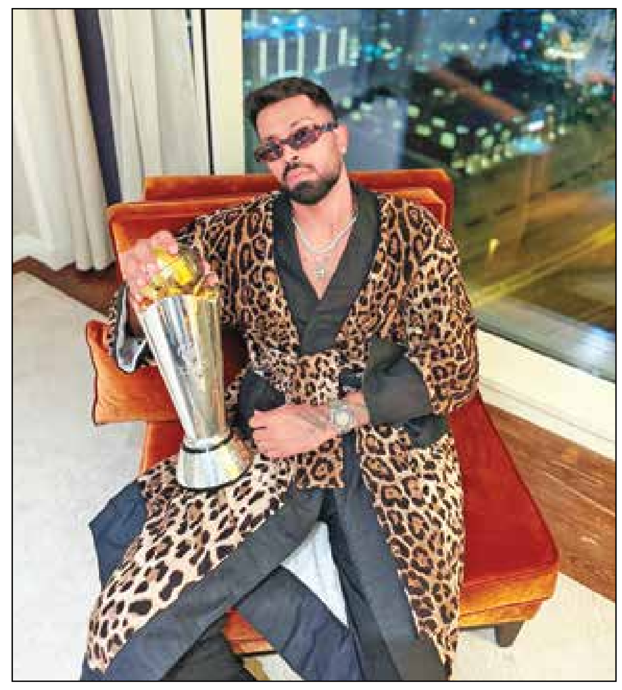

রাতের পোশাক পরেও হার্দিক পান্ডিয়া হাতছাড়া করছেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

> হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

পুরস্কার মঞ্চেও নেই আয়োজকরা!

পাকিস্তান-আইসিসি যুদ্ধ ফাইনাল ঘিরে

দুবাই, ১০ মার্চ : আয়োজক পাকিস্তান। অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই নেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি। জয় শা, রজার বিনি ও দেবজিৎ সইকিয়া-তিন ভারতীয়র সঙ্গে ছিলেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধি রজার টুজ।

পাকিস্তান ক্রিকেটমহল যা নিয়ে রীতিমতো অবাক এবং ক্ষুব্ধ। আর যা নিয়ে আইসিসি বনাম পিসিবি-র রীতিমতো যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। পিসিবি-র দাবি, দুবাইয়ে রবিবার পিসিবি-র প্রতিনিধি বোর্ডের সিইও সুমাইর আহমেদ ছিলেন। অথচ, আইসিসি-র তরফে তাঁকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকাই হয়নি।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এহেন পদক্ষেপে হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেন এমন হল, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে জয় শা-র নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থার কাছে। সূত্রটি বলেছে, 'ফাইনালের দিন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি দুবাইয়ে ছিলেন না। পাক ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠক ছিল। তাই সিইও-কে পাঠানো হয় দুবাইয়ে। কিন্তু কেন তাঁকে ডাকা হয়নি বোধগম্য নয়।'

অপর সূত্রের দাবি, আইসিসি এবং পিসিবি-র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। পিসিবি-র সিইও মাঠে ছিলেন, আইসিসি-র কাছে সেই খবর সম্ভবত ছিল না। তবে কোন পরিস্থিতিতে কেন এরকম হল, পিসিবি-র তরফে লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হবে আইসিসি-র কাছে।

চলতি বিতর্কে পিসিবি-র কোর্টেই বল ঠেলেছে আইসিসি। পালটা দাবি, পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। আইসিসি-র এক মুখপাত্র বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী শুধু বোর্ড কর্তারাই পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। পিসিবি-র অন্য কোনও কর্তাও ছিলেন না। আয়োজক হিসেবে পিসিবি-র একজনের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।'

যে বিতর্কে পিসিবিকেই তুলোধোনা করেছেন শোয়েব আখতার। প্রাক্তন পাক পেসার বলেছেন, 'ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।'

> ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।
>
> **শোয়েব আখতার**

গুরুদক্ষিণা বলছেন রোহিতের কোচ

> দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।
>
> -দীনেশ লাড

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : ২০২৪ সালের পর ২০২৫।

টানা দুটি আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। ছেলের যে সাফল্যে আবেগতাড়িত অক্ষর প্যাটেলের গোটা পরিবার। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন ভারতীয় দল বিজয়োৎসবে মাতোয়ারা, তখন চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের।

ম্যাচ শুরুর আগেই টিভির সামনে বসে পড়েছিলেন অক্ষরের বাবা-মা সহ গোটা পরিবার। জয়ের পর উৎসব শুরু। মিষ্টিমুখের পালা। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা চলে এসেছেন শুভেচ্ছা জানাতে। আবেগও বাঁধনহারা।

অক্ষরের বাবা রাজেশ প্যাটেল বলেছেন, 'ভারত জিতলে আমাদের গোটা পরিবার খুশিতে মেতে ওঠে। কারণ, ওই দলে আমার ছেলেও রয়েছে। গোটা দলের মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী প্রত্যেকের জন্য অনেক আশীর্বাদ রইল।'

ছেলের গর্বে গর্বিত মা প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, 'আজকের জয়ে এত খুশি হয়েছি যে, চোখের জল আটকাতেই পারছি না। ছেলে ভালো খেলেছে। গোটা দল দুর্দান্ত খেলল। যার ফল, ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরা।' অক্ষরের ভাই সনশীপ প্যাটেলের কথায়, গোটা পরিবার গতকাল থেকে উৎসবের মেজাজে। সবাই এসে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে।

রোহিত শর্মার ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের কাছে কালকের সাফল্য আরও একটা 'গুরুদক্ষিণা'। প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সকাল থেকেই বিভিন্ন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।'

গত দুই বছরে ভারত চতুর্থ আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলল। এরমধ্যে দুইটিতে হার, দুইটিতে জয়। রোহিতের যে জোড়া সাফল্য দীনেশ লাডের কাছে গুরুদক্ষিণা।

চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের

অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালের সেরা

ক্রিকেটার	প্রতিযোগিতা	সাল
ক্লাইভ লয়েড	বিশ্বকাপ	১৯৭৫
রিকি পন্টিং	বিশ্বকাপ	২০০৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	বিশ্বকাপ	২০১১
রোহিত শর্মা	চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫

হিটম্যানের অবসর নিয়ে সৌরভ

এত কথার কী আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : আপনি যে পেশাতেই থাকুন না কেন, সময়ের দাবি মেনে একদিন থামতে হবেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

কিন্তু কখন থামতে হবে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন। তাই অবসরের সিদ্ধান্তটা সবসময় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল রাতে অপরাজিত থেকে দুবাইয়ের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। দুর্দান্ত সাফল্যের পর প্রশংসার বন্যায় ভাসছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত, বিরাটদের বেশিরভাগই আজ দেশেও ফিরে এসেছেন। আর তার মধ্যেই চলছে ভারত অধিনায়ককে নিয়ে জল্পনা। ফাইনালের সেরা হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেতাব জেতানো রোহিত আর কতদিন খেলবেন? হিটম্যান এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না বলে স্পষ্ট করে দেওয়ার পরও তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। আজ সন্ধ্যায় রোহিত প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন সৌরভ। সমালোচকদের একহাত নিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই রোহিতের নিজস্ব। সেটা নিয়ে এত আলোচনার কোনও মানেই হয় না।'

> রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা রোহিতের নিজস্ব।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয়ের পরই সমাজমাধ্যমে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মহারাজ। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে ফের একইভাবে রোহিতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। ভারতের সাফল্যে তিনি একেবারেই অবাক নন বলে জানিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে এক সে বড়কর এক ক্রিকেটার রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতার পর রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাফল্যে একেবারেই অবাক নই আমি।' কেন এমন কথা বলছেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, 'উপমহাদেশে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে বা এমন কোনও জায়গায় যেখানে স্পিনারদের জন্য সাহায্য থাকবে, এমন জায়গায় লাল হোক বা সাদা, ভারতীয় দল সফল হবেই।' ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দুবাইয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-অধিনায়ক রোহিতের সাফল্যে একেবারেই অবাক নন মহারাজ। বিরাট কোহলিকে অতীত করে নিয়ে রোহিতকে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সৌরভই। আজ রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ক্রিকেটারের পাশে ভালো নেতাও। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সাফল্য ওর জন্য কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট। জানি না রোহিত আর কতদিন খেলবে। কিন্তু যতদিন খেলবে, ভারতীয় দলকে আরও সাফল্য এনে দেবে।'

সরে দাঁড়ালেন হ্যারি ব্রুক

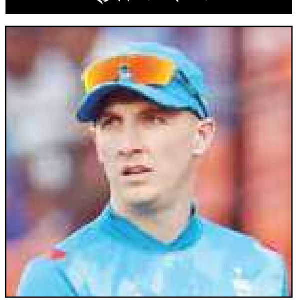

আইপিএলের শুরুতে হয়তো নেই রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। কেএল রাহুলকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চলছে হইচই। তার মধ্যেই আজ দুবাই থেকে দেশে ফিরেছেন রাহুল। আপাতত পরিবারের সঙ্গেই কয়েকদিন সময় কাটাবেন তিনি। রাহুলের স্ত্রী আথিয়া সন্তানসম্ভবা। আইপিএলের শুরুতেই বাবা হতে চলেছেন কেএল। তাই দিল্লি ক্যাপিটালস দলের হয়ে আইপিএলের শুরুর দিকে অন্তত দুটি ম্যাচে রাহুলকে পাওয়া যাবে না বলে খবর। দিল্লি ক্যাপিটালস সূত্রেই এমন খবর মিলেছে আজ।

শুধু শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচেই নয়, আগামী ১৭ মার্চ থেকে ভাইজাগে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের একটি প্রস্তুতি শিবির হতে চলেছে। সেই প্রস্তুতি শিবিরেও রাহুল থাকছে না বলেই খবর। এসবের মধ্যেই ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুককে নিয়ে অশান্তির আঁচ রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে। আজ জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে আইপিএলে দিল্লির হয়ে খেলতে পারবেন না হ্যারি। আচমকা তাঁর আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তিনি শাস্তি পেতে পারেন। অন্তত দুই বছরের জন্য আইপিএলের আসর থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হতে পারে বলে খবর। শেষ মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের হয়েও একই কাণ্ড করেছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি সমাজমাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও তার জন্য শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা কম।

সেরা হয়েও যন্ত্রণায় রাচিন

দুবাই, ১০ মার্চ : টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারের তকমা।

সর্বাধিক রানের নজিরও তাঁর মুকুটে। যদিও ফাইনাল যুদ্ধে পরাজিতদের দলে। যা মনে নিতে পারছেন না রাচিন রবীন্দ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের তরুণ অলরাউন্ডার চেয়েছিলেন রোহিত শর্মা ব্রিগেডের পথে 'কাঁটা' বিছিয়ে দিতে।

ফাইনালের দ্বৈরথে শুরুটা দারুণভাবে করেও উত্তেজক ম্যাচে ট্রফি হাতছাড়া। যা যন্ত্রণা দিচ্ছে রাচিনকে। ম্যাচের পর বলেছেন, 'ফাইনালে হার এবং টুর্নামেন্ট সেরার শিরোপা--টক-ঝাল অনুভূতি। ট্রফিটা জিততে পারলে দারুণ হত। আসলে ক্রিকেট কখনও কখনও এমন নির্মম হয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হাতে রাচিন রবীন্দ্র।

হারলেও রাচিনের দাবি সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হয়েছে। ভারতকে এক ইঞ্চি ছাড়েননি তাঁরা। বলেছেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা। প্রতিটি ম্যাচে দলগত ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। ভারতও দারুণ খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ওদের অভিনন্দন।'

বোলিংয়ে পরিশ্রম করছেন। রাচিন বলেছেন, 'বোলিং করতে ভালোবাসি। মিচেল স্যান্টনার মজা করে বলে, আমি নেটে বোলিংয়ে নাকি সেভাবে মন দিচ্ছি না। বোলিংয়ে নজর দিতে হবে এবার। আমাদের সম্পদ টিমগেম। সিনিয়ার হোক বা জুনিয়ার, প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব বোঝে।'

হারলেও দলকে নিয়ে গর্বিত অধিনায়ক স্যান্টনার। বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রত্যেকেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে যোগ্য দলের কাছেই হেরেছি আমরা। ওরা খুব ভালো বল করেছে। ভারতীয় স্পিনারদের প্রশংসা করতেই হয়। প্রত্যেকেই বিশ্বমানের বোলার। পাওয়ার প্লে-তে পরপর উইকেট হারানো আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। ২০-২৫ রান কম করেছি আমরা।'

রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন রোহিতের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের কাছেই হার মেনেছেন তাঁরা। ঝুঁকি থাকলেও নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং থেকে সরে আসেনি রোহিত। রোহিতের দুর্দান্ত শুরুর হাত ধরে ওপেনিং জুটিতে ভারতের সেঞ্চুরি পারের পরই স্যান্টনার বুঝে যান, ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

রোহিতের কাছেই হার : স্যান্টনার

নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'এই উইকেটে বল প্রতি রান তোলা সহজ নয়। কিন্তু রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা সেটাই করে দেখাল। টুর্নামেন্টের আগে যদি রোহিতকে জিজ্ঞাসা করা হত, তাহলে ও বলত ফাইনালে সবথেকে বেশি রান করতে চায়। ওর ব্যাটিং বোলারদের মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিয়েছিল। ভালো বলেও ছক্কা মেরেছে। ওর ব্যাটিংই হারিয়ে দিল। ১১ জন নয়, একজনের কাছে হেরেছি আমরা।'

রোহিতকে ফেরানোর পর অবশ্য ম্যাচে ফিরে আসে নিউজিল্যান্ড। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়ারা সামাল না দিলে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারত। স্যান্টনার বলেছেন, 'বিশ্বাস ছিল, যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরে যেতে পারে। সেটাই হয়েছিল। রাচিনও বল হাতে নজর কাড়ল। অল্প বয়সেই পরিণত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে।'

ভাইরাল গাভাসকারের ডান্স-সেলিব্রেশন

পাকিস্তানেও জিতত ভারত : আক্রাম

দুবাই, ১০ মার্চ : সমালোচকদের চুপ করিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা।

গোটা টুর্নামেন্টে প্রতি বিভাগে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়েছে খেতাব জয়। উত্তেজক ফাইনালে যার সামনে শেষপর্যন্ত হার মানে নিউজিল্যান্ড। পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের মুখে যে দাপটের কথা। রোহিত ব্রিগেডের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রামের বিরাট-দাবি-ভারত যেখানেই খেলত, জিতত।

'দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার সুবিধা পেয়েছে', নিন্দুকদের যে দাবিকে নস্যাৎ করে আক্রামের পালটা দাবি, পাকিস্তানে খেললেও চ্যাম্পিয়ন হত ভারতই। পাক 'সুইং কিং' বলেন, 'বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই জিতত ভারত। দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক, সমালোচনা হয়েছে। তবে বাস্তব হল, ওরা যদি পাকিস্তানেও খেলত, তাও চ্যাম্পিয়ন হত।'

টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, পরপর দুই বছরে অপরাজিত থেকে আইসিসি ট্রফি জয়। আক্রাম যে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন, 'গতবছর কোনও ম্যাচ না হেরে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারই পুনরাবৃত্তি। যা বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা, ওদের লিডারশিপ দক্ষতা।'

পাক কিংবদন্তির মতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতা, শ্রীলঙ্কাকে গিয়েও হেরেছিল। নেতৃত্ব বদলের দাবি পর্যন্ত উঠছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দল, কোচ, অধিনায়কের পাশে থেকেছে। যার প্রতিফলন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

অজয় জাদেজার অবশ্য একটাই আক্ষেপ, জয়টা যদি লাহোরে আসত। প্রাক্তন তারকা বলেছেন, 'আমি ভারতীয়। সবসময় চাইব দলকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে। তবে আমার মতে, সাফল্যটা লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে আসলে আরও ভালো হত। সবার জন্যই ভালো হত।'

এদিকে, ম্যাচের পর রোহিতদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সুনীল গাভাসকারের 'নাচের ভিডিও' রীতিমতো ভাইরাল। বাচ্চাদের মতো নাচতে দেখা যায় কিংবদন্তিকে। আনন্দে কোমর দোলালেন, কে বলবে সত্তরের কোটায় ইতিমধ্যেই পা রেখেছেন!

সানির নাচ দেখে রীতিমতো অবাক সঞ্চালক মায়ান্তি ল্যাঙ্গারও। আপ্লুত হরভজন সিংরাও। কমেন্ট্রি বক্সে থাকা হরভজন বলেছেন, 'কারও উচিত নয় গাভাসকারজিকে আটকানো। এটা অসাধারণ মুহূর্ত। তাঁকে দেখে ক্রিকেট খেলতে শিখেছি আমরা। আমাদের সৌভাগ্য, এই সাফল্যের শরিক উনিও। আমাদের সঙ্গে উনিও আনন্দে মাতছেন।'

ভারতের খেতাব জয় নিশ্চিত হওয়ার পর মাঠের মধ্যেই নাচ সুনীল গাভাসকারের।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ বাবু, শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।- কৌশিক, শিলিগুড়ি।

শিল্ড জয়ের আনন্দে নির্বাচনি হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবল দলের লিগ শিল্ড জয়ের পর্ব মিটতেই ক্লাবে নির্বাচনের দামামা।

এদিন শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাবে পতাকা উত্তোলন হওয়ার পাশাপাশি দেখা গেল ক্লাব চত্বরে নির্বাচনি আবহ। এদিন ছিল কার্যনির্বাহী সমিতির সভাও। এদিনের এই সভা ঘিরেই ক্লাবে প্রচুর মানুষের বা বলা ভালো, বিপক্ষ শিবিরের সমাগমও ছিল দেখার মতো। প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসেন এদিন ক্লাবের এই সাফল্যের অংশীদার হতে। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এদিন সিদ্ধান্ত হয়, ২০ মার্চ বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটির হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে বলে জানান ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ। তার আগে সেদিনই বিকেল চারটায় ক্লাব-মালিদের জন্য যে ঘরগুলি তৈরি হয়েছে তার উদ্বোধন করা হবে বলে জানালেন

দেবাশিসকে খোঁচা সৃঞ্জয়ের

সচিব দেবাশিস দত্ত, 'বহুদিন ধরেই ক্লাবের মালিদের থাকার ঘর নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। যেটা আগে কখনও হয়নি, সেটাই এই কমিটি করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আর এই কমিটির আমলে ক্লাবের ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি দল সাফল্য পেয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে আমাদের সঙ্গে ফুটবল দলের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সুন্দর সম্পর্কের জন্য। তিনি শুধুই বিনিয়োগকারী নন, ক্লাবের একজন শুভানুধ্যায়ীও।' পরে তিনি এবং ক্লাবের বাকি সদস্যরা শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করেন। সেখানে সদলবলে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন সচিব ও বর্তমানে ক্লাবের বিরোধীদের মুখ সৃঞ্জয় বসুকেও। তাঁদের তরফে সবুজ-মেরুন রসগোল্লা বিতরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর সৃঞ্জয় নিজে হাতে করে বর্তমান সচিবকে মিষ্টি খাওয়ালে সৌহার্দ্যের বাতাবরণও তৈরি হয়। নির্বাচনে সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, 'আপাতত সমঝোতার কোনও প্রস্তাব কোনওদিক থেকেই আসেনি। তাই আমরা নির্বাচনের কথাই ভাবছি। সদস্যরাও তাই চান। এরপর দেখা যাক।' তবে তিনি বর্তমান সচিবকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি, 'তিনি ক্রিকেট দলের পি সেন ট্রফি জয়ের কথা বলছেন অথচ সেই ট্রফিতে মোহনবাগান যুগ্মজয়ী হয়েছে ভবানীপুরের সঙ্গে। একটা ছোট দলকে কৃতিত্ব তিনি দিতে পারছেন না। তাছাড়া একটা সময়ে তিনিই বলেছিলেন, যে খেলা অলিম্পিকে নেই, সেটা মোহনবাগান খেলে না। সম্ভবত ওঁর কথা শুনেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ক্রিকেটকে অলিম্পিকে সংযুক্ত করার কথা ভেবেছে!' কুণালবাবু জানান, 'বিচারপতি অসীমকুমার রায়ই ২০ তারিখ জানাবেন, নির্বাচন পরিচালন কমিটিতে বাকি সদস্যরা কারা থাকবেন।' প্রসঙ্গত আগে ক্লাবের পাঠানো কিছু সদস্যের ব্যাপারে কয়েকটি সূত্র থেকে আপত্তি জানানোর জন্যই সম্ভবত বদল হতে চলেছে এই কমিটিতে। লিগ শিল্ড জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অভিনন্দন জানিয়েছেন মোহনবাগানকে।

রবির কিরণে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২
(মার্ক, রবি)
পাঞ্জাব এফসি-২
(ভিদাল, মাজসেন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : ম্যাচের বয়স তখন ৬৬ মিনিট। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কার্লোস ফ্রাঙ্কা পাস বাড়ালেন রবি হাঁসদাকে। সেখান থেকে দুরন্ত শটে জাল কাঁপিয়ে দিলেন সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলস্কোরার। সন্তোষ জয়ের নায়ক রবির হাত ধরেই আইএসএলের শেষ ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটল মহমেডানের।

সোমবার রক্ষণের ভুলে ম্যাচের ৯ মিনিটে পুলগা ভিদাল ও ৫২ মিনিটে লুকা মাজসেন গোল করে পাঞ্জাবকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। সেখান থেকে মহমেডানকে ম্যাচে ফেরালেন দুই পরিবর্ত ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে সমারবাখ ও রবি। ৫৯ মিনিটে জটলার মধ্যে দিয়ে প্রথম গোলশোধ করেন মার্ক আন্দ্রে। মিনিট কয়েক পরে রবির গোল যেন শেষবেলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দেয় সাদা-কালো শিবিরকে। ম্যাচ ড্র হওয়ায় ২৪ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষে থেকেই প্রথম আইএসএল শেষ করেছে মহমেডান। এদিকে, এই ম্যাচ ড্র করায় ২৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এল পাঞ্জাব। ফলে কেরালা ব্লাস্টার্স নবম ও ইস্টবেঙ্গল দশম স্থানে নেমে গিয়েছে।

মহমেডান : পদম, আদিঙ্গা, জোহেরলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, কাশিমভ, মাফেলা, মাকান (বিকাশ), অমরজিৎ (মার্ক আন্দ্রে), মনবীর (রবি) ও ফ্রাঙ্কা (ইসরাফিল)।

তুর্কমেনিস্তানে প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার।

অনুশীলনে নিম্নমানের মাঠ ইস্টবেঙ্গলকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : অবশেষে অনুশীলনে নামতে পারলেও মাঠ দেখে বিরক্ত লাল-হলুদ শিবির। এমনকি মূল স্টেডিয়ামের অবস্থাও তথৈবচ।

তবে এতটাই আতঙ্কিত দলের সদস্যরা যে এই বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে বাড়তি সমস্যা তৈরি করতে চাইছেন না তাঁরা। কলকাতা থেকে লম্বা সফর করে তুর্কমেনিস্তান দিন দুয়েক আগে পৌঁছেও লাভ হয়নি। পুরো একটা দিন নষ্ট হওয়ার পর এদিন অবশেষে ইস্টবেঙ্গলকে অনুশীলনের মাঠ দেয় আর্কাদাগ কর্তৃপক্ষ। যা এফসি আল্টিন আসিরের মূল স্টেডিয়াম। মাঠ হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও অত্যন্ত নিম্নমানের। কলকাতা ময়দানের খোলা মাঠের মতোই এবড়োখেবড়ো ও জায়গায় জায়গায় ঘাস ওঠা। যেখানে চোট হয়ে যেতে পারে। তবু এদিন ম্যাচের সময় অনুযায়ী প্রায় বিকেল চারটে নাগাদই দল নিয়ে অনুশীলন করেন অস্কার ব্রুজোঁ। মূল মাঠে অনুশীলন করতে দেওয়া হয়নি। দল নিয়ে সেখানে হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি মেলায় খানিক ঘুরে দেখে গোটা দল। তবে এই মাঠের অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফলে চোট পাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকছেই। মূল স্টেডিয়াম অবশ্য হোটেলের কাছেই।

অনুশীলনের পর অবশ্য গোটা দলই হোটেলেই থাকছে। এমনিতেই বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই। তবে ইন্টারনেট পরিষেবা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। হোটেলের বাইরে অবশ্য যাচ্ছেন না কেউই। কারণ শহরজুড়েই অন্ধকার। সেটা রাজনৈতিক কারণ নাকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নাকি অন্য কোনও কারণে, জানা নেই কারওই। তবে এরকম অভিজ্ঞতা আগে না থাকায় প্রত্যেকেই ভয় পাচ্ছেন। সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা এখন ম্যাচ খেলে কোনওরকমে ফিরে আসতে পারলেই যেন বাঁচেন।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN

সেরা একাদশে বিরাট, শ্রেয়স

দুবাই, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করা ছাড়াও বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে ৫৪.৫ গড়ে এসেছে ২১৮ রান। যার পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আইসিসি-র সেরা একাদশে বিরাট জায়গা করে নিলেন। তিনি ছাড়াও ভারত থেকে আরও চারজন – শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, বরুণ চক্রবর্তী ও মহম্মদ সামির নাম আছে। দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে রাখা হয়েছে অক্ষর প্যাটেলকে। দুরন্ত ৭৬ রান করে রোহিত শর্মা ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হলেও তাঁকে দলে রাখেনি আইসিসি। মিচেল স্যান্টনারকে এই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। দলে নিউজিল্যান্ড থেকে রয়েছেন আরও তিনজন রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস ও ম্যাট হেনরি। একাদশের বাকি দুই সদস্য আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

আজ রাতে কলকাতায় পা রাহানে-রিঙ্কুদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। খেতাব জিতে দুবাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররাও দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেশে ফেরার মাঝেই আজ থেকে আরও প্রবলভাবে বাজতে শুরু করে দিয়েছে অষ্টাদশ আইপিএলের বাজনা।

কলকাতায় আইপিএল উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে হাজির হচ্ছেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিং সহ কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরশু ভোরে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন কেকেআরের বিদেশি তারকারা। জানা গিয়েছে, পরশু ভোরে দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণরাও পৌঁছে যাচ্ছেন কলকাতায়। বুধবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির শিবির শুরু হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে থাকা দুই ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা আগামীকাল কলকাতায় আসছেন না। তাঁদের ১৭ মার্চ কলকাতায় পৌঁছানোর কথা।

কাল আসছেন রাসেল, নারায়ণ

শেষবারের খেতাব জয়ী দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফলে ইডেনে ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে কেকেআরকে নিয়ে এবার উৎসাহ, উন্মাদনা আরও বেশি। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর সঙ্গেই তা কার্যত উড়ে গিয়েছে। টিকিটের দাম বাড়ার প্রভাব এখনও নেই। ইডেনে ২২ মার্চের আইপিএল বোধনের আসরেই রয়েছে মেগা ম্যাচ। বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এবার আইপিএল অভিযান শুরু করছে রাহানের কেকেআর। তার আগে আজ মুম্বই থেকে নাইটদের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের হাজির হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাকিস্তান-আইসিসি যুদ্ধ ফাইনাল ঘিরে
পাকিস্তানেও জিতত ভারত : আক্রাম
-খবর এগারোর পাতায়

WOMEN'S PREMIER LEAGUE

ডব্লিউপিএলের সমাপ্তিতে পারফর্ম করবেন নোরা

মুম্বই, ১০ মার্চ : মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন নোরা ফাতেহি। আগামী শনিবার মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নোরা ছাড়াও পারফর্ম করবেন মরক্কান সংগীতশিল্পী ফ্রেঞ্চ মন্টানা, মিশরীয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা মহম্মদ রামাদান, মার্কিন সংগীতশিল্পী জেসমিন স্যাডলাস, ডিজে শ্যাডো।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আগামী ১৩ই মার্চ আমাদের সকলের প্রিয় **কাজল রায় (ছোট্ট)**র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে নিজ বাসভবনে। সমস্ত শ্মশানবন্ধু ও পরিচিতদের অনুরোধ করছি আপনারা সেদিন উপস্থিত থেকে কাজলের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবেন। ইতি, **শোকার্ত পরিবারবর্গ**, সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-৩২।

HUMAIPUR PRAKASH FOUNDATION
Lucky Coupon Draw-2025
RESULT
1st: 8690, 2nd: 2411, 3rd: 6603, 4th: 1395, 5th: 3755, 6th: 4621, 7th 8739, 8th: 8791, 9th: 9239, 10th: 1192, 11th: 8667, 12th: 7750.
Consolation Prize (Electric Iron), Last 3 digit: 672, 456.
Consolation Prize (Tiffin Box), Last 2 digit: 05

৬ উইকেট দিবাকর, তুলতুলের

কোচবিহার, ১০ মার্চ : গোপালপুর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার থানেশ্বর থান্ডার্স ১২ রানে গোপালপুর স্ট্রাইকার্সকে হারিয়েছে। গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে থান্ডার্স ১৪ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৩ রান তোলে। দেবজিৎ সরকার ২৪ রান করেন। প্রতাপ কোনার ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্ট্রাইকার্স ১২.৩ ওভারে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। রকি সাহা ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা দিবাকর দাস ২০ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

অন্য ম্যাচে গোপালপুর ব্যাক বেঞ্চার্স ৩৬ রানে গোপালপুর কিংসের বিরুদ্ধে জয় পায়। ব্যাক বেঞ্চার্স টসে জিতে ১৪ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। গোবিন্দ রায় ৪৫ রান করেন। বাবলা মোদক ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কিংস ১৩.১ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায়। বাবলা মোদক ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা তুলতুল দাস ৫ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

তৃতীয় আশিস, অসীম

আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ : বেঙ্গালুরুতে জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার আশিস অধিকারী ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে তৃতীয় হয়েছেন। ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১৫০০ মিটার এবং ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে তৃতীয় হয়েছেন অসীম বিশ্বাস।

রাফিনহার হাতে ব্যালন ডি'অর দেখছেন ফ্লিক

বেকারের আশায় মাঠে নামতে নারাজ রবার্টসন

বার্সেলোনা ও লিভারপুল, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মায়াবী রাত জন্ম দেয় শত নতুন তারার। সমর্থকদের হৃদয়ে কারও প্রতিষ্ঠা হয় নতুন করে। কেউ আবার থেকে যান মেঘের আড়ালে।

গত সপ্তাহের তিন নায়ক লিভারপুলের গোলকিপার অ্যালিসন বেকার, বার্সেলোনা কিপার ওজসিয়েচ সেজনি এবং বায়ার্নের হ্যারি কেন মঙ্গলবার রাতে আবার নামছেন শেষ আটের লক্ষ্যে। অ্যালিসনের লিভারপুল এবং সেজনির বার্সা এগিয়ে ১ গোলের ব্যাবধানে। অন্যদিকে, কেনের বায়ার্ন কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায়। তারা এগিয়ে ৩-০ গোলে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম **বেনফিকা**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
ইন্টার মিলান বনাম **ফেনুর্দ**
লিভারপুল বনাম **প্যারিস সাঁ জাঁ**
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ঘরের মাঠে বেনফিকার বিরুদ্ধে নামার আগে শোকাহত বার্সা শিবির। শনিবার লা লিগায় ওসাসুনা ম্যাচের আগে দলের ডাক্তার কার্লেস মিনারো গার্সিয়ার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে টিম হোটেলেই। যে কারণে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ম্যাচ স্থগিত করা হয়।

সোমবার প্র্যাকটিসের আগে সাংবাদিক বৈঠকে নীরবতা পালনের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কার্লেস মানুষ হিসেবে যেমন অসাধারণ ছিল, তেমন ডাক্তার হিসেবেও। আমাদের সাফল্যে ওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওর জন্যই আমরা ম্যাচটা জিততে চাই।' আর সেই ম্যাচ জিততে প্রথম লেগের দুই নায়ক সেজনি ও রাফিনহার প্রশংসা উঠে এল ফ্লিকের মুখে, 'সেজনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ওর বরফ-শীতল মানসিকতা আমাদের কাজে এসেছে। রাফিনহার অসম্ভব গোল খিদে। অবশ্যই ব্যালন ডি'অর জেতার অন্যতম দাবিদার ও। ওর খেলা দেখার আনন্দই আলাদা।'

অন্যদিকে, প্রথম লেগে অ্যালিসনের অতিমানবীয় পারফরমেন্সে প্যারিস থেকে ম্যাচ জিতে ফেরে লিভারপুল। ৯ সেভের সেই ম্যাচকে 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান কিপার। তবে অ্যান্ড্রু

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকা ম্যাচের প্রস্তুতিতে বার্সেলোনার স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

রবার্টসন সতীর্থ অ্যালিসনকে আরও এক 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' খেলার সুযোগ দিতে চান না। তাঁর মন্তব্য, 'কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে। গত ম্যাচের মতো অ্যালিসন জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ খেলে আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, এই আশায় থাকলে হবে না।'

ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগ নতুন কোনও তারকার জন্ম দেয় কি না সেই আশায় রাত জাগবেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা বিপ্লব রায় - কে 30.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96G 34890 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমার জন্য এক স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত ছিল। আমি ডিয়ার লটারির অসংখ্য বিজয়ীদের দেখেছিলাম এবং আমি একজন কোটিপতি হতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম এবং এখন এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেট শুরু

কোচবিহার, ১০ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেট সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল ১০ উইকেটে তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৫.৫ ওভারে ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়। দেবপ্রিয় দাস ১২ রান করে। অঙ্কিত গুপ্তা ১৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে রামভোলা ৮.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেয়। শুভদীপ দাস ২৯ রান করে। মঙ্গলবার দুইটি ম্যাচ হবে।

ফাইনালে ২০১৪, ২০২২

মাথাভাঙ্গা, ১০ মার্চ : মাথাভাঙ্গা বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পুনর্মিলন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ২০১৪ ও ২০২২ মাধ্যমিক ব্যাচ। ফাইনাল মঙ্গলবার। সোমবার ২০১৪ প্রথম সেমিফাইনালে ৭ উইকেটে ২০১৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। টসে হেরে ২০১৩ ব্যাচ ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা তাপস বর্মন ৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৫.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৪১ রান তুলে নেয়।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২০২২ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০১৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ২০১৯ ব্যাচ ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৭ রান তোলে। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ৮.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৯০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রবিন ১৭ রান করেন।